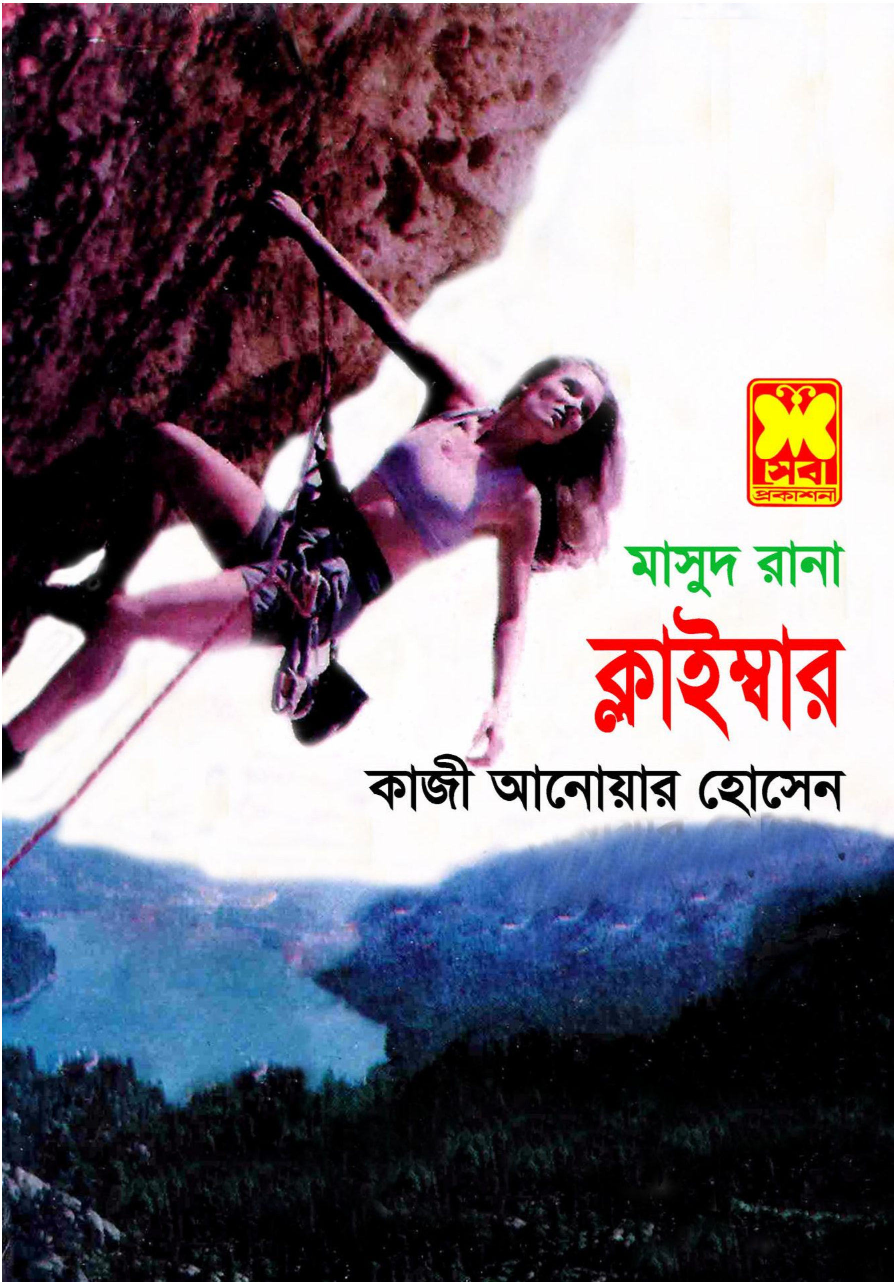

মাসুদ রানা

ক্লাইম্বার

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনা

Anik
pathfinder

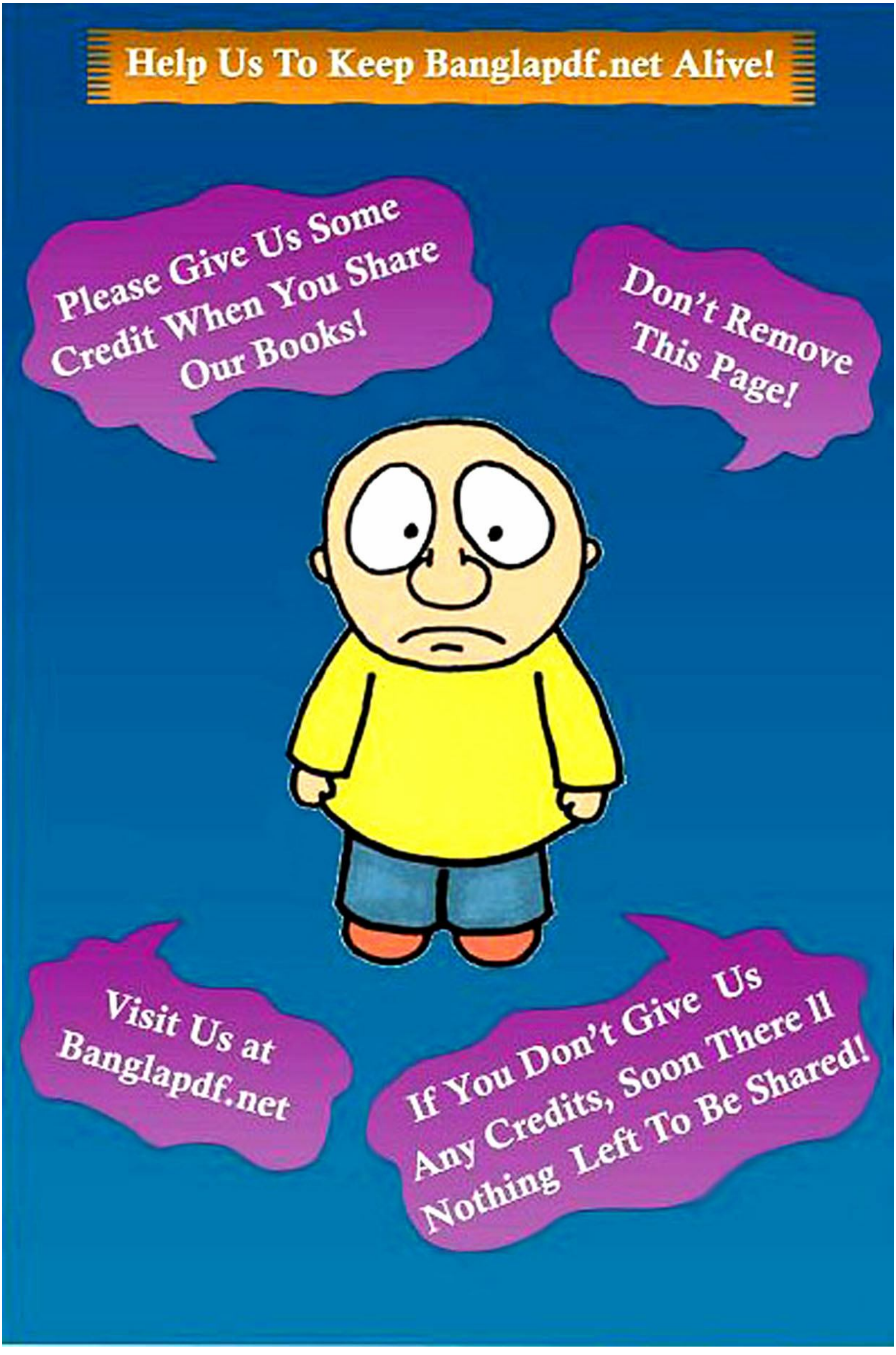
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

ক্লাইম্বার

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scanned By : Kamrul Ahsan

Edited By : Shamiul Islam Anik

Website : www.banglapdf.net
Facebook : www.facebook.com/Banglapdf.net

এক

অরোজেনি-র, অর্থাৎ পর্বতসৃষ্টির, প্রক্রিয়াতে সময় লাগে লাখ লাখ বছর। সৃষ্টির কায়দাও থাকে হরেক রকম। সাধারণ নিয়মটা হলো—পানির নীচের গিরিখাদ ভরে ওঠে নানা ধরনের খনিজ পদার্থ আর জৈব পলিতে; কালের প্রভাবে প্রাকৃতিক চাপের মুখে ওগুলো পরিণত হয় সেডিমেণ্টারি রক্ বা পাললিক পাথরে। এই পাথরের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে নতুনভাবে জমতে থাকা খনিজ পদার্থ আর জৈব পলি। ভূ-পৃষ্ঠের ক্রাস্টাল প্লেটের নড়াচড়া, কিংবা গিরিখাদের মেঝের উচ্চতা বাড়তে থাকলে পাললিক পাথরের স্তূপ উপরদিকে উঠে আসে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে তরলে পরিণত হয় পাথর, লাভা হিসেবে বেরিয়ে আসে আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে। তবে বেশিরভাগ সময়েই তা ঘটে না। রুক্ষ এই পাথরের সমষ্টি, প্রচণ্ড চাপের মুখে বিস্ফোরিত হয়, আগুনের লেলিহান শিখার আকারে উঠে আসে ভূ-পৃষ্ঠে। ঠাণ্ডা হবার পর এই পাথরের স্তূপই পরিণত হয় পর্বতমালায়। নিষ্প্রাণ, এবড়ো-থেবড়ো, এলোমেলো এক দেয়ালের চেহারা নেয়; দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দিয়ে গ্রাস করে বিশাল একেকটা এলাকাকে।

প্রাকৃতিক চাপ।

সেটাই সবকিছুর চাবিকাঠি।

যে-এলাকায় যত বেশি প্রাকৃতিক চাপ থাকে, সেখানে তত উঁচু পর্বতশৃঙ্গের সৃষ্টি হয়।

ভূতত্ত্ববিদরা দুনিয়ার সমস্ত পর্বতমালার শ্রেণীবিন্যাস করেছেন বয়স অনুসারে। তরুণ, পরিণত আর বৃদ্ধ—এই তিনটি পর্যায়ে ফেলা যায় যে-কোনও পর্বতমালাকে। মজার ব্যাপার হলো, সবচেয়ে তরুণটির বয়সও কয়েক মিলিয়ন বছরের কম নয়। আর প্রবীণরা অতিক্রম করেছে বিলিয়ন বছরের সীমা। তবে আচার-আচরণে এই তিন বয়সের ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে এমনকী প্রাণহীন পর্বতের মাঝেও।

রুক্ষ, প্রশস্ত, সুউচ্চ রকি পর্বতমালাকে ফেলা হয় নিতান্তই তরুণদের কাতারে। *মাত্র* সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে জন্ম হয়েছে এর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো থেকে আলাস্কা পর্যন্ত বিস্তৃত। কোনও কোনও চূড়ার উচ্চতা বিশ হাজার ফুট।

যে-কোনও প্রাণচঞ্চল তরুণের মত রকি পর্বতমালাও অনিশ্চিত মেজাজ আর ঘন ঘন পরিবর্তনের দোষে দুষ্ট। অসংখ্য রহস্যও জমা আছে এর ভিতর। সৌন্দর্যের দিক থেকে অপরূপ, কিন্তু তাকে ছুঁতে পারবে কেবল যোগ্য অনুরাগীরাই। একবার যদি তার আলিঙ্গনে ধরা পড়ে কেউ, অসাধারণ উদ্যম আর প্রাণশক্তি ছাড়া কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না সে।

ক্ষমা কী জিনিস, তা জানে না রকি পর্বতমালা। মুহূর্তের জন্য সতর্কতায় ঢিল দিন—উপরে তাকাবার পরিবর্তে নীচে তাকান, ডানের বদলে ভুল করে পা দিন বামে... ব্যস, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছাতু হয়ে যাবেন। এমন এক পাহাড়ি খাদ বা ফাটলে আছড়ে পড়বেন, লাশটা পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারবে না কেউ। জৈব পলি হয়ে ভবিষ্যতের কোনও পর্বতের রসদ বাড়াবেন শুধু।

একেকটা পাহাড় তৈরি হতে সময় লাগে লক্ষ-কোটি বছর।
কিন্তু... মানুষের মৃত্যু হতে পারে মাত্র এক নিমেষে!

দুই

কলোরাডো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি ড্রাইভ করা সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে সেপ্টেম্বর মাসে—যখন শীত নামতে শুরু করে। তুষারে-ভেজা রাস্তায় চাকা পিছলে যখন-তখন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, পথ ছেড়ে গাড়ি আছড়ে পড়তে পারে গহীন গিরিখাদে। তবে ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না মাসুদ রানা, ল্যাণ্ড রোভারের উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে তাকাচ্ছে ও। এমন মনোরম দৃশ্য চোখের সামনে থাকলে আর কোনও কিছুর দিকে মনোযোগ দিতে ইচ্ছে করে না।

অবশ্য ওকে দোষও দেয়া যায় না। আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এ-রাজ্যে ঢুকলেই বাকরুদ্ধ হয়ে যায় সবাই। বিশাল কলোরাডোর অর্ধেকের বেশি জায়গা দখল করে রেখেছে রকি পর্বতমালা। বরফের মুকুট পরা হাজারো চূড়া আড়াল করে রাখে আকাশকে, সূর্যের কিরণ অপার্থিব একটা ঝলমলে আবহ ছড়িয়ে দেয় চতুর্দিকে। পাহাড়শ্রেণীর গোড়া ছেয়ে রাখা সবুজ বনানী, কলোরাডো নদী, আর জানা-অজানা হাজারো

জলাশয় হেসে ওঠে সেই আলোয়... মোহগ্রস্ত করে ফেলে মানুষকে। রানা তার ব্যতিক্রম নয়। যদিও অতীতে একাধিকবার এখানে এসেছে ও, তারপরেও প্রতিবারই মুগ্ধতা আবিষ্ট করে ওকে। কিছু কিছু দৃশ্য আসলে কখনোই পুরনো হয় না।

গুড়ু গুড়ু ধ্বনি কানে বাজায় আকাশের দিকে তাকাল রানা। কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে পর্বতশ্রেণীর উপরে। প্রাক-শীতকালীন ঝড় আসবার সঙ্কেত। মনে একটু শঙ্কা জাগল, প্ল্যান-প্রোগ্রাম কি তবে মাটি হয়ে যাবে?

প্রায় চার মাস হতে চলেছে দেশছাড়া ও। জটিল এক অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ইয়োরোপের কয়েকটা দেশে ছুটে বেড়াতে হয়েছে এতদিন। কাজ শেষ করে ক'দিন আগে কলোরাডোর রাজধানী ডেনভারে এসেছে রানা এজেন্সির নতুন শাখার বাৎসরিক পরিদর্শনের কাজ সেরে যাবে বলে। সেই ঝামেলাও শেষ হয়েছে গতকাল। ঢাকায় ফেরার আগে সময় আছে চারদিন। সময়টা আর ডেনভারে বসে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয়নি। ঝাড়া হাত-পা, তাই তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গন্তব্য—ছোট্ট শহর টুইন পিকস্। ইচ্ছে, আগামী ক'দিন পর্বতারোহণ করে কাটাবে। রক-ক্লাইম্বিঙের জন্য ওর প্রিয় জায়গাগুলোর একটা ওটা। ছুটিছাটায় আগেও বহুবার গেছে। শহরটা ছোট, অধিবাসীর সংখ্যা কম। নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেছে রানার, স্থানীয় লোকজন ওকে শহরেরই একজন বলে মনে করে।

একটা গ্যাস স্টেশন পেরিয়ে এল রানা। ঢুকে পড়ল ন্যাশনাল ফরেস্টে। রাস্তা এখানে অনেক সরু হয়ে এসেছে। স্টেশনটা পেরুবার সময় চোখে পড়ল পুরনো এক জিপ, পরিচিত চেহারার দুই তরুণ ওটায় তেল ভরছে। ওরাও চিনতে পেরেছে ওকে।

'আরে, মি. রানা না?' বলে উঠল এক তরুণ, মাথাভর্তি সোনালি চুল। 'রিকি, মি. রানা গেল!'

'তাই নাকি?' বলল রিকি। ওর লম্বা কালো চুল নেমে গেছে ঘাড় ছাড়িয়ে। 'চলো, কথা বলি।'

তেল ভরা হয়ে গেছে জিপে। ওতে উঠে পড়ল ওরা, রেডিওতে বাজাল উদ্দাম রক অ্যাণ্ড রোল মিউজিক, টায়ার পুড়িয়ে সবেগে আগে বাড়ল। প্রবল গতির কারণে অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল রানার পিছনে।

'মি. রানা! মি. রানা!' ডাক শোনা গেল।

ল্যাণ্ড রোভারের গতি কমাল রানা, পাশে আসতে দিল জিপকে। হাসিমুখে তাকাল ওদিকে।

'হাই, রিকি! হাই, উইলি!'

ছটফটে এই দুই তরুণের সঙ্গে বছরখানেক আগে পরিচয় হয়েছে রানার। উড়নচণ্ডী, পাগলাটে, এক্সট্রিম স্পোর্টসের ভক্ত। পাহাড়ের মাথা থেকে প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দেয়া ওদের হবি। বিপদেও পড়ে সে-কারণে। রানার সঙ্গে যেবার পরিচয় হলো, সেবার বাতাসের ধাক্কায় পাহাড়ি একটা চাতালের উপর আছড়ে পড়েছিল ওরা—পা মচকেছিল উইলির, রিকির ফেটেছিল মাথা। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল দু'জনেই। কী ঘটত, বলা যায় না; কিন্তু কপাল ভাল, কাছেই ক্লাইম্বিং করছিল রানা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করে ওদেরকে, তাড়াতাড়ি নিয়ে যায় হাসপাতালে। সেই থেকে ওর অন্ধভক্ত এই দুই তরুণ।

'মি. রানা!' চেঁচাল সোনালিচুলো উইলি। 'কোথায় ছিলেন এতদিন?'

'কাজে ব্যস্ত ছিলাম, ভাই,' বলল রানা। 'এদিকে আসা হয়ে ওঠেনি।'

'কাজ!' মুখ বাঁকাল রিকি। 'শব্দটাই আমার অপছন্দ। যাক গে, কিছুদিন থাকছেন তো?'

'দু'তিনদিন, তার বেশি না।'

'মি. রানা,' বলল উইলি। 'টাওয়ারের উপর থেকে আজ জাম্প করব আমরা। চলুন আমাদের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, মিঁ. রানা,' সুর মেলাল রিকি। 'কিলার জাম্পের জন্য একেবারে আদর্শ আবহাওয়া।'

'না, ধন্যবাদ,' ওদেরকে নিরাশ করল রানা।

'কাম অন, ম্যান,' উইলি বলল। 'এ-কথা বলবেন না যে, আপনাকে উচ্চতাভীতি পেয়ে বসেছে।'

'মোটেই না, ক্লাইম্বিঙে যাবার ইচ্ছে আছে আমার।' হাসল রানা। 'তিনজনের মধ্যে একজনকে তো অন্তত সুস্থ থাকতে হবে! আবার যদি দুর্ঘটনায় পড়ো, উদ্ধার করতে হবে না?'

'এক ভুল দু'বার করি না আমরা,' গোমড়ামুখে বলল রিকি।

'তা-ই?' আকাশের দিকে ইশারা করল রানা। 'ওই দেখো, কী আসছে। এর মধ্যে লাফ-ঝাঁপ দেয়া উচিত হবে না।'

'ঝড়-বাদল হলেই তো ভাল! উই লাইক ইট এক্সট্রিম!'

'সতর্ক থেকো।'

'ও.কে., ম্যান!' হাত নাড়ল রিকি। 'শীঘ্রি দেখা হবে।'

গতি কমাল জিপ, সামনে এগিয়ে গেল রানা। রিয়ারভিউ মিররে দেখল, ইউ-টার্ন নিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকে যাচ্ছে রিকি আর উইলি।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে। ওদের বয়সটা বহু আগে পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু আজও মিস করে সময়টা। নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ছিল তখন। দায়িত্ব ছিল না কোনও, যা-খুশি-তাই করতে পারত। কোথায় হারিয়ে গেছে সে-সময়! যদি ফিরে যাওয়া যেত!

অ্যাকসেলারেটর চেপে গতি বাড়াল রানা। মাথার উপর তখন কালো মেঘের আনাগোনা বেড়ে গেছে আরও।

টুইন পিকসের একপ্রান্তে ছোট্ট এক খামারবাড়ি। স্থানীয় কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি, পুরনো; দাঁড়িয়ে আছে ছয় একর জমির ঠিক মাঝখানে। বাড়ির উত্তরপাশে রয়েছে বড়সড় এক আস্তাবল, সারাদিন রোদ খেলা করে সেটার উপর। লাল রঙের একটা গোলাঘর আছে আস্তাবলের পশ্চিমে।

আস্তাবলের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়ার পরিচর্যা করছে আইভি উইন্টার। মৃদু বাতাস বইছে পাহাড়ের দিক থেকে। মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শুকনো খড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এদিক-সেদিক।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল ঘোড়া, নার্ভাস ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল দু'পা।

'নড়িস না,' বিরক্ত গলায় বলল আইভি। 'ঠাণ্ডা বাতাস তোর শরীরের জন্য ভাল...'

কথা শেষ হবার আগেই পিছন থেকে ভেসে এল পরিচিত একটা কণ্ঠ।

'কেমন আছ, আইভি?'

ঝট্ করে ঘুরল আইভি। বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি। তারপরই পাগলের মত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আগন্তুককে।

'রানা! মাই গড!' বলল ও। 'হোয়াট আ প্লেয্যান্ট সারপ্রাইয!'

হেসে রানাও পাল্টা আলিঙ্গন করল। বলল, 'কেমন আছ, তা কিন্তু বললে না।'

নিজেকে ছাড়িয়ে চেহারায় কপট রাগ ফোটাল আইভি। 'ভাল নেই। মনের মানুষের শোকে কাতর! তোমার সঙ্গে কথাই বলব

না। এভাবে গায়েব হয়ে যায় কেউ?'

'খুব অন্যায় হয়েছে, মাফ চাইছি।' কান ধরল রানা। 'আসলে জরুরি কাজ...'

'কাজ শেষ হলে তখন?'

'তখনও খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

'ব্যস্ত ছিলে? কই, চেহারাসুরত দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। আগের চেয়ে আরও হ্যাণ্ডসাম হয়েছ।'

'আমি তো বরাবরই ছিলাম, তুমিও খুব সুন্দর হয়েছ।'

প্রশংসার চোখে আইভিকে দেখল রানা। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এলোকেশ। চুলের রঙ লালচে-সোনালি, কোমর পর্যন্ত লম্বা, রোদ লাগায় পালিশ করা তামার মত চকচক করছে। চোখ জোড়া নীল, মুখে কোনও দাগ নেই, চিকবোন সামান্য উঁচু। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা দারুণ, মেয়েলি সৌন্দর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়। শরীরে কোথাও ঢিলে-ঢালা ভাব বা অসামঞ্জস্য নেই, একহারা লম্বা ও, সরু হাত-পা; রোদে পুড়ে তামাটে-সোনালি রঙ পেয়েছে চামড়া। বয়সটা অনুমান করা শক্ত, আশ্চর্য সুন্দরী বলেই। বিশ থেকে বত্রিশ, এর মাঝখানে কোনও একটা বছর হবে। পাখনা মেলে দেয়া পাখির মত আয়ত দুটো চোখ। আঁটো টি-শার্ট আর জিন্স পরেছে, শরীরের উত্থান-পতনগুলো স্পষ্ট। বিউটি কনটেস্টের বিশেষজ্ঞ না হলেও, অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, এ ধরনের ফিগার দুর্লভ।

'অ্যাই, ওভাবে কী দেখছ?' বলে উঠল আইভি।

অপ্রস্তুত হয়ে হাসল রানা। মেয়েটার সঙ্গে স্রেফ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ওর, নির্দোষ খুনসুটির বাইরে আর কিছু ঘটেনি আজ পর্যন্ত। তাকানোটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।

'কিছু না,' বলল রানা। 'দেখছি, কতটা রেগে আছ তুমি।

বাড়িতে জায়গা পাওয়া যাবে, নাকি গাছতলায় ঘুমানোর ব্যবস্থা করব?'

জলতরঙ্গের মত হেসে উঠল আইভি। 'আমার দরজা তোমার জন্য সবসময় খোলা, রানা।'

টুইন পিকসে ভাল হোটেল, বা বোর্ডিং হাউস নেই। তাই এখানে এলে আইভির বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ওঠে রানা। মেয়েটা পেশায় হেলিকপ্টার পাইলট, সেইসঙ্গে সৌখিন ক্লাইম্বার। স্থানীয় মাউন্টেইন রেঞ্জার স্টেশনে কাজ করে। ক্লাইম্বিঙের ছুতোয় রেঞ্জারদের সঙ্গে কয়েক বছর আগে পরিচয় হয়েছিল রানার, ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। তার পর থেকে বলতে গেলে জোর করেই রানাকে নিজের বাড়িতে উঠতে বাধ্য করেছে আইভি। বন্ধুকে আজেবাজে হোটেলে থাকতে দিতে রাজি নয় ও।

গাড়ি থেকে লাগেজ নামিয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল রানা। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হলো।

নক হলো গেস্ট রুমের দরজায়। পরমুহূর্তে ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে কামরায় ঢুকল আইভি। পোশাক পাল্টে রেঞ্জার-ইউনিফর্ম পরেছে।

'এমন একটা সময়ে এসেছ, না দিতে পারছি ব্রেকফাস্ট, না দিতে পারছি লাঞ্চ,' বলল ও। 'তাই কফি নিয়ে এলাম।'

'ওতেই চলবে,' রানা বলল। 'ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছি পথে। লাঞ্চ নিয়ে না ভাবলেও চলবে। আবহাওয়া ভাল থাকলে ক্লাইম্বিঙে যাব বলে ভাবছি।' কফির কাপ নিল।

'সে-সুযোগ পাবে বলে মনে হচ্ছে না।' জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরাল আইভি। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

'ধ্যাত্তা!' বিরক্তি প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। 'দিনটাই তো মাটি তুমিও তো মনে হচ্ছে ডিউটিতে যাচ্ছ।'

'হুঁ, শিফট্ শুরুর সময় হয়ে গেছে,' বলল আইভি। 'এক কাজ করো না কেন, আমার সঙ্গে চলো। টনি আর স্যামসন আছে স্টেশনে। সবাই মিলে আড্ডা দেয়া যাবে। তোমার গিয়ারও সঙ্গে নিয়ে নাও। যদি বৃষ্টি থামে, তা হলে নাহয় ওখান থেকেই ক্লাইম্বিঙে চলে যেয়ো।'

'মন্দ বলোনি,' স্বীকার করল রানা। 'ঠিক আছে, চলো।'

দ্রুত কফি শেষ করল ও। একটু পর আইভির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল রেঞ্জার স্টেশনের উদ্দেশে।

তিন

ইউ. এস. মিন্ট, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় টাকশালের জন্ম হয়েছে ১৭৯২ সালে। পরের বছর থেকে তামার আধ-পেনি আর এক পেনি ছাড়া হয় বাজারে। রূপার মুদ্রা তৈরি শুরু হয় আরও এক বছর পরে। প্রথমবারের মত স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করা হয় ১৭৯৫ সালে। সে-আমলে একেকটা মুদ্রায় যে-পরিমাণ ধাতু থাকত, তা-ই ওটার মূল্য নির্ধারণ করত।

কিন্তু আজকাল ধাতব মুদ্রা বা কাগজের নোটের বস্তুগত মূল্য অনেক কমে গেছে। দশ সেন্টের মুদ্রা কখনও দশ সেন্ট দামের ধাতুতে গড়া হয় না। দশ ডলারের নোটও ছাপা হয় না সমমূল্যের কাগজে। টাকা বা ডলারের দাম পুরোপুরি নির্ভর করে ওটার

বিনিময়-মূল্যের উপরে। একটা নোট বা মুদ্রা হস্তান্তরের বিনিময়ে মানুষ কী পাচ্ছে না পাচ্ছে... তার উপর।

১৯৬৯ সালে সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একশো ডলারের উপরের নোটের প্রচলন বন্ধ করে দেয় ইউ. এস. মিণ্ট। বাজার থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এক হাজার, পাঁচ হাজার আর দশ হাজার ডলারের সমস্ত নোট। জালিয়াতদেরকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নেয়া হয় এই পদক্ষেপ। তা ছাড়া... এত বড় নোটের ব্যবহারও খুব বেশি হচ্ছিল না। লোকে পকেটে করে হাজার হাজার ডলার নিয়ে কখনোই ঘোরে না। বড় অঙ্কের লেনদেন সাধারণত ব্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে সারা হয়।

তবে জেনে রাখা ভাল, এক হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ ডলার পর্যন্ত কাগজের নোট ছাপা হয় আজও। তবে সেগুলো ব্যবহার হয় শুধুমাত্র ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম আর ট্রেজারি ডিপার্টমেণ্টের মধ্যকার লেনদেনের জন্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ট্র্যানজ্যাকশনেও ব্যবহৃত হয় ওসব নোট।

ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার কারণে এ-সব নোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চালাচালি হয় ওগুলোর, চুরি হবার সুযোগ থাকে না। জালিয়াতদের পক্ষেও এ-সব নোট সংগ্রহ করা স্রেফ অসম্ভব। তাই যথাযথ প্রতিষ্ঠানের সামনে উপস্থাপন করা হলে কোনও ধরনের প্রশ্ন তোলা হয় না। সবাই ধরে নেয়, নোটগুলো প্রকৃত মালিকের মাধ্যমেই তাদের কাছে এসেছে। আর কারও পক্ষে এ-নোট পাওয়া সম্ভব নয়।

এ-নোট সোনার চেয়ে হালকা। এ-নোট সোনার চেয়ে দুর্লভ।

সোজা কথায়, এ-নোট সোনার চেয়ে দামি!

ইউ. এস. মিণ্ট, ডেনভার শাখা। কলোরাডো।

অটোমেটিক কাউণ্টিং মেশিনের বেল্ট ধরে ছুটে আসছে এক-হাজার ডলারের নোট। একশোটা হলেই মেকানিকাল আর্মের মাধ্যমে তুলে নেয়া হচ্ছে, পরিয়ে দেয়া হচ্ছে রাবার ব্যাণ্ড, তারপর পাশের একটা ধাতব বাক্সে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে থরে থরে। একেক বাণ্ডিলের পিছনে সময় লাগছে মাত্র এক সেকেণ্ড।

মেশিনের কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে ডিন পোলার্ড। বিশালদেহী মানুষ, পুরো ছ'ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতা। মোটা নয়, পেশি-ভর্তি শরীর। মাথার বড় একটা অংশ জুড়ে টাক, নাকের নীচে মোটা গোঁফ। হঠাৎ দেখায় ট্রেজারি এজেন্টের চাইতে পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার মত বেশি লাগে। হাতের ইলেকট্রনিক কি-কার্ড নাড়াচড়া করতে করতে নির্বিকার চোখে তাকাচ্ছে ও পুরো প্রক্রিয়াটার দিকে। বড় বড় দুটো বাক্স ইতোমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে, তৃতীয়টার কাজ চলছে এখন—এটাই শেষ। একেকটা বাক্সে চৌত্রিশটা বাণ্ডিল ধরে। তারমানে সবমিলিয়ে একশো মিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি।

পকেটে রাখা এ-মাসের পে-চেকটার কথা ভাবল পোলার্ড সামনের এ-বিশাল পরিমাণের তুলনায় ওটা কতই না নগণ্য। ওর মত সামান্য বেতনের এক লোক কিনা নাড়াচাড়া করছে একশো মিলিয়ন ডলারের নোট! ব্যাপারটা কৌতুককর।

তৃতীয় বাক্স ভরে যেতে নড়ল পোলার্ড। রূপালি রঙের ইলেকট্রনিক কার্ড ঢুকিয়ে দিল মেকানিকাল হ্যাণ্ডের উপরে একটা স্লটে যান্ত্রিক কলরব থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের সাউথ-ওয়েস্ট রিজিওনাল প্রিণ্টার আর ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারের বিশাল কক্ষটায় নেমে এল কবরের নীরবতা।

ওয়ালেটে রূপালি কার্ডটা রেখে সোনালি রঙের আরেকটা বের করল সে। বাক্সতিনটের ডালা বন্ধ করল। ওগুলোর গায়ের স্লটে ক্রমান্বয়ে ঢোকাল নতুন কার্ডটা। মৃদু *ক্লিক-ক্লিক* শব্দ ভেসে এল। ইলেকট্রনিক লক আটকে গেছে। ডালার গায়ে জ্বলে উঠল লাল বাতি।

সোনালি কার্ডটা ওয়ালেটে আবার ভরে ফেলল পোলার্ড। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল বাক্সতিনটের দিকে।

একশো মিলিয়ন ডলার। কত কিছুই না করা যাবে এ-দিয়ে!

পিছনে পদশব্দ হলো। ফ্লাইটসুট পরা একজন মানুষ ঢুকেছে কামরায়। কাছে এসে বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে ফুয়েলিং শেষ হবে, মি. পোলার্ড। এরপর আমরা রওনা হতে পারব।'

'খুব ভাল,' মাথা ঝোঁকাল পোলার্ড।

পাইলট চলে গেল। আবার বাক্সতিনটের দিকে তাকাল পোলার্ড। ভাবল একশো মিলিয়ন ডলারে কী কী হতে পারে।

রাজা হওয়া যাবে। কেনা যাবে জীবনের সমস্ত সুখ আর আরাম-আয়েশ। সেইসঙ্গে প্রতি রাতে একজন নতুন সঙ্গিনী।

আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘাড় ফেরাতে চিফ কম্পট্রোলার বিল হাসকিকে দেখতে পেল সে। সঙ্গে সুট-বুট পরা এক লোক। হাবভাবে সরকারি ছাপ ফুটে উঠেছে। কপালে ভাঁজ পড়ল পোলার্ডের।

কাছাকাছি এসে হাসলেন হাসকি। 'হ্যালো, ডিন!'

'গুড মর্নিং, মি. হাসকি,' বলল পোলার্ড। 'কী ব্যাপার?'

'তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। ইনি এজেন্ট জেমিসন। এফবিআই।'

বিড়বিড় করে কিছু বলল পোলার্ড। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে

হাত বাড়িয়ে দিল নবাগতের দিকে। 'ডিন পোলার্ড।'

করমর্দন করল দু'জনে।

'ডেনভার অফিস থেকে ফ্রিসকো-য় বদলি হয়েছেন এজেন্ট জেমিসন,' হাসকি বললেন। 'প্রফেশনাল কার্টসি হিসেবে আমাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, তোমার বিমানে উনি যেতে পারেন কিনা।'

ভুরু কুঁচকে জেমিসনের দিকে তাকাল পোলার্ড। এ-ধরনের অনুরোধ তার জন্য নতুন।

'আসলে... কমার্শিয়াল ফ্লাইটের টিকেট পাচ্ছি না,' কৈফিয়ত দেবার সুরে বলল এফবিআই এজেন্ট। 'কিন্তু ফ্রিসকোয় যাওয়াটা খুব জরুরি।'

'আন-অথোরাইজড প্যাসেঞ্জার নেয়ার ক্ষমতা নেই আমার,' হাসকিকে বলল পোলার্ড।

'জেমিসনের ক্লিয়ারেন্স নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না,' বললেন হাসকি। 'ফ্লাইট ম্যানিফেস্টে ওর নাম তুলে দিচ্ছি আমি।'

ভাবল একটু পোলার্ড। শেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ... আপনি যদি বলেন... আমার তরফ থেকে কোনও অসুবিধে নেই, মি. হাসকি।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'আপনি বললে আমি মানা করি কীভাবে?' ঘড়ি দেখল পোলার্ড। দরজার দিকে ইশারা করল। 'সময় হয়ে গেছে, চলুন টারমাকে যাই। এজেন্ট জেমিসন, আপনাকে আমাদের ফ্লাইটের ব্যাপারে ব্রিফ করা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, কিছুটা আভাস পেয়েছি...' বলতে শুরু করল জেমিসন।

হেসে উঠল পোলার্ড। 'আভাসে কাজ হবে না, পুরোটা

জানতে হবে।' বাক্স নেবার জন্য ইতোমধ্যে কয়েকজন ট্রেজারি এজেন্ট হাজির হয়েছে। ওদেরকে কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। বেরিয়ে এল আলোকিত একটা করিডোরে।

'দেশের সবচেয়ে সুরক্ষিত শিপমেন্টের সঙ্গে যাচ্ছেন আপনি,' জেমিসনকে বলল পোলার্ড। 'একই সঙ্গে সবচেয়ে মূল্যহীন!'

'কেন?' দ্বিধান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করল এফবিআই এজেন্ট।

'কারণ নোটগুলো জেনারেল সার্কুলেশনের আওতায় পড়ে না। সাধারণ লোকজনের কোনও কাজে আসবে না ওগুলো। এক হাজার ডলারের নোট নিচ্ছি আমরা—ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং এক্সচেঞ্জের জন্য।'

'হুম,' বলল জেমিসন। 'তারমানে সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোড় এর প্রতি আকৃষ্ট হবে না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল পোলার্ড।

'আপনারা সবসময় আকাশপথেই এগুলো আনা-নেয়া করেন?' প্রশ্ন ছুঁড়ল জেমিসন।

'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে,' বললেন হাসকি। 'আর্মার্ড কার হাইজ্যাক হতে পারে। ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে থামানো হতে পারে। কিন্তু আকাশে কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।'

মুখ বাঁকাল পোলার্ড। 'আঠারো বছরে একটা নোটও হারাইনি আমি, মি. হাসকি। দয়া করে কুফা লাগাবেন না।'

হেসে উঠলেন হাসকি। 'ট্রেজারি এজেন্টরা দুনিয়ার সবচেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ।'

'হব না কেন?' বলল পোলার্ড। 'আমাদের কাছে যা আছে, তা সবাই ছিনিয়ে নিতে চায়।'

একটা বাঁক ঘুরল তিনজনে। সিকিউরিটি গার্ডের মুখোমুখি

হলো। আইডি দেখিয়ে উঠে পড়ল এলিভেটরে।

দু'মিনিট পর টারমাকে পৌঁছুল ওরা। এগোচ্ছে অপেক্ষমাণ ডিসি-নাইন বিমানের উদ্দেশে।

চার

আকাশ থেকে নেমে আসছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা, নিরন্তর আঘাত হেনে চলেছে রেঞ্জার স্টেশনের টিনের চালে। বিকট শব্দে কান ঝালাপালা। নামে স্টেশন, আসলে মাত্র দু'কামরার একটা কেবিন ওটা। পাহাড়ের গোড়ায়, উঁচু একটা জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। চালের উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে পুরনো একটা ডিশ অ্যান্টেনার একাংশ। আশি গজ দক্ষিণে, পাহাড়ি এক সমতল চাতালের উপর নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের একমাত্র আকাশযান—একটা হুয়ি রেঞ্জার হেলিকপ্টার। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে মোটা কেইবল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ওটাকে। মেইনরোড থেকে কাঁচা একটা রাস্তা ধরে আসতে হয় স্টেশনে, ওটার পাশে পার্ক করে রাখা রয়েছে কাদামাখা একটা ফোর হুইল ড্রাইভ জিপ।

স্টেশনের ভিতরে, একটা সুইভেল চেয়ারে বসে আছে টনি মারভিন। বয়স বত্রিশ, সুদর্শন। ক্লিন-শেভড্ মুখ, মাথাভর্তি কালো চুল। একহারা, মাঝারি আকৃতির শরীর। এ-মুহূর্তে ওর

দৃষ্টি নিবদ্ধ টেবিলের উপর রাখা চোদ্দ ইঞ্চি টিভির পর্দায়। ক্ষণে ক্ষণে ওতে ঘোলা হয়ে যাচ্ছে ছবি।

'ধ্যাত্তেরি!' শেষ পর্যন্ত বলে উঠল টনি। 'আমাদের একটা ভাল ডিশ দরকার। এখন যেটা আছে, ওটা কুত্তার লেজের মত নড়ছে।'

কামরার এককোণে দাঁড়িয়ে পেইন্টিঙে ব্যস্ত বৃদ্ধ গ্রেগরি স্যামসন। ক্যানভাসে হলুদ রঙের একটা পোঁচ দিয়ে মুখ ঘোরাল। বলল, 'কী নিয়ে এত অভিযোগ করছ হে? ডেনভারের বাস্কেটবল টিমের খেলা দেখতে পারছ না বলে? ওটা কোনও দল হলো? তারচেয়ে ঘরে বসে মাছি মারাও ভাল।'

'ওটা কোনও কথা হলো না,' বলল টনি। 'যে-ব্যাটার কাছ থেকে অ্যান্টেনা কিনেছি, সে বলেছিল—বাতাস-টাতাসে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'উঁহুঁ, বলেছিল হবার কথা নয়। আমি হাজির ছিলাম ওখানে, ভুলে গেছ? তুমি তো ওকে বলোনি—অ্যান্টেনাটা একটা হতচ্ছাড়া মাউন্টেইন রেঞ্জের মাঝখানে বসাতে যাচ্ছ। ওর কী দোষ?' তুলিতে কালো রঙ মাখিয়ে ক্যানভাসে ঘষল স্যামসন। 'তা ছাড়া... কেইবল লাইন নিতে কেউ মানা করেনি তোমাকে। অ্যান্টেনা কিনতে গেছ কেন?'

'ষাট মাইল তারের দাম কি তুমি দিতে?' গজগজ করে উঠল টনি।

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো। কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে আইভি ঢুকল স্টেশনে।

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল টনি। বলল, 'পাক্কা দশ মিনিট লেট। তোমার সময়জ্ঞানের তুলনা হয় না, আইভি।'

'খোঁটা দেয়া বন্ধ করবে?' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল আইভি।

'সারপ্রাইয আছে তোমাদের জন্য।'

পরক্ষণে রানা ঢুকল কামরায়।

'মাসুদ রানা!' চোখ বড় করে বলে উঠল টনি। 'ভুল দেখছি না তো?'

হাসল রানা। 'হাই টনি! হাই স্যামসন! কেমন আছ তোমরা?'

ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল টনি। 'মাই গড, ম্যান! কোথায় ছিলে এতদিন?'

'ব্যস্ত,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল রানা। স্যামসনের সঙ্গে হাত মেলাল। 'তোমরা সবাই ভাল তো?'

'এই পাহাড়-পর্বতের মধ্যে যতটা ভাল থাকা যায়,' হাসল স্যামসন।

'বাকিরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'মাইক আর প্যাট চাকরি ছেড়ে দিয়েছে,' বলল টনি। 'ফ্যারেল আর টিমোথি গেছে ছুটিতে। স্টেশনে আপাতত আমরা তিনজনই আছি।'

'হুম।'

'কফি চলবে?'

'মন্দ হয় না,' বলল রানা। গা থেকে উইণ্ডব্রেকার খুলতে শুরু করল। 'এমন আবহাওয়া দেখা দেবে, কল্পনা করিনি। ওয়েদার রিপোর্ট শুনে আসা উচিত ছিল।'

'তাতেও লাভ হতো না,' বলল স্যামসন। 'রেডিও-র ওই এক্সপার্ট আজ সারাদিন কাঠফাটা রোদ থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। ব্যাটা গর্দভ!'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে হেসে ফেলল রানা। 'ঝড়-বাদল হলে তো তোমাদেরই লাভ। হাতে কাজ থাকে না। কী করছ বসে বসে?'

'টনি চেষ্টা করছে ডেনভার টিমের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার হয় কি না, সেটা দেখতে। আমি তৈরি করছি একটা মাস্টারপিস। দেখতে চাও?'

'নিশ্চয়ই,' বলল রানা।

'এ-জিনিস মিস করা যায় না,' বলে আইভিও এগোল।

দুজনে ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হলুদ আর কালো রঙের আঁকিবুকি ওতে। প্রথম দেখায় কিছুই বোঝা গেল না।

'কী এটা?' বিভ্রান্ত গলায় বলল রানা। 'বিমূর্ত শিল্প?'

'অনেকটা সে-রকমই বলতে পারো,' বলল স্যামসন। 'কেন, কিছু বুঝতে পারছ না?'

'না, মানে...'

'হায় কপাল!' খেদোক্তি করল স্যামসন। তুলির উল্টোপাশ দিয়ে কালো দিয়ে আঁকা অংশটা দেখাল। 'এটা একটা বানর।'

'হুম! তো?'

'বানর কী খায়?'

'কলা?'

'একজ্যাক্টলি,' হলুদ অংশটা দেখাল স্যামসন। 'তবে এখানে কলা বানরকে খাচ্ছে। নেচার ইন রিভার্স। ভেরি স্মার্ট, কী বলো?'

কফি নিয়ে পিছনে এসে দাঁড়াল টনি। 'হ্যাঁ, খুবই পরিষ্কার দৃশ্য। অন্তত টিভির মত ঘোলা না। স্যামসন, তুমি একটা জিনিয়াস। পিকাসো-ও এ-ছবি দেখলে হিংসায় মরে যাবে।'

'মার খাবে কিন্তু!' চোখ রাঙাল স্যামসন।

'অ্যাই, সাবধান! আমার হাতে গরম কফি।'

হাসতে হাসতে ওর হাত থেকে মগ নিল রানা। এরপর তিনজনে মেতে উঠল আড্ডায়।

পাঁচ

সগর্জনে টেকঅফ করল ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ডিসি-নাইন। মুখ ঘুরিয়ে আকাশছোঁয়া পর্বতমালার দিকে এগোতে শুরু করল। ওগুলোর মাথার উপর জমা হয়েছে ঝোড়ো মেঘ। ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য।

পর্বতশ্রেণীর সীমানায় এসে টার্বিউলেন্সের কবলে পড়ল বিমান। দুরন্ত বাতাস লোফালুফি করতে শুরু করল ওটাকে নিয়ে। ঝাঁকুনি বাড়ায় সিটের হাতল শক্ত করে খামচে ধরল জেমিসন।

'নার্ভাস?' প্রশ্ন ভেসে এল পাশ থেকে।

মুখ ঘোরাল জেমিসন। আইলের ওপাশের সিটে বসে আছে ট্রেজারি এজেন্ট ডানকান। পাশে ঝিমোচ্ছে এজেন্ট স্ট্যানলি নামে আরেকজন। জেমিসনের সামনের সিটে বসে আছে পোলার্ড।

'আমি আগে নৌবাহিনীতে ছিলাম,' কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বলল জেমিসন। 'সাগরে অভ্যস্ত। আকাশ কখনোই পছন্দ করিনি।'

'আমিও না,' বলল ডানকান। 'অথচ কপাল দেখুন। শেষ পর্যন্ত এয়ার-ট্রান্সপোর্টেশনে আটকা পড়েছি। মাসে অন্তত দশবার কারেন্সি মুভমেন্ট করতে হয়। আপনার শুনলাম বদলি হয়েছে?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে প্রোমোশনও। সাফল্যের সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করেছি বলতে পারেন।'

'আমি চেষ্টা করছি নামতে। কোথাও ডেস্ক জব পেলে খুশি হব। কিন্তু অন্তত দশ বছর ফিল্ডে না কাটালে সে-উপায় নেই। পোলার্ডের কথাই ভাবুন। আঠারো বছর ধরে একই কাজ করে যাচ্ছে, আজও কিছু হলো না।'

কথাটা পোলার্ডের কানে গেছে বলে মনে হলো না। ঘাড় বাড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

জেমিসনও ওদিকে মাথা ঘোরাল। পিটপিট করল চোখ। মেঘের ফাঁকফোকর গলে এক চিলতে রোদ এসে ঢুকেছে বিমানের ভিতর।

আলোটা চোখে সয়ে এল, ভুরু কোঁচকাল ও। ছোট্ট একটা আকৃতি উদয় হয়েছে রোদের মাঝখানে। সরু, লম্বাটে। ছুটছে দ্রুত বেগে।

আরেকটা বিমান।

তাড়াতাড়ি সিট বদলে জানালার পাশে গিয়ে বসল জেমিসন। হাত দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করল কাঁচ। ভালমত তাকাল।

এবার চেনা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিমানটাকে। একটা জেটস্টার। ডিসি-নাইনের তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু ছুটছে একই গতিতে। ধীরে ধীরে বাতাসে ভেসে কাছে চলে আসছে।

না, ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না। জেটস্টারের স্পিড আর মুভমেন্ট বড় বেশি ছন্দময়। ওদের সঙ্গে ম্যাচ করেই এগোচ্ছে ওটা।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল জেমিসন। উত্তেজিত গলায় বলল, 'ট্র্যাক করা হচ্ছে আমাদেরকে! আরেকটা বিমান দেখতে পাচ্ছি!'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দলনেতার দিকে তাকাল ডানকান। 'পোলার্ড, আমাদের কোনও এসকর্ট আছে বলে তো শুনিনি।'

'অপেক্ষা করো,' শান্ত, কিন্তু তীক্ষ্ণ গলায় বলল পোলার্ড।

'এখুনি উত্তেজিত হবার কোনও মানে হয় না।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জেমিসন। জেটস্টার আরও কাছে চলে এসেছে।

উঠে দাঁড়াল পোলার্ড। বলল, 'আমি দেখছি, ওদের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করা যায় কি না। পুরোটাই সম্ভবত ভুল বোঝাবুঝি।'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার। আইল ধরে এগোল। ককপিটের দরজায় টোকা দিয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে। নজর বোলাল ইন্স্ট্রুমেণ্ট প্যানেলের উপর।

পোলার্ডের দিকে ঘাড় ফেরাল বিমানের পাইলট—ক্যাপ্টেন কেনড্রিক। বলল, 'ওরা বড্ড আস্তে আসছে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল পোলার্ড। 'আমাদের স্পিড বেশি, উড়ছিও অনেক উঁচুতে। এক কাজ করো, একশো আশি নট আর পনেরো হাজার ফুটে নেমে এসো।'

'ওয়ান-এইট-যিরো, ওয়ান-ফাইভ থাউজ্যাণ্ড। রজার।'

কো-পাইলট কিছু বলল না। শুধু বিস্ময় নিয়ে তাকাল ওদের দিকে। কী নিয়ে কথা হচ্ছে, বুঝতে পারছে না। এই ফাঁকে থ্রটল পিছন দিকে টানল কেনড্রিক, সামনে ঠেলে দিল ইয়োক। নাক নিচু হয়ে গেল ডিসি-নাইনের। গতি কমিয়ে নীচে নামতে শুরু করেছে।

কেবিনে ফিরে গেল পোলার্ড।

আইলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে জেমিসন। তার দু'পাশে ডানকান আর স্ট্যানলি।

'গুড গড!' পোলার্ডকে খেয়াল না করে বলে উঠল এফবিআই এজেন্ট। 'অলটিচ্যুড কমছে আমাদের। স্পিডও!'

'হয়তো বিমানটাকে খসাতে চাইছে পোলার্ড,' বলল ডানকান।

'তার জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড প্রসিডিওর হচ্ছে ব্যাঙ্ক, ডাইভ আর স্পিড আপ,' বলল জেমিসন। 'এখানে ঘটছে উল্টোটা।' তাকাল সহযাত্রীদের দিকে। 'কুইক, তোমাদের কাছে অস্ত্র থাকলে বের করো এখুনি।'

'কী হচ্ছে এখানে?' গমগম করে উঠল পোলার্ডের গলা।

ওর দিকে তাকাল দুই ট্রেজারি এজেন্ট।

ডানকান বলল, 'পোলার্ড, মি. জেমিসনের ধারণা...'

'মি. জেমিসনের কোনও এখতিয়ার নেই এখানে,' চাবুকের মত সপাং করে উঠল পোলার্ডের গলা। 'যা আছে, তার পুরোটাই আমার।'

জানালার দিকে এক পলক তাকাল জেমিসন। তারপর পোলার্ডের দিকে। বলল, 'দুঃখিত, মি. পোলার্ড। আপনার অথরিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না আমি। কিন্তু এ-মুহূর্তে আমাদেরকে ধাওয়া করা হচ্ছে!'

ঝট্ করে নিচু হলো সে। নিজের ব্রিফকেস খুলে একটা ছোট সাবমেশিনগান বের করে আনল।

শান্ত চোখে তার দিকে তাকাল পোলার্ড। বলল, 'বসে পড়ুন, মি. জেমিসন। এখানকার সমস্ত মাথাব্যথা আমার, আপনি স্রেফ একজন প্যাসেঞ্জার। ধাওয়া করা হচ্ছে কি হচ্ছে না; হলে কী ধরনের অ্যাকশন নেয়া হবে—তা আমি ঠিক করব।'

ধীরে ধীরে পোলার্ডের দিকে অস্ত্র তাক করল জেমিসন।

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল পোলার্ড। 'কী করছেন আপনি?'

'এখন এটা আমার এখতিয়ার, স্যর,' বলল জেমিসন।

চকিতে তাকাল ডানকান আর স্ট্যানলির দিকে। 'হাঁ করে দেখছ কী? তোমাদেরকে অস্ত্র বের করতে বললাম না?'

'ডানকান আর স্ট্যানলি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এজেন্ট, মি. জেমিসন,' বলল পোলার্ড। 'আপনি ওভার-রিঅ্যাক্ট করছেন। এর কোনও মানে হয় না।'

একহাত সামনে বাড়িয়ে এগোল সে। চোখের ইশারা করল অন্য দুই এজেন্টকে। তৈরি থাকার সঙ্কেত।

'জেমিসন, শান্ত হোন,' বলল পোলার্ড। 'অস্ত্রটা দিন আমাকে। আপনি পাগলামি করছেন।'

'তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন?' চেঁচাল জেমিসন। 'কী ঘটছে বুঝতে পারছ না? শিপমেন্টটা হাইজ্যাক করার চেষ্টা করছে ও!'

এফবিআই এজেন্টের পাশে অবস্থান নিল দুই ট্রেজারি এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তল বের করল পোলার্ড। দেখাদেখি ওরাও। তিনটে অস্ত্রই তাক হলো জেমিসনের উপর।

'ইউ সি,' শীতল গলায় বলল পোলার্ড। 'কেউ আপনার পক্ষে নেই। অস্ত্র ফেলে দিন।'

চেহারায় হতাশা ফুটল জেমিসনের। বুঝতে পারছে, তিজনের সঙ্গে পেরে উঠবে না। হাত থেকে সাবমেশিনগান ফেলে দিল সে।

'ধন্যবাদ,' মুচকি হেসে বলল পোলার্ড।

পরমুহূর্তে পিস্তলের নল ঘোরাল সে। ট্রিগার চাপল।

কপালের ডানপাশ দিয়ে বুলেট ঢুকল ডানকানের। হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে সে। হতচকিত ভাব কেটে যাবার আগেই স্ট্যানলিকেও গুলি করল পোলার্ড। পাশাপাশি আছড়ে পড়ল দুটো

লাশ।

'ইউ সান অভ আ বিচ!' গাল দিয়ে উঠল জেমিসন। নিচু হয়ে তোলার চেষ্টা করল নিজের সাবমেশিনগান।

তাকে সে-সুযোগ দিল না পোলার্ড। নির্বিকার ভঙ্গিতে ম্যাগাজিন খালি করল এফবিআই এজেন্টের বুকে। ভারী বুলেটের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে আইলের মাঝখানে আছড়ে পড়ল বেচারা।

গোলাগুলির শব্দ শুনে চমকে উঠল কো-পাইলট। 'হোয়াট দ্য...' বলতে বলতে মাথা ঘোরাল সে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত থমকে গেল কপাল বরাবর একটা পিস্তলের নল দেখতে পেয়ে। অস্ত্রটা কেনড্রিকের হাতে।

'গুড বাই!' ক্রূর হাসি ফুটল পাইলটের ঠোঁটে।

পরক্ষণে কো-পাইলটের দু'ভুরুর মাঝখান দিয়ে ঢুকল ঘাতক বুলেট। মাথার পিছনদিক বিস্ফোরিত হলো। ছিটকে যাওয়া রক্ত আর মগজ লেপ্টে গেল ডানপাশের উইণ্ডশিল্ডে।

'অল ক্লিয়ার!' ককপিটের দরজা খুলে হাঁক ছাড়ল ক্যাপ্টেন কেনড্রিক।

বুড়ো আঙুল তুলে তাকে সঙ্কেত দিল পোলার্ড। ব্যস্ত হয়ে পড়ল পরের কাজে। কেবিনের মেঝেতে পড়ে থাকা তিন এজেন্টের দেহ আইলের একপাশে সরিয়ে রাখল, যাতে হাঁটাচলায় অসুবিধে না হয়। তারপর ওভারহেড বিন থেকে নিজের ব্যাগ নামাল। ওখান থেকে বের করল একটা মিনি কমিউনিকেশন সেট। কানে হেডফোন লাগিয়ে জানালার পাশে একটা সিটে বসল। তাকাল বাইরে।

জেটস্টার একেবারে কাছে এসে পড়েছে। মাউথপিস অ্যাডজাস্ট করে ওটার সঙ্গে যোগাযোগ করল পোলার্ড। বলল, 'আমরা তৈরি। মুভ ইনটু পজিশন।'

ছোট বিমানটার দরজা খুলে যেতে দেখল সে। আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে ডিসি-নাইনের পিছনে চলে যাচ্ছে। ওটা দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে যেতে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে বের করে আনল একটা উইণ্ডসুট আর হারনেস। পরে ফেলল।

বিমানের সেফটি কেইজ খুলে একটু পরেই স্টিলের কেইবল বের করল পোলার্ড। ভারী বাণ্ডিলটা টানাহেঁচড়া করে নিয়ে গেল পিছনদিকে। কাজ শেষ হলে একটা অক্সিজেন মাস্ক লাগাল মুখে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ফিউজেলাজের গায়ে একটা লিভার টানল।

মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে খুলতে শুরু করল ডিসি-নাইনের রিয়ার র‍্যাম্প। কেবিনের অভ্যন্তর আর বাইরের বায়ুচাপের তারতম্য সমান করার জন্য সাইক্লোনের বেগে বইল দামাল হাওয়া। পুরো বিমান কেঁপে উঠল সেই অত্যাচারে। সেফটি নেট আঁকড়ে ধরে নিজেকে রক্ষা করল পোলার্ড, নইলে বাতাসের ধাক্কায় বাইরে উড়ে যেত। বিমানের ভিতরে ছোটখাট যত জিনিস আছে, সব খড়কুটোর মত উড়ে চলে গেল... এমনকী জেমিসনের ব্রিফকেসটাও।

বাতাসের প্রবল আর্তনাদ সইবার জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল পোলার্ড। তারপর র‍্যাম্পের পাশে ক্যানভাসে ঢাকা একটা আকৃতির উপর থেকে আবরণ সরাল। তলা থেকে উঁকি দিল একটা মেকানিকাল উইঞ্চ। ডলার-ভর্তি বাক্স তিনটে নিয়ে এল সে। দেখতে অনেকটা সুটকেসের মত ওগুলো, হাতল আছে। স্টিলের কেইবলের সঙ্গে তিনটে পুলির সাহায্যে বাক্সগুলো আটকাল সে, সাজাল একটার উপর একটা রেখে।

খোলা র‍্যাম্পের ফাঁক দিয়ে দিয়ে দেখা যাচ্ছে জেটস্টারকে। ডিসি-নাইনের পিছনে, একটু ডানদিকে, কয়েকশো ফুট নীচে

পজিশন নিয়েছে ওটা। একটা হাত তুলে ঘণ্টায় দুই শ' ত্রিশ মাইল বেগে ছুটে আসা বাতাসের ঝাপটা থেকে নিজের মুখকে বাঁচাল পোলার্ড, চোখ পিটপিট করে তাকাল জেটস্টারের দিকে। ওটার খোলা দরজায় দীর্ঘদেহী একজন মানুষকে দেখতে পেল।

প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা চার্লস রেইনকে দেখে কেউকেটা বলে মনে হয় না। বয়স বিয়াল্লিশ, শক্তপোক্ত দেহ। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, নম্র চেহারা। কিন্তু ভাল করে তার চোখের দিকে তাকালে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার আভাস পাওয়া যায়। টের পাওয়া যায় দুর্বিনীত এবং বেপরোয়া প্রাণশক্তির।

এ-মুহূর্তে কালো কোল্ড-ওয়েদার গিয়ার আর অক্সিজেন মাস্কসহ তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত দেখাচ্ছে। জেটস্টারের ভিতর দলের আরও ছ'জন সদস্য রয়েছে। সবার একই সাজ—গায়ে কালো জাম্পসুট, মাথায় রেডিওসেটের হেডফোন। সেফটি লাইনের সঙ্গে রেইনকে কোমরের হুক লাগাতে দেখল পোলার্ড। চকিতের জন্য তার পিছনে দাঁড়ানো গ্যাভিলান আর সানচেজের চেহারা চোখে পড়ল।

ইয়ারফোনে ভেসে এল রেইনের ভারিক্কি গলা। 'রেডি।'

প্রত্যুত্তর দিল না পোলার্ড, উইঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। তার জানা আছে, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পছন্দ করে না রেইন। লোকটার চোখে কাজই আসল।

স্টিলের কেইবলের একপ্রান্ত ছাড়তে শুরু করল পোলার্ড র‍্যাম্পের উপর দিয়ে। ওটার ডগায় বড়সড় একটা হুক লাগানো আছে। বাতাসের ঝাপটায় শুরুতে একটু নড়াচড়া করল কেইবল, তবে একটু পরেই হুক আর নিজস্ব ওজনের সাহায্যে স্থির হয়ে গেল। সামান্য একটু বাঁকা হয়ে নামতে শুরু করল নীচে।

সতর্কতার সঙ্গে তারের ট্র্যাজেক্টরি মেইনটেন করল পোলার্ড।

হুকটা জেটস্টারের দরজায় পৌঁছুতে হবে।

'চমৎকার এগোচ্ছে...' ইয়ারফোনে বলল রেইন। 'আরেকটু ঢিল দাও... না, না, অত বেশি না। আমরা কাছে আসছি।'

তাল মেলানোর জন্য একটু উচ্চতা বাড়াল জেটস্টার, চলে এল ডিসি-নাইনের দেড়শো ফুটের মধ্যে। একটু পরেই ওটার পাশে পৌঁছে গেল স্টিলের কেইবল। আংটা-অলা একটা লাঠির সাহায্যে ওটাকে বিমানের ভিতরে টেনে নিল সানচেজ। জেটস্টারের কেবিনের মেঝেতে লাগানো একটা ফালক্রামের গায়ে আটকে দিল হুকটা।

'লকড্ অন,' রেডিওতে জানাল রেইন। 'এবার বাক্সগুলোর পালা।'

কেইবলের সঙ্গে ডলারের বাক্সগুলোর পুলি সিস্টেম সংযুক্ত করল পোলার্ড। প্রান্তভাগটা আটকে দিল উইঞ্চের সঙ্গে। কাজশেষে রিপোর্ট দিল, 'কমপ্লিট!'

'গুড,' বলল রেইন। 'স্ট্যাণ্ডবাই থাকো। আমরা ট্রান্সফার পজিশনে যাচ্ছি। সিনথিয়া, মুভ!'

জেটস্টারের নারী পাইলট সিনথিয়া মরকেলের কণ্ঠ শুনল পোলার্ড। 'চেক! মুভিং ইনটু ট্র্যান্সফার পজিশন।'

মেয়েটার সঙ্গে ক'দিন আগে পরিচয় হয়েছে তার। বয়স ত্রিশের কোঠায়, বেশ সুন্দরী; কিন্তু অত্যন্ত কঠিন ধাতের, চার্লস রেইনের উপযুক্ত সঙ্গিনী। পাইলট হিসেবেও প্রথম শ্রেণীর বলে শুনেছে পোলার্ড। সিনথিয়াকে ককপিটে বসা অবস্থায় কল্পনা করল। হ্যাঁ, মানাচ্ছে বেশ। সবকিছু ঠিকঠাক চললে একটু পর দৃশ্যটা সত্যি সত্যি দেখতে পাবে।

গতি বাড়ল জেটস্টারের, একটু সামনে এগিয়ে উচ্চতা কমাতে শুরু করল। দুই বিমানের সঙ্গে আটকানো তারটাকে প্রায়

পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে নিয়ে যাচ্ছে। এতে সহজেই ওটা ধরে নেমে আসবে বাক্সগুলো।

ডিসি-নাইনের ককপিটে গিয়ে ঢুকল পোলার্ড। পাইলটের সিটের পিছনে বাল্কহেডের গায়ে একটা ছোট কম্পার্টমেন্ট আছে, ওটার ডালা খুলল।

'পোলার্ড!' ডেকে উঠল কেনড্রিক।

'কী ব্যাপার?'

'সামনে দেখো। একটা ঝড়ের মধ্যে পড়তে চলেছি আমরা। তোমার প্ল্যানের বারোটা বাজবে!'

কম্পার্টমেন্ট থেকে কো-পাইলটের জিনিসপত্র বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল পোলার্ড। বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ভয়ের কিছু নেই। বরং ঝড়টা আমাদের উপকার করবে।'

'মানে!'

কম্পার্টমেন্টের পিছনদিকে রাখা একটা ছোট ব্যাগ খুলল পোলার্ড। ভিতরে একটা এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস শোভা পাচ্ছে। সাত পাউণ্ড সি-ফোরের সঙ্গে ডিটোনেটর আর টাইমার বসানো হয়েছে। উপরে জ্বলজ্বল করছে এল.ই.ডি. ডিসপ্লে।

'বোমাটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে কিছুই অবশিষ্ট না থাকে,' বলল পোলার্ড। 'ইনভেস্টিগেটররা কোনও সূত্র খুঁজে পাবে না। ভাববে, ঝড়ের কবলে পড়ে ক্র্যাশ করেছি আমরা। সবাই মারা গেছি।'

'তা-ই?'

সুইচ টিপে টাইমার অন্ করল পোলার্ড। 'পাঁচ মিনিট সময় পাচ্ছ তুমি।'

মাথা ঝাঁকাল কেনড্রিক।

তার কাঁধে চাপড় দিয়ে পোলার্ড বলল, 'প্ল্যান ফলো করো।

খুব শীঘ্রি বিরাট বড়লোক হয়ে যাচ্ছ তুমি।'

এমন সময় বেরসিকের মত গর্জে উঠল ইয়ারফোন। রেইন চেঁচাল, 'পোলার্ড! তাড়াতাড়ি করো।'

'আসছি,' বলে তড়িঘড়ি করে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল ট্রেজারি এজেন্ট।

বাতাসের অত্যাচারে মাতালের মত দুলছে ডিসি-নাইন। গড়িয়ে আইলের মাঝখানে চলে এসেছে লাশ তিনটে। সিটের ব্যাকরেস্টে হাত রেখে তাল সামলাল পোলার্ড। দ্রুত চলে গেল র‍্যাম্পের কাছে।

'গেট রেডি,' রেডিওতে বলল সে। 'আমি আসছি।'

র‍্যাম্পের কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ট্রেজারি এজেন্ট। জেটস্টার অনেকখানি নীচে নেমে গেছে। স্টিলের কেইবল টান টান অবস্থায় কাঁপছে, বাতাসের চাপে বেঁকে রয়েছে কিছুটা। ক্ষণিকের জন্য বুক ধড়ফড় করে উঠল। তারটা যদি ছিঁড়ে যায়, কিংবা বাতাসের ধাক্কায় পজিশন নড়ে যায় দুই বিমানের... নির্ঘাত মরতে হবে।

কিন্তু বাক্সগুলোর দিকে তাকাতেই সাহস ফিরে পেল পোলার্ড। যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আছে ওগুলোতে। কঠিন এ-কাজটা শেষ করলেই ভাগের অংশটা পেয়ে যাবে। তা দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে পারবে রাজা-বাদশাহ্‌র মত।

ঝট্‌পট্ কোমরের হারনেস আটকে ফেলল সে কেইবলের গায়ে। পিছন ফিরে আলতোভাবে ঝুলে পড়ল। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড বাতাসের ধাক্কায় স্থির রইল, কিন্তু তারপরেই কাজ শুরু করল মাধ্যকর্ষণ, তার ধরে নামতে শুরু করল পোলার্ড।

ককপিটে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন কেনড্রিক। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের একটা বোতাম টিপে চালু করল

অটো-পাইলট। তারপর তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল। অনেক কাজ তার হাতে। বাক্সগুলো পাঠাতে হবে লাইনের মাধ্যমে, তারপর নিজেকেও ওটা ধরে নামতে হবে। পাঁচ মিনিটে সারতে না পারলে খবর আছে।

বাতাসের অত্যাচার অগ্রাহ্য করে তখনও নামছে পোলার্ড। শুধু দেহের ওজনে কাজ হচ্ছে না, তাতে গতি খুবই মন্থর, তাই র‍্যাপলিং করতে হচ্ছে তাকে। কাজটা সহজ নয়। কাপড়ের আবরণ ভেদ করে একেবারে অস্থিমজ্জায় আঘাত হানছে হিমবায়ু, হাত অসাড় হয়ে যেতে চায়। দাঁতে দাঁত পিষে মুঠো দিয়ে ধরছে কেইবল, টেনে নিয়ে যাচ্ছে শরীরকে।

সবমিলিয়ে সময় লাগল বিশ সেকেণ্ড, কিন্তু ওটাকেই অনন্তকাল বলে মনে হলো। তারপর হঠাৎই জেটস্টারের দরজায় পৌঁছে গেল পোলার্ড। ওকে জাপটে ধরে ভিতরে টেনে নিল গ্যাভিলান। কেবিনের মেঝেতে পা রেখে সোজা হতেই তার মুখোমুখি হলো রেইন।

'এর মানে কী?' খেপা কুকুরের মত বলল সে। 'টাকাগুলো আগে পাঠালে না কেন?'

নির্বিকার ভঙ্গিতে হারনেসের বাঁধন খুলল পোলার্ড। [illegible] 'মনে হলো, ওগুলো আগেই পাঠিয়ে দিলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে না তুমি।'

রাগ সরে গিয়ে হাসি ফুটল রেইনের ঠোঁটে। তার মতিগতি বোঝা ভার। ট্রেজারি এজেন্টের গালে চাপড় দিয়ে বলল, স্মার্ট, পোলার্ড। স্বীকার করছি, এক কদম এগিয়ে থাকার চমৎকার গুণ আছে তোমার মধ্যে।'

কাঁধ ঝাঁকাল পোলার্ড। 'আয়ু বাড়াতে চাইলে আর কোনও বিকল্প নেই।'

'তোমার পাইলটও একই চিন্তাধারার মানুষ না তো? তা হলে বাক্সগুলো পাঠাবার মত কেউ আর থাকে না।'

'রিল্যাক্স। ও জানে কী করতে হবে।'

'দেখা যাক।' খোলা দরজা দিয়ে বকের মত গলা বাড়িয়ে দিল রেইন।

কেনড্রিককে দেখা গেল র‍্যাম্পের ফাঁক দিয়ে। ডলারের বাক্সগুলো ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে।

ককপিট থেকে চেঁচিয়ে উঠল সিনথিয়া, 'এই কোর্স বেশিক্ষণ মেইনটেন করতে পারব না আমি! যা করার তাড়াতাড়ি করো।'

ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে বিমান স্থির রাখতে হচ্ছে তাকে। এলোমেলো হয়ে গেছে ছোট করে ছাঁটা চুল। সুন্দর মুখে ঘাম জমেছে।

'একটু হোল্ড করো, ডিয়ার,' বলল রেইন। 'এখুনি হয়ে যাবে।'

'ব্যাটা দেরি করছে কেন?' গজগজ করে উঠল সানচেজ।

'ওখানে থাকলে বোঝা যেত, কতখানি তোমার দৌড়,' বিরক্ত গলায় বলল পোলার্ড। মাইক্রোফোনে নিজের পাইলটকে নির্দেশ দিল, 'হারি আপ!'

র‍্যাম্পের কিনারায় এসে বুড়ো আঙুল তুলল কেনড্রিক। ঝুঁকে পড়ল প্রথম বাক্সটার উপর।

ঘড়ি দেখল পোলার্ড। দু'মিনিট আছে হাতে। যথেষ্ট সময়।

ছয়

ঘামছে কেনড্রিক। অক্সিজেন মাস্কের ওপাশে ভেজা ভেজা হয়ে আছে মুখটা। নিঃশ্বাসের বাষ্পে ঘোলা হয়ে যাচ্ছে কাঁচ। শেষবারের মত বাক্সগুলো চেক করে নিল।

হ্যাঁ, ঠিকমত আটকানো হয়েছে তিনটে বাক্সই। কোনও চিন্তা নেই। উইঞ্চের রিলিজ লিভারে হাত রাখল, বাক্সগুলো পাঠাবে আগে, তারপর পোলার্ডের মত নিজেও র‍্যাপলিং করে নেমে যাবে নীচে।

কিন্তু লিভারটা টানার আগেই পিছন থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠ শুনে জমে গেল আতঙ্কে।

'শালা বেজন্মার দল...'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল কেনড্রিক। চমকে উঠল দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে।

কেবিনের আইলের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে উঠে বসেছে জেমিসন... শরীর রক্তাক্ত, কিন্তু মরেনি সে! মারাত্মক আহত, অচেতন হয়ে গিয়েছিল কিছু সময়ের জন্য। জ্ঞান ফিরতেই মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে নিজের সাবমেশিনগানটা। একহাতে একটা আর্মরেস্ট আঁকড়ে স্থির রেখেছে নিজেকে। অন্যহাতে অস্ত্রটা তাক করেছে কেনড্রিকের দিকে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল কেনড্রিক।

পরক্ষণে ট্রিগার চাপল জেমিসন। সাবমেশিনগানের গুলির প্রথম ধারায় দুই উরু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল পাইলটের। বুলেটের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল সে, নিজের অজান্তেই টেনে দিল উইঞ্চের লিভার।

আবার গুলি করল জেমিসন। বুক পেতে বুলেটবৃষ্টি বরণ করে নিল কেনড্রিক, র‍্যাম্পের কিনারা থেকে খসে পড়ে গেল শূন্যে। নীচ থেকে বিস্ফারিত চোখে ওকে আকাশে ডানা মেলতে দেখল জেটস্টারের আরোহীরা।

'হোয়াট দ্য...' গাল দিয়ে উঠল রেইন।

মাথা ঠাণ্ডা রাখল পোলার্ড। উইঞ্চ চালু হওয়ায় কেনড্রিকের পিছু পিছু ডলারের বাক্সগুলোও বেরিয়ে এসেছে বিমান থেকে। ঢিল হয়ে যাওয়া কেইবলের গায়ে ঝুলছে অসহায়ভাবে। সেদিকে তাকিয়ে সে চেঁচাল, 'আমাদেরকে নীচে নামতে হবে! কেইবলটা খাড়া হয়ে গেলে বাক্সগুলো আপনিই নেমে আসবে।'

'সময় কতটা আছে?' জানতে চাইল রেইন।

ঘড়ি দেখল পোলার্ড। 'এক মিনিট।'

'সিনথিয়া!' গলা উঁচিয়ে ডাক ছাড়ল রেইন।

'শুনতে পেয়েছি কী করতে হবে,' উত্তর দিল স্বর্ণকেশী পাইলট। 'হোল্ড অন!'

ভার্টিকাল স্পিড ইণ্ডিকেটর চেক করল সিনথিয়া, তারপর রাডার ট্রিম অ্যাডজাস্ট করে ইশারা দিল নিজের কো-পাইলটকে। একসঙ্গে কণ্ট্রোল ইয়োক সামনে ঠেলল দু'জনে। গোঁত্তা খাওয়ার ভঙ্গিতে নাক নিচু হয়ে গেল জেটস্টারের। ঝপ্ করে নামতে শুরু করল। বাক্সসহ কেইবল ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

কেবিনের সিট, সেফটি লাইন, ইত্যাদি আঁকড়ে ধরে তাল

সামলাল আরোহীরা। একটু ফুরসত পেতে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল পোলার্ড, বাক্সগুলোর অবস্থা দেখবে। কিন্তু ডিসি-নাইনের র‍্যাম্পের দিকে চোখ পড়তেই জমে গেল মূর্তির মত।

'শিট!' বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠল সে।

সাবমেশিনগান হাতে নিয়ে র‍্যাম্পের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে জেমিসন। চোখে-মুখে প্রতিহিংসা। জানে মারা যাচ্ছে, কিন্তু মরার আগে একটা কিছু করে যাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

অস্ত্রটা জেটস্টারের দিকে তাক হতেই কেবিনের ভিতরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পোলার্ড। দেখাদেখি রেইন আর সানচেজও। বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে ভেসে এল মেশিনগানের একটানা আওয়াজ। ফিউজেলাজের গায়ে এলোমেলো ফুটোর সৃষ্টি হলো। বুলেটের ধারা খোলা দরজায় পৌঁছুতেই বুক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল গ্যাভিলানের। বেচারা নড়বার সময় পায়নি। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হুড়মুড় করে পড়ে গেল রেইনের গায়ের উপর।

ক্লিপ খালি হয়ে যাওয়ায় একটু বিরতি দিল জেমিসন। কাঁপা কাঁপা হাতে রিলোড করে আবার গুলি করল। এবার ফিউজেলাজের বদলে ককপিট লক্ষ্য করে। কাঁচ ভাঙার শব্দ ভেসে এল ককপিট থেকে। শোনা গেল সিনথিয়ার ক্রুদ্ধ চিৎকার।

'ফর গডস্ সেক, রেইন! একটা কিছু করো!'

ধাক্কা দিয়ে গায়ের উপর থেকে গ্যাভিলানকে সরাল রেইন। উঠে দাঁড়াল। অবিচল কণ্ঠে বলল, 'পজিশন মেইনটেন করো। বেজন্মাটাকে আমি দেখছি। ম্যাকার্থি, রাইফেল!' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'বস্,' বলে উঠল সানচেজ। 'গ্যাভিলানের অবস্থা খারাপ। কী করব?'

ম্যাকার্থি নামের সহচরের কাছ থেকে অটোমেটিক রাইফেল নিতে নিতে রেইন বলল, 'হাসপাতালে পাঠাও। জলদি।'

মাথা ঝাঁকাল সানচেজ, গ্যাভিলানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বিমানের বাইরে।

হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে গেল রেইন। ক্লাসিক পজিশনে শুয়ে পড়ে রাইফেল তাক করল ডিসি-নাইনের র‍্যাম্পের দিকে। নিশানা করার ঝামেলায় গেল না, তাতে খুব একটা লাভও নেই। প্রচণ্ড বাতাসে বুলেটের ট্র্যাজেক্টরি ঠিক রাখা সম্ভব নয়। আন্দাজের উপর ভর করে ট্রিগার চাপতে শুরু করল।

বুলেটের আঘাতে কাঁধের কাছে রক্ত ছিটকে উঠল জেমিসনের, যেন অদৃশ্য এক স্লেজহ্যামারের ধাক্কায় চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল সে। তবে পড়ার আগে আরেক দফা গুলিবর্ষণ করেছে। জেটস্টারের ফিউজেলাজে নতুন কয়েকটা গর্ত সৃষ্টি হলো, দুটো পোর্টহোলের কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল কেবিনের ভিতর।

'ঘায়েল করেছি হারামজাদাকে,' চেঁচাল রেইন।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দরজার বাইরে উঁকি দিল পোলার্ড। অর্ধেকের বেশি নেমে এসেছে বাক্সতিনটে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওদের কাছে।

কিন্তু সময়টুকু আর পাওয়া গেল না। আচমকা মেঘগর্জনের মত ভয়ানক শব্দ ভেসে এল উপর থেকে। এক্সপ্লোসিভ চার্জে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

লাল-কমলা আগুনের শিখার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল ডিসি-নাইন, শত-সহস্র টুকরো হয়ে ছিটকে গেল চারপাশে। শকওয়েভের ধাক্কায় কেঁপে উঠল পুরো জেটস্টার। তাল হারিয়ে হুড়মুড় করে কেবিনের মেঝেতে পড়ে গেল আরোহীরা। এক

মুহূর্তের জন্য ঢিল পড়ল কেইবলে, তারপর নীচে নেমে গিয়ে আবার টান টান হয়ে গেল।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে দরজার কাছে গেল রেইন। উঁকি দিয়ে দেখল, কেইবলের নীচের অংশ মেঘের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠোঁট কামড়াল সে। আর তখুনি ককপিট থেকে চিৎকার শোনা গেল সিনথিয়ার।

'রেইন, সমস্যা দেখা দিয়েছে!'

'কী হয়েছে?' মাইক্রোফোনে জানতে চাইল রেইন।

'বিমানকে লেভেলে আনতে পারছি না আমরা।'

'কেন?'

'জানি না। কোথাও ড্যামেজ হয়েছে সম্ভবত।'

'অনুমানের কথা শুনতে চাই না,' কাটা কাটা স্বরে বলল রেইন। 'শিয়োর হও। তারপর করো যা করবার। আমরা এখানে ব্যস্ত।' সানচেজের দিকে তাকাল। 'কেইবলটা ওঠাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার কাছে চলে গেল সানচেজ, গ্লাভস্-পরা হাত দিয়ে মুঠো করে ধরল ভারী কেইবলটা, টানতে শুরু করল। তাকে সাহায্য করল দলের বাকি তিন সদস্য—ম্যাকার্থি, ল্যাম্পার্ট আর লোগান।

'তারটা বড্ড ভারী,' কয়েক সেকেণ্ড পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সানচেজ। 'তলায় কিছু ঝুলছে... নিঃসন্দেহে!'

'তাড়াতাড়ি উঠিয়ে আনো!' বলল রেইন।

এগিয়ে গিয়ে চার দুর্বৃত্তের সঙ্গে হাত লাগাল পোলার্ড। কয়েক মুহূর্ত পরেই মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কেইবল, গায়ে কালচে কয়েকটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে।

'খোদার কসম!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সানচেজ। 'বাক্সগুলো এখনও আছে! তারের গায়ে ঝুলছে!'

বাক্সতিনটে দেখতে পেয়ে হাসি ফুটল রেইনের ঠোঁটে। কিন্তু সে-হাসি নিভে যেতেও দেরি হলো না। আচমকা দোল খেতে শুরু করেছে পুরো কেইবল। একবার ডানে, একবার বামে। দোলের সঙ্গে পিছলাতে শুরু করেছে বাক্সগুলো।

'শিট! তাড়াতাড়ি ওঠাও!' চেঁচাল রেইন।

'সাধ্যমত... চেষ্টা... করছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সানচেজ।

সত্যিই প্রাণান্ত চেষ্টা করছে সে। সেফটি লাইন নেই, তারপরও শরীরের অনেকখানি বের করে দিয়েছে দরজার বাইরে—বিপজ্জনকভাবে। একটু কাত হয়ে আছে জেটস্টার, আরেকটু কাত হলে নির্ঘাত পড়ে যাবে। কিন্তু পরোয়া করছে না। পাগলের মত কেইবল টানছে পোলার্ডও। বাক্সগুলোই একমাত্র ভরসা। ওগুলো হারালে কোনও আশা নেই তার।

ভীষণভাবে কেঁপে উঠল জেটস্টার। শঙ্কিত দৃষ্টিতে ককপিটের দিকে তাকাল পোলার্ড।

'সিনথিয়া!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে মাইক্রোফোনে ডেকে উঠল রেইন।

'বলেছি তো, সমস্যা দেখা দিয়েছে!' মুখ ঝামটা দিল সিনথিয়া। 'সম্ভবত শ্র্যাপনেল লেগেছে আমাদের গায়ে। স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হয়ে গেছে।'

ঝাঁকুনির কারণে পাক খেতে শুরু করেছে কেইবল।

নীচের দিকে তাকিয়ে রেইন বলল, 'আমাদের হাতে সময় নেই, সানচেজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি কেইবল টানতে থাকল দলের মেক্সিকান সদস্য।

আবার কেঁপে উঠল জেটস্টার। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল বিপর্যয়। পুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাক্সগুলো। জেটস্টারের

আরোহীদের বিস্ফারিত চোখের সামনে হারিয়ে গেল মেঘের ভিতর।

'না!' চেঁচাল পোলার্ড।

নাক নিচু হয়ে গেছে জেটস্টারের। ভয়ানক গতিতে নামতে শুরু করেছে বিমানটাও। চোখের পলকে পেরিয়ে এল মেঘের স্তর। এক পলকের জন্য বাক্স তিনটে চোখে পড়ল। ছড়িয়ে গেছে তিন দিকে—নীচের পর্বতমালার ভিতর আছড়ে পড়বে এখুনি।

কেবিনের বাল্কহেডে নিষ্ফল হতাশায় একটা ঘুসি বসাল ম্যাকার্থি। তাকাল দলনেতার দিকে।

'কেইবলটা ফেলে দাও,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রেইন।

মাথা ঝাঁকিয়ে ফালক্রাম থেকে হুকটা খুলে নিল সানচেজ। স্টিলের তারটা ফেলে দিল বাইরে। তারপর লোগানের সাহায্য নিয়ে বন্ধ করল দরজা।

আরেক দফা ঝাঁকি খেল জেটস্টার। নাক নেমে গেল আরও।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে পোলার্ড। তার দিকে ফিরল রেইন। শীতল কণ্ঠে বলল, 'এ-ই তোমার ফুলপ্রুফ প্ল্যান?'

নিজেকে সংযত রাখল পোলার্ড। বলল, 'প্ল্যানে কোনও গলদ ছিল না।'

'বাক্সগুলো যদি আগে পাঠাতে...'

'তোমার কপাল খুলে যেত, আর পুড়ত আমারটা,' রেইনের মুখের কথা কেড়ে নিল পোলার্ড। 'ওটা আমার জন্য ফুলপ্রুফ হতো না।'

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল রেইন। পারলে ভস্ম করে দেয় আর কী।

সিনথিয়ার ডাকে বাধা পড়ল ওদের ঝগড়ায়।

'রেইন!'

পোলার্ডের দিকে শেষবারের মত তাকাল দস্যুনেতা। তারপর উল্টো ঘুরে ককপিটে চলে গেল। ভিতরের সবকিছু ভীষণভাবে কাঁপছে।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে তাকিয়ে রেইন জানতে চাইল, 'পরিস্থিতি কতটা খারাপ?'

কো-পাইলটের চোখ সেঁটে আছে অল্টিমিটারের দিকে। বনবন করে ঘুরছে কাঁটা। ডানদিকের কয়েকটা গজ দেখাল সিনথিয়া—সবক'টার রিডিং কমছে।

'হাইড্রলিকস্ কাজ করছে না,' জানাল ও। 'শ্র্যাপনেল, কিংবা বুলেট লেগেছে ইঞ্জিনে।'

'বটম লাইন?'

'অলটিচ্যুড মেইনটেন করা সম্ভব নয়। আমরা নীচে নামছি।'

ককপিটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রেইন। মেঘের তলা দিয়ে ছুটছে জেটস্টার। নীচের উঁচু-নিচু পাহাড়চূড়া দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর একটার সঙ্গে বাড়ি খেলেই সব শেষ।

সিনথিয়ার ঘাড়ে চাপ দিল সে। বলল, 'যা পারো করো। বাকিটা ভাগ্যের হাতে।'

কেবিনে ফিরে এল রেইন। উঁচু গলায় নির্দেশ দিল, 'ক্র্যাশ পজিশনস্!'

ঝটপট্ বিমানের সিটে বসে পড়ল সবাই। সিটবেল্ট বাঁধতে শুরু করল।

'অ্যাই পোলার্ড!' পিছন থেকে ডেকে উঠল ল্যাম্পার্ট। 'বেল্ট বাঁধার দরকার নেই তোমার। বেঁচে না থাকলেই ভাল করবে।'

মুখ খারাপ করে একটা গালি দিল ট্রেজারি এজেন্ট। শক্ত করে আঁটল সিটবেল্ট। সামনের সিটের পিছনে দু'হাত রাখল, তার উল্টোপিঠে সেজদার ভঙ্গিতে রাখল মাথা—ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিঙের

আদর্শ পজিশন।

জাহান্নামে যাক চার্লস রেইন আর তার সাগরেদরা! বিড়বিড় করল ও।

বাঁচতে হবে পোলার্ডকে। কারণ এখনও সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। গলায় একটা জিনিস ঝুলছে ওর, এতকিছুর পরও ওটা দিয়ে শেষরক্ষা হতে পারে। সেটা রেইনেরও জানা আছে।

কথা হলো, জিনিসটা ব্যবহারের সুযোগ ও পাবে কি না। প্লেন-ক্র্যাশের পর থাকবে কি না বেঁচে।

সাত

জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে সিনথিয়া। চেষ্টা করছে শান্ত থাকার, কিন্তু সেটা এ-মুহূর্তে অসম্ভব। পাথরের মত আচরণ করছে জেটস্টার, খসে পড়ছে আকাশ থেকে, কিছুতেই বৈমানিকের নির্দেশ মানতে চাইছে না। বুঝতে পারছে সিনথিয়া, ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং করতে হবে; অথচ নীচে অসংখ্য পাহাড়চূড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। ল্যাণ্ড করবে কোথায়?

'ফ্যালন,' কো-পাইলটকে ডাকল ও। 'ল্যাণ্ডিঙের জায়গা পাওয়া যায় কি না দেখো।'

ফ্যালন ঘাড় ফিরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো একটা ইঞ্জিন। একসঙ্গে ফাটল

সবগুলো সিলিণ্ডার, ফুলঝুরির মত ফুলকি ছড়িয়ে ইস্পাতের টুকরোগুলো ছুটল চারপাশে, কমলা রঙের আগুন গ্রাস করল ডিমের মত বস্তুটাকে; জ্বলন্ত ফুয়েল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল ডানা আর ফিউজেলাজের একপাশ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পুড়ে কালো হয়ে গেল ডানার একটা অংশ, বাতাসের তোড়ে ভেঙে পড়তে শুরু করল।

ককপিটের ভিতর গাল দিয়ে উঠল সিনথিয়া। বিপজ্জনকভাবে স্টারবোর্ড সাইডে কাত হয়ে যাচ্ছে জেটস্টার। কন্ট্রোল কলাম নিয়ে যুঝতে শুরু করল সে, অলটিমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেটা মাতালের মত বনবন করে ঘুরছে—কাঁটাটা যেন ঘোলাটে কোনও বস্তু, খালি চোখে দেখাই যাচ্ছে না।

'ফ্যালন, ড্যামেজ রিপোর্ট!'

নিজের পাশের ছোট্ট উইণ্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল কো-পাইলট। জানাল, 'ইঞ্জিন গেছে, সিনথিয়া। ডানাটাও টিকবে না বেশিক্ষণ। এখনও আগুন জ্বলছে ওটায়। না, দাঁড়াও... নিভে যাচ্ছে!'

'ফুয়েল অফ!' তেলের লাইন কেটে দিল সিনথিয়া, তারপর আবার মন দিল কন্ট্রোল কলামের দিকে।

'সান অভ আ বিচ!' মুখ দিয়ে খিস্তি বেরুচ্ছে ফ্যালনের। 'পোর্ট সাইডের অ্যালেরন পুরোটাই খুইয়েছি।'

'ফুয়েল ডাম্প করো,' নির্দেশ দিল সিনথিয়া। 'ওজন কমিয়ে লেভেলে আনতে হবে বিমানকে। নইলে খবর আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ পালন করল ফ্যালন। ফিনকি দিয়ে রক্তপাতের মত তেল ছড়াতে ছড়াতে এগোল বিমানটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইলটদের তৎপরতার কাছে হার মানতে হলো তাকে, সিধে হতে লাগল ধীরে ধীরে, কিন্তু এখনও

অলটিচ্যুড হারাচ্ছে। অমোঘ নিয়তিটা আরোহীরাও বুঝতে পারছে—প্লেনটাকে আকাশে ভাসিয়ে রাখার কোনও উপায়ই নেই। শুধু কতটা অক্ষতভাবে এটাকে জমিনে নামিয়ে আনা যায়, সেটুকুই এখন চেষ্টা।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে সিনথিয়া, স্বভাবসুলভ নেতৃত্ব আর দায়িত্ববোধ ফিরে এসেছে তার মধ্যে। আগের নির্দেশটা আবার দিল, 'সমতল কোনও জায়গা পাওয়া যায় কি না দেখো। এই জাঙ্কটাকে নামাতে হবে।'

'চেষ্টা করছি,' জানাল ফ্যালন। 'তবে চোখে পড়ছে না কিছু। নীচে শুধুই পাহাড়।' অলটিমিটারের দিকে তাকাল সে। 'পাঁচ হাজার ফুট।'

বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব বেড়ে গেছে দেখে নাকটা একটু উঁচু করার চেষ্টা চালাল সিনথিয়া, উচ্চতা কিছুটা বাড়িয়ে নিতে চায়; কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটল। ঝপ্ করে অনেকটা নীচে নেমে এল জেটস্টার, আবার কাত হয়ে যেতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি সেটাকে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনল সে ঠিক সেই মুহূর্তে ককপিটের ভিতরটা ভরে গেল ঘন ধোঁয়ায়, ফ্যালন চিৎকার করে জানাল—ফ্লাইট ডেকের পিছনদিকে আগুন লেগেছে। কাশতে কাশতে লিভার টেনে ভিতরের বাতাস ভেন্ট করে দিল সিনথিয়া, ধোঁয়া সরে গিয়ে হিমশীতল হাওয়া দখল করল জায়গাটা; সেটা এতই পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা যে, শ্বাসনালীতে বিঁধছে সুঁইয়ের মত।

ইতোমধ্যে আরও এক হাজার ফুট নেমে এসেছে বিমান, বিশাল একটা বৃত্তাকার প্যাটার্নে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। সিনথিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'ফ্যালন, পাওনি কিছু এখনও?'

'জাস্ট আ মিনিট,' বলল ফ্যালন, চোখ কুঁচকে কিছু একটা

দেখার চেষ্টা করছে সে। পরমুহূর্তেই উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'সামনে! টু ও'ক্লক পজিশনে দেখো।'

এতক্ষণে সিনথিয়াও দেখতে পেয়েছে। উঁচু পাহাড়ের ডগায় তুষারে ঢাকা মালভূমির মত ছোট্ট এক খণ্ড জমি, সমতল। 'আই গট ইট!' বলল সে, তারপর লাইন-আপ করতে লাগল বিমানটাকে, বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ল্যাণ্ডিং অ্যাপ্রোচে নিয়ে যাচ্ছে। বিস্ফোরণটার পর এই প্রথম একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে সে, প্লেনটা যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণে আছে—বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ততই উজ্জ্বল হচ্ছে।

ফ্যালন জানতে চাইল, 'ফ্ল্যাপ নামাব?'

'না,' নেতিবাচক ভঙ্গিতে বলল সিনথিয়া। 'পোর্ট সাইডেরটা যদি ডেপ্লয় না হয়, তা হলে স্রেফ উল্টে যাব।'

আস্তে আস্তে কাছে চলে আসছে অবতরণের জায়গাটা। দূরত্বটা দু'মাইলে এসে ঠেকতেই দুই পাইলট উপলব্ধি করল, ল্যাণ্ডিঙের জন্য সেটা মোটেই আদর্শ নয়। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে বাতাসের প্রবল ঝাপটা ক্ষণে ক্ষণে কামড় বসাচ্ছে মাটিতে। ছড়িয়ে থাকা তুষার বিমানটার প্রাথমিক ধাক্কায় কুশন হিসেবে কাজ করবে ভেবেছিল, কিন্তু বাতাসের তোড়ে বারবার সরে যাচ্ছে ওগুলো, বেরিয়ে পড়ছে ছুরির মত তীক্ষ্ণ ফলাঅলা বরফের ডগা—পুরো জায়গাটা জুড়েই বিস্তার সেগুলোর। মালভূমির কিনারায় গাছপালাও রয়েছে। কিন্তু এখন আর বিকল্প কিছু ভাবার অবকাশ নেই। যা হয় হবে, ওখানেই নামতে বাধ্য দুর্ভাগা জেটস্টার। কো-পাইলটকে অবশিষ্ট সমস্ত ফুয়েল ফেলে দিতে বলল সিনথিয়া, ল্যাণ্ডিঙের পর বিস্ফোরণের ঝুঁকি নিতে চায় না।

ফ্যালনের হাত কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর খেলা করছে। 'ল্যাণ্ডিং গিয়ার?'

'দরকার নেই। ট্যাক্সিয়িঙের জায়গা পাব না, সরাসরি পেটের ওপরই নামাচ্ছি।'

ইকুইপমেন্টগুলো এখনও কাজ করছে, নইলে খালি চোখে কিছুই বোঝা যেত না। পাশের একটা পাহাড়চূড়াকে ভিজ্যুয়াল রেফারেন্স হিসেবে বেছে নিল সিনথিয়া, প্রস্তুতি নিল ল্যাণ্ডিঙের। ককপিটের ভিতর ঠাণ্ডা জেঁকে বসেছে, মুখের উন্মুক্ত চামড়ায় নির্দয় অত্যাচার চলছে, রাডার পেডালে রাখা পা'দুটোতেও তেমন সাড়া পাচ্ছে না। মুঠোয় ধরা ইয়োকের ওপর চাপ বাড়াল সিনথিয়া, যেন এতেই বিমানটা আরও অনুগত হবে।

ইস্পাতের তৈরি অতিকায় এক দানবের মত সারফেসের দিকে ছুটে যাচ্ছে জেটস্টার। একটামাত্র ইঞ্জিনের সাহায্যে ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাওয়া বিমানটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে সিনথিয়া আর ফ্যালনের। অলটিমিটার এক হাজার ফুট পেরিয়ে এল, প্রতি মুহূর্তে আরও কমছে। ল্যাণ্ডিং খুবই রাফ হবে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে দুই বৈমানিক। একটা ডানা না থাকায় গতি কমিয়ে গ্লাইড করে নামার উপায় নেই—ইঞ্জিন চালু রাখতে হচ্ছে, স্ট্রাকচারাল ইম্ব্যালান্স পুরো করতে হচ্ছে গতি দিয়ে। এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে নীচের উঁচু-নিচু ল্যাণ্ডিং জোন। যতই নীচে যাচ্ছে, বাতাসের বিরুদ্ধে ততই লড়তে হচ্ছে ওদেরকে। পাগলা হাওয়া উন্মাদের মত খেলতে চাইছে বিমানটাকে নিয়ে, আর্টিফিশিয়াল হরাইজন ইণ্ডিকেটরে লেভেল মেইনটেন করতে রীতিমত যুঝছে পাইলটেরা।

'অলটিচ্যুড!' চেঁচিয়ে উঠল সিনথিয়া।

'দু'শো ফুট!' পাল্টা চিৎকার করে জানাল ফ্যালন। 'স্পিড ওয়ান হানড্রেড নট!'

পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় এসে পড়েছে জেটস্টার। ডানা আর

সারফেসের বিপরীতমুখী চাপে বাতাসে কুশন ইফেক্ট দেখা দিয়েছে এবার, সরাসরি মাটিতে আছড়ে না পড়ে সেটার কারণে ভেসে আছে বিমান এখন, উচ্চতা কমছে আগের চেয়ে ধীরে। কণ্ট্রোল কলামের ওপর অবিশ্বাস্য প্রেশার সৃষ্টি হয়েছে, ইয়োক ধরে কাঁপছে দুই বৈমানিক, দাঁতে দাঁত পিষল।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ভারি একটা বলের মত সারফেসে ড্রপ খেল জেটস্টার। ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সামনে এগোচ্ছে, ইস্পাত ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হলো। নাকের সামনে একরাশ তুষার ছিটকে উঠেছে, কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাল সিনথিয়া। তুষারে ঢাকা অংশটা পেরিয়ে এল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, ঢুকে পড়ল গাছপালার মাঝে। ডানা-প্রপেলার ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল, আহত পশুর মত ছুটতে থাকল বিমানটা, কিছুক্ষণের মধ্যে ফাটল ধরল ফিউজেলাজে, তাও ছুটছে আগেরই মত।

ককপিটে ইয়োক থেকে হাত ছুটে গেছে সিনথিয়ার, সিটবেল্ট বাঁধা অবস্থায় গোটা বিমানের সঙ্গে ঝাঁকি খেয়ে চলেছে প্রতিটি আরোহী। কোথায়, কতদূরে চলে যাচ্ছে বিমানটা, বোঝার কোনও উপায় নেই। ডানদিকে একটু কাত হয়ে আছে ফিউজেলাজ, ঝাঁকিতে প্রবলভাবে কাঁপছে গোটা এয়ারফ্রেম, ক্যাঁচকোঁচ করে এই ভয়াবহ অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হাত ইয়োকে না থাকলেও পা'দুটো এখনও পেডালে রয়েছে, বাঁয়ের রাডার ব্যবহার করল সিনথিয়া, সিধে করল বিমানটাকে, যখন মনে হলো স্কিডটা কণ্ট্রোলে এসেছে, ছেড়ে দিল পেডাল। একেকটা টক্করের সঙ্গে এয়ারফ্রেম বেঁকে যাচ্ছে বিশ্রীভাবে, ভাঙছে পোর্টহোলের একের পর এক কাঁচ।

গতি কমতে শুরু করেছে জেটস্টারের। ঠোকর খেতে খেতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত কুঁকড়ে যাচ্ছে দেহ, কিন্তু মালভূমির

কিনারায় এসে পুরোপুরি থেমে গেল... একেবারে শেষ মুহূর্তে। ফিউজেলাজের এক তৃতীয়াংশ বেরিয়ে পড়েছে শূন্যে। আর কয়েক গজ এগোলে চার হাজার ফুট নীচে আছড়ে পড়ত।

সিনথিয়ার শরীরে আর কোনও অনুভূতি অবশিষ্ট নেই, অবশ হয়ে গেছে সমস্ত নার্ভ। ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে ককপিটে ঢুকছে কনকনে বাতাস, ঠাণ্ডা অনুভব করল না ও। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল। ফ্যালনকে আর মানুষ বলে চেনার উপায় নেই। উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে ঢোকা একটা মোটা গাছের ডাল তার মাথা থেঁতলে দিয়েছে। চারদিকে বয়ে গেছে রক্তের বন্যা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিনথিয়া। ফ্যালনের জন্য নয়, নিজের জন্য। স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস। ভয়াবহ ক্র্যাশটার পরও বেঁচে আছে বলে।

ভুরু কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল উইলি। পুবদিকটা একেবারে পরিষ্কার, মেঘ নেই। কিন্তু মনে হলো বজ্রপাতের শব্দ শুনেছে।

‘শুনতে পেলে ওটা?’ রিকিকে জিজ্ঞেস করল ও।

একটা ক্লিফের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে দু’জনে। জাম্প করার জন্য তৈরি। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হলো রিকি। বলল, ‘কীসের কথা বলছ?’

‘বাজ পড়ার শব্দ শোনোনি?’

ক্র্যাশ হেলমেটের বাঁধন টেনেটুনে শক্ত করে নিল রিকি। বলল, ‘শুনেছি, তাতে কী?’

‘মনে হলো পিছন থেকে এসেছে ওটা।’

মাথা ঘুরিয়ে ওদিকটা দেখল রিকি। মন্তব্য করল, ‘আকাশ ফকফকা।’

‘তা তো বটে। কিন্তু...’

‘কোনো কিন্তু নেই, গাধা! বাজ পড়েনি, বিমান-টিমানের

সনিক বুম হবে হয়তো।'

'কোত্থেকে? ধারেকাছে কোনও এয়ারফিল্ড নেই।'

'তো?' ভেঙচি কাটল রিকি। 'ও-ই নিয়েই মাথা ঘামাও। আমি চললাম।'

সুপারম্যানের মত সামনে হাত প্রসারিত করল ও। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লিফ থেকে। পিছু পিছু উইলিও। বিপজ্জনক গতিতে পড়ে যাচ্ছে ক্লিফের গা ঘেঁষে, সরাসরি নীচে গজিয়ে ওঠা গাছপালার দিকে। একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে প্যারাশুট খুলবে না।

'ইয়াহু-উ-উ-উ!' সমস্বরে চেঁচাতে থাকল দু'জনে। ভুলে গেছে পাহাড়চূড়ার অদ্ভুত শব্দটার কথা।

সিটবেল্ট বাঁধা অবস্থায় আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে পোলার্ড। সবকিছু শুনশান মনে হচ্ছে, আসলে শ্রবণশক্তি কাজ করছে না। ক্র্যাশের ভয়াবহ আওয়াজ শোনার পর এখন আর মৃদু শব্দগুলো কানে পৌঁছুচ্ছে না।

আস্তে আস্তে নড়ল সে। কোমরের কাছে এক হাত নিয়ে সিটবেল্টের বাকল খুলল। নড়াল অন্য হাতটাও। না, ব্যথা পাচ্ছে না। পা নাড়ল, মাথা ঘোরাল এদিক-ওদিক। স্বস্তি পেল। হাড়-গোড় একটাও ভাঙেনি।

গলা থেকে স্ট্র্যাপে ঝোলানো চামড়ার কেসটার উপর হাত বোলাল এবার। ওটাও অক্ষত আছে।

আটকে রাখা শ্বাসটা ছাড়ল এবার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বাঁয়ে। রেইনের দিকে। জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক পিস্তলের নল নিষ্কম্প হাতে ওর কপাল বরাবর তাক করে রেখেছে দস্যুসর্দার। চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে

উঠেছে।

'দাঁড়ি-কমা পর্যন্ত প্ল্যান করেছ তুমি, তাই না?' বলল রেইন। 'তা হলে বলো, কী ঘটেছে এখানে? তোমার প্ল্যানের কোন্ ধাপ এটা?'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার পিছনে উদয় হলো সানচেজ, নাক আর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। ম্যাকার্থিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'শুয়োরটাকে খুন করো, বস্!' রাগী গলায় বলল সানচেজ। 'ওর জন্য মরতে বসেছিলাম আমরা!'

রেইনের ওপর থেকে চোখ সরাল না পোলার্ড। বলল, 'খুন করবে আমাকে? তোমার পার্টনারকে?'

'এক্স-পার্টনার,' শান্ত গলায় বলল রেইন। 'প্ল্যান ওলোট-পালোট হয়ে গেছে, কাজেই আমাদের চুক্তিও ওলোট-পালোট হবে। ট্র্যাকিং মনিটরটা দাও আমাকে।'

'ওটা দিয়ে তুমি কী করবে?'

সামনে ঝুঁকল সানচেজ। হিসিয়ে উঠে বলল, 'ভালয় ভালয় দিয়ে দাও, পোলার্ড। নইলে তোমার কপালে খারাবি আছে।'

'ভুল করছ তুমি,' রেইনকে বলল পোলার্ড।

'আজকের দিনের দ্বিতীয় ভুল হবে সেটা,' বলল রেইন। 'প্রথমটা করেছিলাম তোমার মত অকর্মার উপর আস্থা রেখে।'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে হার মানতে বাধ্য হলো পোলার্ড। বুঝতে পারছে, খ্যাপা শয়তানটার মাথায় খুনের নেশা ভর করেছে। বাধা দিয়ে লাভ হবে না, দেবার প্রয়োজনও নেই। তুরুপের তাস এখনও ওর হাতে।

গলা থেকে চামড়ার কেসটা খুলে রেইনের হাতে দিল সে। ঢাকনা খুলে ভিতর থেকে একটা চারকোনা ইলেকট্রনিক ডিভাইস

বের করল দস্যুনেতা। ডলারের বাক্সগুলোয় একটা করে ট্র্যাকিং বিকন ফিট করা আছে। এটার মাধ্যমে ওগুলোর অবস্থান বের করা যায়।

সুইচ টিপে যন্ত্রটা চালু করল রেইন। চার ইঞ্চি ডিসপ্লে-তে লেখা উঠল: *এণ্টার পাসওয়ার্ড।*

'পাসওয়ার্ড কী?' জিজ্ঞেস করল রেইন।

হাসল পোলার্ড। 'পারলে নিজেই খুঁজে বের করো। পাঁচ ডিজিটের পাসওয়ার্ড। পঞ্চাশ হাজার ভেরিয়েশন আছে। দেখো চেষ্টা করে।'

'আমি তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবো!' চেঁচিয়ে উঠল সানচেজ।

'নাও না!' সমান তেজে চেঁচাল পোলার্ড। 'ভয় করি ভেবেছ? আমাকে মারলে ওই টাকার চেহারাও আর কোনোদিন দেখতে পাবে না তোমরা। অথচ এই গাড্ডা থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রচুর টাকা দরকার হবে তোমাদের। কথাটা তোমরা যেমন জানো, আমিও জানি।'

'চুলোয় যাক টাকা!' সানচেজ বলল। 'বস্, হারামজাদাকে খতম করে চলো কেটে পড়ি।'

পালা করে ট্র্যাকিং মনিটর আর পোলার্ডের দিকে তাকাল রেইন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পোলার্ড ঠিকই বলেছে। এতকিছুর পর খালিহাতে ফেরা যায় না।' যন্ত্রটা ফিরিয়ে দিল ট্রেজারি এজেণ্টের হাতে। 'এই রাউণ্ডে তুমিই জিতলে, *বন্ধু।*'

কাঁধ ঝাঁকাল পোলার্ড।

'এই পাগলামির কোনও মানে হয় না,' পিছন থেকে এগিয়ে এল লোগান। 'পাহাড়ের মাঝখানে ছড়িয়ে পড়েছে বাক্সগুলো। ট্র্যাকিং মনিটরের মাধ্যমে খোঁজ যদি পাওয়াও যায়, উদ্ধার করব কীভাবে? কোথায় না কোথায় আটকে আছে... আমাদের সঙ্গে

ক্লাইম্বিং গিয়ার নেই। পাহাড় চড়ার অভিজ্ঞতাও যৎসামান্য। বাক্স উদ্ধার তো দূরের কথা, এখান থেকে নীচে নামাই কঠিন হয়ে যাবে।'

'সেক্ষেত্রে এমন কাউকে জোগাড় করতে হবে, যে এই পাহাড়ের আনাচ-কানাচ হাতের তালুর মত চেনে,' বলল রেইন। 'ঢাল বাইতে পারে মাকড়সার মত।'

'অমন লোক কোথায় পাব?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল সানচেজ।

'সিনথিয়া?' পাইলটের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রেইন। ককপিট থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটা।

'এদিকে মাউন্টেইন রেঞ্জার থাকার কথা,' বলল সিনথিয়া। 'ওদের কাছে ক্লাইম্বিং গিয়ার, রেসকিউ ইকুইপমেন্ট... সব আছে। এদিককার পাহাড়ও ভালমত চিনবে।'

কুটিল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো রেইনের মুখ। 'ওদেরকে তা হলে একটা নিমন্ত্রণ পাঠাতে হয়। কী বলো?'

'অবশ্যই!'

আট

আবহাওয়া বদলে গেছে। তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় বৃষ্টির পানি তুষারে পরিণত হয়েছে, অবিরাম ধারায় নেমে আসছে পাহাড়ের

গোড়ার দিকে। রেঞ্জার স্টেশনের চারপাশে ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে সাদা স্তূপ। ঠাণ্ডা বাতাস বাড়ি খাচ্ছে কাঠের দেয়ালে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। নাহ্, ক্লাইম্বিঙে আজ আর যাওয়া হলো না।

'ওখানে দাঁড়িয়ে মূর্তি হয়ে গেলে কেন, রানা?' পিছন থেকে বলে উঠল টনি। 'এদিকে এসো। টিভির রিসেপশন একটু ভাল হয়েছে। খেলাটা সম্ভবত দেখা যাবে।'

টেবিলের কাছে ফিরে এল রানা। বলল, 'এই ঘোলা ছবি দেখে লাভ কী? তোমার কাছে মুভি-টুভি নেই?'

'আদ্দিকালের একটা ছবি আছে—প্ল্যানেট অভ দ্য এইপ্স্,' বলল টনি। 'দেখবে?'

'ক্লাসিক!' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার প্রিয় ছবিগুলোর একটা। ছাড়ো, ছাড়ো!'

ড্রয়ার থেকে একটা ভিডিও ক্যাসেট বের করল টনি, ভিসিআরে ঢোকাল। রিওয়াইণ্ড বাটন মাত্র চেপেছে, এমন সময় খড় খড় করে উঠল স্টেশনের স্ক্যানার রেডিও।

'সাহায্য করুন... কেউ সাহায্য করুন আমাদেরকে... প্লিজ!' নারীকণ্ঠে আকুতি ভেসে এল স্পিকার থেকে।

কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছিল আইভি। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মাইক্রোফোন টেনে নিল।

'দিস ইজ রকি মাউন্টেইন রেসকিউ। কাম ইন!'

'থ্যাঙ্ক গড! প্লিজ, সাহায্য করুন। আমরা আটকা পড়ে গেছি।'

'কোথায় আটকা পড়েছেন, তা জানেন?'

'না। হাইকিঙে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল। বেয়ারিং নেবার উপায় নেই কোনও।'

রেডিও সেটের চারপাশে জড়ো হলো সবাই। টনির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল আইভি। তারপর জানতে চাইল, 'আপনাদের পরিচয় জানতে পারি? ক'জন আছেন ওখানে?'

'প্লিজ... খুব ভয় করছে আমার!' ওপাশে আতঙ্ক ফুটল মহিলার কণ্ঠে। 'বাঁচান আমাদেরকে।'

'রিল্যাক্স,' সান্ত্বনা দিল আইভি। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। উত্তেজিত হবার কিছু নেই। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। ক'জন আছে আপনাদের দলে?'

'উমম... পাঁচ জন,' বলল মহিলা। 'কিন্তু কোথায় আটকা পড়েছি, তা বলতে পারব না। সিলিণ্ডার শেপের বিশাল একটা পাহাড় শুধু দেখতে পাচ্ছি পুবে...'

'নিশ্চয়ই কুগান ব্লাফ!' উত্তেজিত গলায় বলল টনি।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল স্যামসন। 'চপার ছাড়া ওখান থেকে কাউকে নামানো অসম্ভব।'

মাথা ঝাঁকাল আইভি। রেডিওতে বলল, 'ম্যা'ম, এ-মুহূর্তে বাতাসের তেজ খুব বেশি। আপনাদের কাছে চপার নিয়ে যেতে পারছি না আমরা।'

'ওহ্ নো!' আঁতকে উঠল মহিলা।

'শান্ত থাকুন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আবহাওয়া ভাল হলেই চপার পাঠানো হবে।'

'ততক্ষণ আমরা কেউ টিকে থাকব না।'

আইভির হাত থেকে মাইক্রোফোন নিল টনি। বলল, 'অপেক্ষা করুন, আমরা দেখছি কী করা যায়।'

'প্লিজ... তাড়াতাড়ি করুন। বিলি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ওর ইনসুলিন দরকার! প্লিজ...'

দুর্বল হয়ে গেল ট্রান্সমিশন, খসখস করতে করতে থেমে গেল

একেবারে।

'হাইকিং টিম, দিস ইজ রকি মাউণ্টেইন রেসকিউ! কাম ইন... কাম ইন!' ডাকল টনি। জবাব পেল না।

রেডিও সেটের নব ঘোরাল ও। ফ্রিকোয়েন্সি বদলাল, কিন্তু কিছুতেই আর যোগাযোগ করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত টেবিলে কিল বসিয়ে বলল, 'ধ্যাত্তেরি! আরও কিছু ইনফরমেশন দরকার ছিল।'

'অন্তত ওদের লোকেশন তো জানা গেছে,' বলল স্যামসন।

বড় করে শ্বাস ফেলল টনি। তারপর বলল, 'আইভি, স্যামসন, স্টোর থেকে গিয়ার বের করো। টেন্ট, থারমাল ক্লোদিং... আর মেডিক্যাল সাপ্লাই।'

'কী করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল আইভি। 'ঘাড়ে করে নিশ্চয়ই এতসব জিনিস নেবার কথা ভাবছ না?'

'উঁহুঁ,' বলল টনি। 'বাতাস কমে গেলে চপারে ওসব নিয়ে আসবে তোমরা। আমি আগেই চলে যাচ্ছি। দেখি, তোমরা আসা পর্যন্ত ওদেরকে টিকিয়ে রাখা যায় কি না।'

'কে যাবে তোমার সঙ্গে?'

'আরে, ও-কথা আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?' বলে উঠল রানা। 'আমি আছি কী করতে?'

'ফরগেট ইট, রানা,' বলল টনি। 'এই আবহাওয়ায় পাহাড় চড়তে যাওয়ায় ঝুঁকি অনেক। তুমি রেঞ্জার নও। খামোকা প্রাণের ঝুঁকি নেবে কেন?'

'রেঞ্জার নই, কিন্তু মানুষ তো!' ভুরু কুঁচকে বলল রানা। 'সাহায্য করতে পারব জেনেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? একাকী ঝুঁকি নিতে দেব বন্ধুকে? ভেবেছ কী?'

'দেখো...' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল টনি।

'দেখাদেখির কিছু নেই,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল রানা। 'ক্লাইম্বার হিসেবে মন্দ নই আমি। এদিককার পাহাড়ে বহুবার উঠেছি, সমস্ত গলি-ঘুপচি চেনা হয়ে গেছে এতদিনে। রেসকিউ আর সার্ভাইভালের ব্যাপারেও অনেক কিছু জানি। তা ছাড়া, আমাকে তোমার দরকার, টনি। মানা কোরো না।'

যুক্তিতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল টনি।

আইভির দিকে তাকাল রানা। 'তুমি কিছু বলবে?'

হাসল মেয়েটা। 'তুমি যে যেতে চাইবে, তা আমি জানতাম।' সিরিয়াস হলো। 'কিন্তু এ-আবহাওয়ায় পাহাড়ে না চড়লেই কি নয়? একটু অপেক্ষা করে দেখো। ঝড়-বাদল থেমেও তো যেতে পারে। চপার নিয়ে যাওয়া যাবে তখন।'

'ঝড় থামার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না,' টনি বলল। 'তা ছাড়া ওখানে অসুস্থ মানুষ আটকা পড়েছে, ইনসুলিন দরকার। অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।'

স্যামসন চলে গেছে স্টেশনের স্টোররুমের দিকে। দরজা থেকে হাঁক ছাড়ল। 'এক ডজন ফ্লেয়ার হলে চলবে তোমাদের?'

'হ্যাঁ,' বলল টনি। 'ইনসুলিনও দাও।'

'গাড়ি থেকে আমার গিয়ার নিয়ে আসছি।' বলে দরজার দিকে রওনা হলো রানা।

'তোমরা দু'জনেই পাগলামি করতে যাচ্ছ,' ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল আইভি।

'হ্যাঁ, পাগলামি,' স্বীকার করল টনি। 'কিন্তু আত্মহত্যা নয়।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'সত্যি বলতে কী, রানা যেতে চাওয়ায় খুব ভাল লাগছে। ও আশপাশে থাকলে আলাদা একটা সাহস পাই।'

'শুধু সাহস না; এ-মুহূর্তে তোমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, সেটা হলো ভাগ্য,' শান্ত গলায় বলল আইভি।

*

উবু হয়ে রেডিও সেট থেকে ব্যাটারির কানেকশন খুলে নিল সিনথিয়া। সোজা হয়ে মুখোমুখি হলো রেইনের। লোকটার মুখে সন্তুষ্টির হাসি।

'ইনসুলিন,' বলল রেইন। 'নাইস টাচ!'

জ্যাকেটের সামনের দিকটা মুঠো করে ধরে কাছে টানল সিনথিয়াকে। ঠোঁটে চুমো খেল।

প্রশংসার সুরে বলল, 'ইউ আর আ জিনিয়াস।'

বিতৃষ্ণা নিয়ে বিষদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল পোলার্ড। হারামজাদা... রোমান্সের আর সময় পেল না! এদিকে সব যে গুবলেট হতে বসেছে, তা যেন মাথাতেই নেই ব্যাটার।

মেজাজ খারাপ হয়ে আছে ট্রেজারি এজেন্টের। হতচ্ছাড়া এই পাহাড়ের মাঝে ডলারের বাক্সগুলো হারিয়ে গেছে, এটাই একমাত্র সমস্যা নয়। সমস্যা হলো, ওগুলো যতক্ষণ না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পাগলাটে শয়তানটার সঙ্গে থাকতে হবে ওকে।

একটাই আশা—ওই উদ্ধারকারীরা। ওরা এলে রেইনের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরে যাবে। তখন হয়তো কিছুটা শান্তিতে থাকতে পারবে সে।

ভাঙা ফিউজেলাজের পিছনদিকে চলে গেল পোলার্ড। রেইন ব্যস্ত হয়ে পড়ল সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে। পরবর্তী করণীয় ঠিক করে নিচ্ছে।

নয়

ইউ.এস. মিন্ট, ডেনভার।

নিজের ডেস্কে বসে আছেন হেড কম্পট্রোলার বিল হাসকি। এক হাতে ধরে রেখেছেন কালো রঙের একটা ধূমায়িত কফির মগ, কিন্তু চুমুক দিচ্ছেন না। মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে ডিন পোলার্ডের কথা ভেবে। ইচ্ছে করছে মগটা ছুঁড়ে মারেন দেয়ালে। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন, বেরিয়ে এলেন অফিস থেকে। করিডোর ধরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন।

আগেই ব্যাপারটা খেয়াল করা উচিত ছিল। গত কয়েক সপ্তাহ থেকে অমনোযোগী দেখা গেছে পোলার্ডকে, কাজে মন বসাতে পারছিল না। তখনই আসলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হননি হাসকি। বরং পোলার্ড যখন সেধে এবারের অ্যাসাইনমেন্ট নিতে চাইল, খুশি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, কঠিন দায়িত্ব কাঁধে চাপলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে লোকটা। অথচ সিদ্ধান্তটা বুমেরাঙের মত আঘাত হেনেছে হাসকিকে। বিমান-সহ গায়েব হয়ে গেছে পোলার্ড। সঙ্গে পাইলট আর এজেন্টসহ পাঁচজন লোক... আর একশো মিলিয়ন ডলার।

হয়েছে কী পোলার্ডের? রওনা হবার আগে বিমানের অবস্থা ব্যক্তিগতভাবে চেক করে দেখার কথা তার, আবহাওয়ার ব্যাপারে

নিশ্চিত হবার কথা, আরোহীদের শরীরতল্লাশি... প্রটোকল তো একটা-দুটো নয়! তারপরও...

করিডোর ধরে দুই বিল্ডিঙের মধ্যবর্তী কনকোর্সে বেরিয়ে এলেন হাসকি। ওকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল অধস্তন এক এজেন্ট, নাম টিল্ম্যান। হাতে একটা ফোল্ডার।

'সরি, স্যর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'রিপোর্টটা পেতে একটু দেরি হয়ে গেছে।'

'কৈফিয়ত রাখো, কী জানতে পেরেছ সেটা শোনাও,' খেঁকিয়ে উঠলেন হাসকি। 'কোথায় আমাদের প্লেন?'

ফোল্ডার খুলে একটা ফ্যাক্সের উপর নজর বোলাল টিলম্যান। বলল, 'টাওয়ার কণ্ট্রোলার বলছে, কোনও ধরনের রেডিও কন্ট্যাক্ট নেই, স্যর। কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট বলছে, ককপিটের ফ্লাইট রেকর্ডার থেকে ট্রেসার সিগনালও ডিটেক্ট করতে পারছে না ওরা।'

'তারমানে ক্র্যাশ করেছে ওটা?'

'আপাতত সেটাই ধারণা করছি আমরা। রকি পর্বতমালার উপরে প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে। সম্ভবত ওটার কবলে পড়েছে।'

'শিয়োর হবার উপায় কী?'

'ঝড় থামার আগে কিচ্ছু করার নেই, স্যর। এখন যদি সার্চ প্লেন পাঠানোও হয়, ওরা গ্রাউণ্ড লেভেলের কিচ্ছু দেখতে পাবে না।'

'লোকেশনটা একজ্যাক্টলি কোথায়?'

ফোল্ডার থেকে একটা ম্যাপ বের করে বৃত্তাকারে চিহ্নিত একটা অংশ দেখাল টিলম্যান। 'ফ্লাইট প্ল্যান অনুসারে এদিকেই কোথাও থাকার কথা ওদের। খুবই বিশ্রী জায়গা। গ্রাউণ্ড লেভেলের কয়েকশো বর্গমাইল জুড়ে পাহাড়-পর্বত ছাড়া আর কিছু নেই।'

'হুম, এয়ার-সার্চ কাজে আসবে না। মাটি থেকে করলে কেমন হয়?'

'ওখানকার বেশিরভাগ জায়গায় কোনও রাস্তাই নেই। তা ছাড়া যেভাবে তুষারপাত হচ্ছে, তাতে বেশিরভাগ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবার কথা।'

কপালের ভাঁজ গভীর হলো হেড কম্পট্রোলারের।

'মি. হাসকি!'

পিছন থেকে ডাক শোনা গেল। ঘাড় ফেরাতে নিজের সেক্রেটারি মেরিকে দেখতে পেলেন হাসকি। সিরিয়াস চেহারার দু'জন লোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

'সরি, স্যর,' কাছে এসে বলল মেরি। 'এঁরা এফবিআই থেকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা বলতে চান।'

'অবাক হচ্ছি না,' মুখ শক্ত করে ফেললেন হাসকি।

'গুড মর্নিং, মি. হাসকি।' দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বাজন হাত বাড়িয়ে দিল। 'আশা করি অসময়ে বিরক্ত করছি না।'

'মোটেই না।' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে করমর্দন করলেন হাসকি। 'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

'আমি এজেন্ট বারকোউইজ,' বলল লোকটা। সঙ্গের জনকে দেখাল। 'ইনি এজেন্ট ডানবার। হারানো বিমানটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'শুনুন, জেন্টলমেন,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বললেন হাসকি, 'বুঝতে পারছি, আপনাদের সহকর্মীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন...'

'উদ্বেগের কারণ আছে, মি. হাসকি,' শীতল গলায় বলল বারকোউইজ। 'জেমিসনকে বেড়াবার জন্য পাঠানো হয়নি ওই বিমানে। ও আসলে গিয়েছিল সার্ভেইলান্সের জন্য।'

'কী!' চমকে উঠলেন হাসকি। চোখাচোখি করলেন

টিলম্যানের সঙ্গে। 'কীসের সার্ভেইলান্স?'

'ব্যুরোতে একটা রিপোর্ট এসেছে—গত কয়েক মাসে ডেনভার থেকে সান ফ্রান্সিসকোতে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের যত ফ্লাইট যাওয়া-আসা করেছে, তার প্রত্যেকটাকেই নাকি বাইরে থেকে মনিটর করা হচ্ছে।'

'কে করছে?'

'ধৈর্য ধরুন, মি. হাসকি,' বলল ডানবার। 'এখুনি সব জানবেন।'

'আপনাদেরকে কিছু না জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়,' বলে চলল বারকোউইজ। 'কারণ পুরো ব্যাপারটাতে ভিতরের কারও হাত আছে বলে সন্দেহ করছি আমরা।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন হাসকি। 'অসম্ভব! আপনারা হাইজ্যাকিঙের কথা ভাবছেন? হতেই পারে না। বিমানে আমার সেরা লোকটা আছে। তা ছাড়া বাক্সগুলোর প্রতিটাতেই ট্রেসার লাগানো আছে; নোটগুলোও অবিনিময়যোগ্য অঙ্কের। চুরি করে কারও কোনও লাভ হবে না।'

'আপনার যুক্তিগুলো এই লোকের বেলায় খাটে না, মি. হাসকি,' শান্ত গলায় বলল ডানবার। হাতে ধরা পোর্টফোলিও থেকে একটা ফাইল বের করে হেড কম্পট্রোলারের হাতে দিল।

উল্টে দেখলেন হাসকি। আট বাই দশ ইঞ্চির একটা ফটোগ্রাফ দেখা যাচ্ছে ভিতরে। ঘোলা, কিন্তু লম্বা-চওড়া অনাকর্ষণীয় চেহারার একজন পুরুষের মুখ ফুটে আছে ছবিতে।

'কে এই লোক?' জানতে চাইলেন তিনি।

'চার্লস রেইন,' বলল বারকোউইজ। 'এর পিছনে বহুদিন থেকে লেগে আছি আমরা, খুব একটা সুবিধে করতে পারছি না। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের প্রাক্তন সদস্য, খুবই ভয়ঙ্কর স্বভাবের...

হাইলি-ট্রেইণ্ড। লোভের বশে নাম লিখিয়েছে মার্সেনারিদের খাতায়। কনফার্মড রিপোর্ট বলছে—দক্ষিণ আফ্রিকায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাইজ্যাকিং করেছে লোকটা, কয়েক মিলিয়ন ডলারের বেয়ারার বণ্ড চুরির অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে। আপনার ওই একশো মিলিয়ন ডলার মুভ করানোর মত ইণ্টারন্যাশনাল কানেকশন আছে ওর, নিশ্চিত থাকতে পারেন। অ্যামাউণ্টটা ওর মত লোভী উন্মাদের জন্য চমৎকার একটা মোটিভও বটে।'

'যিসাস ক্রাইস্ট! আপনাদের ধারণা, আমাদের বিমান গায়েব হয়ে যাবার সঙ্গে ও জড়িত?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল বারকোউইজ।

'ওর একার পক্ষে এতকিছু করা সম্ভব না,' যোগ করল ডানবার। 'তাই আমাদের বিশ্বাস, ট্রেজারি ডিপার্টমেণ্টের কারও সঙ্গে যোগসাজশ আছে রেইনের। ওটাই বের করার চেষ্টা করছিল জেমিসন।'

'এখন কী করতে চান আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন হাসকি।

'বিমানে যারা ছিল, তাদের সবার কমপ্লিট প্রোফাইল দরকার,' জানাল বারকোউইজ। 'ব্যাকগ্রাউণ্ড ইনফরমেশন... ফিনানশিয়াল, পার্সোনাল ডেটা... সব। বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় বের করতে পারলে বিমানটারও খোঁজ পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস আমাদের।'

'বুঝতে পেরেছি।' টিলম্যানের দিকে তাকালেন হাসকি। 'কুইক, সাহায্য করো এঁদের।'

'আসুন আপনারা আমার সঙ্গে।' দুই এফবিআই এজেণ্টকে অফিসের দিকে নিয়ে গেল টিলম্যান।

রেইনের ডোশিয়ে-টা রয়ে গেছে হাসকির হাতে। চোখ বোলাতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল ভয়ঙ্কর লোকটার স্বরূপ।

দুনিয়ার এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে অপারেশন চালায়নি রেইন। কিউবা, ইরাক, সোমালিয়া, হাইতি, ফিলিপাইন... তালিকাটা বিশাল বড়। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিটা অপারেশনেই তার হাতে মারা পড়া লোকের সংখ্যা দুই অঙ্কের নীচে নয়। ডোশিয়েরের এক জায়গায় তাকে খুনে ম্যানিয়াক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে টেরোরিস্ট-চরমপন্থী... সবাই তার ক্লায়েন্ট। বোঝা গেল, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে যে-কারও পক্ষেই কাজ করতে রাজি লোকটা। ন্যায়-নীতি বা আদর্শের বালাই নেই।

কপালে ঘাম জমল হাসকির। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, এই লোকের হাতে যদি একশো মিলিয়ন ডলার পড়ে থাকে, সেটা উদ্ধার করা খুবই কঠিন হয়ে যাবে।

দশ

দেড় হাজার ফুট উঁচু কুগান ব্লাফের দক্ষিণ দেয়াল বেয়ে উঠছে রানা আর টনি। ক্লাইম্বারদের দুঃস্বপ্ন ওটা—একেবারে নব্বুই ডিগ্রি খাড়া, প্রায় মসৃণ বলা চলে। ছোটখাট গর্তগুলোয় কোনোরকমে হাত আটকানো যায়। ওভারহ্যাংগুলো এমনভাবে শূন্যে ঝুলছে যে, হাত ফসকালে সরাসরি পড়ে যাবে নীচে।

স্ট্র্যাপ আর পিটন দিয়ে মেক-শিফট্ স্টিরাপ তৈরি করে

নিয়েছে রানা, দেয়ালে আটকাচ্ছে বোল্ট-গানের মাধ্যমে ফায়ার করে, তারপর তাতে পা আটকে মাকড়সার মত উঠছে উপরে। ওর কয়েক ফুট নীচে থেকে টনিও একই পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

ভয়ানক বেগে বইছে ঝোড়ো বাতাস, চাবুকের মত আঘাত হানছে দুই পর্বতারোহীর গায়ে। বৃষ্টি আর তুষারপাতের কারণে পাহাড়ের গা হয়ে আছে পিচ্ছিল, এগোবার গতি একেবারে মন্থর। একটু পর নতুন বিপদ দেখা দিল—বৃষ্টির পানি জমে গিয়ে পাথরের গায়ে বরফের আস্তর ফেলে দিয়েছে। হাত জমে যেতে চাইছে তার স্পর্শে। মোটা গ্লাভসেও বাধ মানছে না ঠাণ্ডা।

ছোট্ট একটা চাতালের মত জায়গায় পৌঁছে থামল দু'জনে। এবার একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। স্টিরাপ তুলতে তুলতে নীচে উঁকি দিল রানা। সাতশো ফুটের মত উঠে এসেছে। এখনও অর্ধেক দূরত্ব বাকি।

'বেশিক্ষণ বসে থাকা ঠিক হবে না,' টনিকে বলল ও। 'শরীর জমে যাবে। চলো রওনা হই।'

সায় দিল টনি। উঠে দাঁড়াল।

কোমর থেকে বোল্ট গান খুলে নতুন একটা লাইন ফায়ার করল রানা। ওটা ধরে আবার উঠতে শুরু করল দু'জন।

যন্ত্রের মত পাহাড় বাইছে ওরা। অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে, সময় লাগছে প্রচুর, অথচ ওঠার গতি খুবই মন্থর। পা আর হাতের পেশি টন টন করছে ব্যথায়। কতটা সময় পেরুচ্ছে, কিচ্ছু বলতে পারবে না। শক্তি ফুরিয়ে আসছে, তবে হার মানল না রানা। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যত কষ্টই হোক, থামবে না। ব্লাফের মাথা যখন মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে, মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে। বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো ও, পেশিগুলো সাড়া দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর লাইনটা দু'হাতে ধরে একটু একটু করে উঠে এল। পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক

খুলে গড়ান দিয়ে পাহাড়ের ডগায় চিত হয়ে পড়ল ও, চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। একটু পর টনিও উঠে এসে শুয়ে পড়ল পাশে।

ধাতস্থ হতে পুরো দশ মিনিট লাগল ওদের। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতেই উঠে দাঁড়াল আবার, তাকাল এদিক-ওদিক। ঢালু একটা অংশ রয়েছে সামনে, ওটা ধরে মালভূমিতে পৌঁছুতে হবে। দেরি করল না। ন্যাপস্যাক আবার পিঠে ঝুলিয়ে এগোল ওদিকে।

'আসছে ওরা!'

ব্লাফের ডগায় বিনকিউলার তাক করে রেখেছে ম্যাকার্থি। পাশে ল্যাম্পার্ট। ঢালের মাথায় গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে আছে ওরা। কালচে দুটো আকৃতিকে উঠে আসতে দেখল। মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ, তারপর ঢালের দিকে এগোতে শুরু করল।

মাইক্রোফোন মুখের কাছে আনল ম্যাকার্থি।

'বস্? শুনতে পাচ্ছ? ওরা আসছে।'

'বুঝতে পেরেছি,' ওপাশ থেকে বলল রেইন। 'ভালমত অভ্যর্থনা জানাও।'

হাঁপাচ্ছে সে। ব্যাপার কী, সিনথিয়ার সঙ্গে সম্ভোগ করছে নাকি? কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাকার্থি। কিছুই বলা যায় না। বসের রক্ত একটু বেশি গরম, যখন-তখন সিনথিয়ার উপর চড়াও হবার অভ্যেস আছে। মেয়েটাকেও কখনও আপত্তি করতে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই অন্যদের চেয়ে টাকার ভাগ বেশি পাবে এ-জন্যে।

তা নিয়ে খেদ নেই ম্যাকার্থির মনে। নিজে যেটুকু পাবে, তা-ই যথেষ্ট। জুয়া খেলে অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে। সেগুলো শোধ দিয়ে বাকি টাকায় একটা দামি গাড়ি কিনবে। যে-পেশায় নেমেছে, তাতে দীর্ঘায়ু হবার সম্ভাবনা কম। যে-ক'দিন বাঁচবে,

আমোদ-ফুর্তি করে যেতে চায়।

হেডসেট খুলে ব্যাকপ্যাকে ভরে ফেলল ম্যাকার্থি। জ্যাকেটের চেইন সামান্য খুলে হেলান দিল গাছের গায়ে। বিনকিউলারের কাঁচ মুছতে শুরু করল রুমাল দিয়ে। চকিতের জন্য ক্র্যাশ করা বিমানের দিকে তাকাল। বেশ দূরে ওটা। এখান থেকে ঠিকমত দেখা যায় না।

'কী ভাবছ?' পাশ থেকে জানতে চাইল ল্যাম্পার্ট। 'ওখানে ফুর্তি চলছে কি না?'

'চললে অবাক হবার কিছু নেই,' নিরাসক্ত গলায় বলল ম্যাকার্থি। 'মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে বসের। খুনোখুনি বা সেক্স ছাড়া মাথা ঠাণ্ডা হবে না। খুন তো করতে পারছে না কাউকে, সেক্সই ভরসা।'

'শালা অসুস্থ!' থুতু ফেলল ল্যাম্পার্ট।

'শালীও,' হাসল ম্যাকার্থি। চোখ ফেরাল ঢালের দিকে। অনেকটা উঠে এসেছে দুই উদ্ধারকারী।

'গেট রেডি,' ল্যাম্পার্টকে বলল সে। 'আসল খেলা শুরু হবে এবার।'

মালভূমির ঢাল বেয়ে স্বচ্ছন্দে উঠতে পারছে রানা আর টনি, পিক-হ্যামার বা দড়ির প্রয়োজন হচ্ছে না। পিঠের বোঝাগুলো না থাকলে আরও দ্রুত এগোতে পারত।

পনেরো মিনিট পরে মালভূমির কিনারায় উঠে এল ওরা। সামনে চোখ বুলিয়ে যা দেখল, তার জন্য তৈরি ছিল না। তুষারের গায়ে গভীর খাদ, আর ভেঙেচুরে পড়ে থাকা গাছপালা। ক্র্যাশ হওয়া বিমানটাও দেখতে পেল খুব শীঘ্রি।

কপালে ভাঁজ পড়ল রানার।

'হোয়াট দ্য হেল...' বিড়বিড় করে উঠল টনি।

পরমুহূর্তে অস্ত্র কক হবার শব্দে জমে গেল দু'জনে।

'উল্টো ঘোরো,' কর্কশ গলায় পিছন থেকে নির্দেশ এল। 'হাত উপরে।'

হ্যাণ্ডস্ আপ করে ধীরে ধীরে ঘুরল রানা আর টনি। ওদের দিকে অটোমেটিক রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষ চেহারার দু'জন লোক। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ওদেরকে জরিপ করে নিল রানা—বুঝতে পারল, কঠিন মাল। শারীরিক গঠন আর অস্ত্র ধরার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে—পাক্কা প্রফেশনাল। অ্যামেচার নয়।

'এসবের মানে কী?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল টনি।

'আমাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'মে-ডে সিগন্যাল দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে ফাঁদের ভিতর।'

'কিন্তু কেন?'

'জানি না।'

'কোনও কথা নয়!' ধমকে উঠল ল্যাম্পার্ট। 'প্লেনের দিকে হাঁটো।'

উপায়ান্তর না দেখে আদেশটা মেনে নিল রানা। বেকায়দায় পড়ে গেছে, আপাতত কিছু করার নেই। অস্ত্র নেই ওর সঙ্গে—ক্লাইম্বিঙে এসেছে, এখানে পিস্তল নেহায়েতই বাহুল্য... একটা বাড়তি বোঝা ছাড়া কিছু নয়—তাই রেখে এসেছে গাড়িতে। খালি হাতে সশস্ত্র দু'জন প্রফেশনাল ক্রিমিনালের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।

টনিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। দশ ফুট পিছনে থেকে ওদেরকে অনুসরণ করল দুই অস্ত্রধারী। নিরাপদ দূরত্ব বজায়

রাখছে, কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না। মনে মনে প্রার্থনা করল রানা, লোকদুটো যেন হোঁচট খায়। তা হলে একটা সুযোগ পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

কিন্তু হোঁচট খেল না ম্যাকার্থি বা ল্যাম্পার্ট। অস্ত্রের মুখে দুই বন্দিকে নিয়ে গেল বিমানের কাছে। ওদেরকে দেখতে পেয়ে ভাঙা ফিউজেলাজের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রেইন আর সিনথিয়া। পোলার্ড, সানচেজ আর লোগান আগে থেকেই অপেক্ষা করছে বাইরে। রানা আর টনি পৌঁছুতেই দক্ষ হাতে শরীরতল্লাশি করা হলো। কেড়ে নেয়া হলো ব্যাকপ্যাক আর ক্লাইম্বিং গিয়ার থেকে শুরু করে সবকিছু।

তীক্ষ্ণ চোখে দুই উদ্ধারকারীকে দেখল রেইন। প্রথম দর্শনেই তামাটে চামড়ার যুবকটিকে অপছন্দ করল। ঝামেলার গন্ধ পেল তার মধ্যে। রানার ভিতরেও একই অনুভূতি কাজ করছে। মানুষ চেনে ও। রেইনকে দেখেই বুঝতে পারল, এই লোক অতিমাত্রায় বিপজ্জনক আর নিষ্ঠুর। নিজের অজান্তেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হলো ওরা।

অস্বস্তি কাটিয়ে মুখে হাসি ফোটাল রেইন। বলল, 'তোমাদের দেখে বড় খুশি হয়েছি। কিন্তু চপারটা কোথায়?'

এক পা এগিয়ে এল টনি। রাগী গলায় বলল, 'এখানে হচ্ছেটা কী? কেন বন্দি করা হয়েছে আমাদেরকে?'

জবাব না দিয়ে ওর জ্যাকেট খামচে ধরল রেইন। ছুঁড়ে ফেলল ফিউজেলাজের উপর। ব্যথায় ককিয়ে উঠল টনি। মুখোমুখি এসে ওর কণ্ঠার উপরে নিজের ডান হাত আড়াআড়িভাবে রাখল দস্যুনেতা, চাপ দিল মৃদু। চাইলে শ্বাসনালী ভেঙে দিতে পারবে। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করল টনি।

বন্ধুকে সাহায্য করতে এগোতে চাইল রানা, কিন্তু দু'পাশ থেকে ওকে জাপটে ধরে ফেলল ম্যাকার্থি আর ল্যাম্পার্ট। সিনথিয়া একটা পিস্তল বের করে তাক করল ওর দিকে।

'স্টপ! ডোণ্ট ট্রাই টু বি আ হিরো,' শীতল গলায় হুমকি দিল মেয়েটা।

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার,' রেইন বলল। 'প্রশ্ন যা করার, আমি করব। আমার কথামত চলতে হবে তোমাদেরকে। ক্লিয়ার?'

রাগ চাপা দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, টনিকেও ইশারা করল মেনে নিতে। আপাতত প্রাণ বাঁচানো দরকার। পরে সুযোগ বুঝে শায়েস্তা করা যাবে লোকগুলোকে।

'ঠিক আছে,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল টনি। 'আপনার কথামতই হবে সব।'

'গুড,' বলল রেইন। 'তো... যা জানতে চাইছিলাম—চপারটা কোথায়?'

'এই আবহাওয়ায় ওটা উড়তে পারছে না,' উত্তর দিল রানা।

'তোমাদের কেউ কি চপার পাইলট?'

'না,' মিথ্যে বলল রানা। হেলিকপ্টার চালাতে জানে ও, কিন্তু এখুনি সেটা ওদেরকে বলে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছে না।

ওদের দিকে এগিয়ে এল পোলার্ড। 'তোমরা এখানকার মাউণ্টেইন রেসকিউ টিমের লোক তো?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল রানা। ওর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করার ঝামেলায় গেল না।

'তোমাদের পিছনে আর কেউ আসছে?' জিজ্ঞেস করল রেইন।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টনি।

'হুম,' গম্ভীর হয়ে গেল রেইন। 'নাম কী তোমাদের?'

'রানা আর টনি।'

জবাব দিতে দিতে চকিতে আশপাশ দেখে নিল রানা। টাকমাথা লোকটা ওর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, বাকিদের মত ট্রেইনড্ যোদ্ধা নয় সে। চাইলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়; জিম্মি করে উল্টে দেয়া যায় পাশার ছক। একা থাকলে তা-ই করত। কিন্তু এ-মুহূর্তে টনি থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না। শত্রুদের একজনকে ও জিম্মি করলে টনিকেও পাল্টা জিম্মি করবে ওরা।

'রানা-টনি,' বলল পোলার্ড। 'তিনটে বাক্স হারিয়েছি আমরা।'

'কীসের বাক্স?' জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল রেইন। 'খুব সাধারণ। জামা-কাপড়, জুতো-মোজা, আণ্ডারওয়্যার... আর একশো মিলিয়ন ডলার আছে ওতে। ভাগ্য ভাল যে পোলার্ড ওগুলোর সঙ্গে ট্র্যাকিং ডিভাইস ফিট করে রেখেছে।'

'আমার নাম উচ্চারণ কোরো না!' তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল পোলার্ড।

দস্যুনেতার দৃষ্টি বদলে যেতে দেখল রানা। বিদ্রূপ সরে গিয়ে নিখাদ ঘৃণা ফুটে উঠল সেখানে। পোলার্ডের ভিতরেও দুর্দমনীয় আক্রোশ টগবগ করছে। বোঝা গেল, পরস্পরকে সহ্য করতে পারছে ওরা। খুব শীঘ্রি বিস্ফোরণ ঘটবে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল রেইন। তারপর ইশারা করল দুই বন্দিকে।

'ভিতরে ঢোকো।'

ফিউজেলাজের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো রানা আর টনিকে।

পিছু পিছু ঢুকল দুর্বৃত্তরা। ককপিট থেকে একটা ম্যাপ নিয়ে এল সিনথিয়া। বিছাল কেবিনের মেঝেতে।

'তোমার যন্ত্র চালু করো,' ট্রেজারি এজেন্টকে বলল রেইন।

চামড়ার খাপ থেকে ট্র্যাকিং মনিটর বের করল পোলার্ড। সুইচ চাপল। স্ক্রিন জ্যান্ত হয়ে উঠলে পাসওয়ার্ড ঢোকাল। একটু পরেই থ্রি-ডাইমেনশনাল একটা ইমেজ ফুটে উঠল পর্দায়। পর্বতমালার একটা অংশ দেখাচ্ছে। ওটার তিন জায়গায় জ্বলছে-নিভছে তিনটে লাল বিন্দু। স্ক্রিনের কোণে কো-অর্ডিনেটস্ও ভেসে উঠেছে।

'ভাল করে দেখো,' দুই বন্দির উদ্দেশে বলল রেইন। 'ম্যাপ আর মনিটর—দুটোই। লোকেশনগুলো চিনতে পারছ?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা আর টনি। ম্যাপে চোখ বোলাল। কিন্তু কিছু বলল না।

'চোখে চোখে কী কথা বললে, বুঝতে পারছি,' বলল রেইন। 'কথা বলবে না... মন্দ লোককে সাহায্য করবে না... এই তো? খুব ভাল। নীতিবান লোকের মতই আচরণ হবে ওটা। কিন্তু তোমাদের একটা কথা মনে করিয়ে দেয়া দরকার। যদি লোকেশনগুলো না চিনতে পারো, তা হলে তোমরা আমার কোনও কাজে আসবে না। আর অকেজো জিনিস ধ্বংস করে ফেলাই উত্তম বলে মনে করি আমি। কী বলো, পোলার্ড?'

ধাম্ করে বাল্কহেডের গায়ে ঘুসি বসাল ট্রেজারি এজেন্ট। 'আমার সঙ্গে লাগতে এসো না, রেইন!'

মুচকি হাসি ফুটল রেইনের ঠোঁটে। 'লাগতে আসব না? এজেন্ট পোলার্ড, এখনও তো কিছুই শুরু করিনি।'

পিস্তল বের করে দুই বন্দির পিছনে গেল সে, হাত রাখল দু'জনের কাঁধে। লোকটার বুড়ো আঙুলের নড়াচড়া অনুভব করল রানা, পরমুহূর্তে ক্লিক করে উঠল পিস্তলের হ্যামার।

'এখনও জবাব পাইনি আমি,' বলল রেইন। 'লোকেশনগুলো চিনতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'গুড!' কাঁধ থেকে সরে গেল রেইনের হাত। 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

এগারো

প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে হেলে রয়েছে পাহাড়ি ঢাল, এখানে ওখানে বেরিয়ে আছে ছোট-বড় পাথরের মাথা। কানের কাছে অবিরাম গর্জে চলেছে বাতাস, পুরোদস্তুর তুষারপাত শুরু হয়েছে। এর মাঝ দিয়ে একসারিতে এগিয়ে চলেছে ছোট্ট দলটা। ওদেরকে ঠেকানোর জন্যই যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে প্রকৃতি।

একেবারে সামনে রয়েছে রানা আর টনি। তারপর রেইন, বাকিরা অনুসরণ করছে ওদেরকে। কিছুক্ষণ পর পর পাহাড়ি দেয়ালে পিটন বসাচ্ছে রানা, ক্যারাবিনার ক্লিপের সাহায্যে তার সঙ্গে আটকাচ্ছে গাইড রোপ। এ-ধরনের আবহাওয়া আর পাহাড়ি পথে সতর্কতা না নিলেই নয়। কিন্তু এসবে অভ্যস্ত নয় দুর্বৃত্তরা। রানাকে থামতে দেখলেই বিরক্ত হয়ে উঠছে। গাল দিচ্ছে পিছন থেকে।

একমাত্র ব্যতিক্রম রেইন। অভিযোগ-অনুযোগ নেই তার

ভিতর, বরং তার চেহারা দেখে মনে হতে পারে—পরিবেশটা উপভোগ করছে।

'যত দ্রুত টাকাগুলো খুঁজে বের করতে পারবে, তত বড় ফাইণ্ডারস্ ফি পাবে তোমরা,' একটু পর গলা চড়িয়ে বলল সে।

ওটা কী হতে পারে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই রানার মনে। মৃত্যু!

এটা পরিষ্কার—এরা বড় ধরনের কোনও ক্রাইম ঘটিয়ে এসেছে। একশো মিলিয়ন ডলার নিশ্চয়ই সেটারই ফলশ্রুতি। বিমান ক্র্যাশ করেছে, তারমানে ঘটনাটা ঘটেছে আকাশে। ডলার-ভর্তি বাক্সগুলো আকাশ থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের মাঝে। ওগুলো হাতে পাবার পর ওকে বা টনিকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও কারণ নেই। জাত-ক্রিমিনাল কখনও পিছনে সাক্ষী রেখে যায় না।

পাহাড়ের যত উপরে উঠল, ততই নেমে এল তাপমাত্রা। আবহাওয়া বিরূপ হতে থাকল আরও। ইচ্ছে করেই দ্রুত এগোচ্ছে রানা, শয়তানগুলোকে যতটা পারে ভোগান্তিতে ফেলতে চায়। ওদেরকে ক্লান্ত করতে পারলে হয়তো একটা সুযোগ পাওয়া যাবে পালানোর। আপাতত ঈগল পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে। ট্র্যাকিং মনিটরের কো-অর্ডিনেটস্ অনুসারে প্রথম বাক্সটা ওখানে পড়েছে।

দু'ফুট চওড়া একটা কার্নিসে পৌঁছুনোর পর যাত্রা সহজ হয়ে এল। পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে উপরদিকে উঠে গেছে ওটা। পর্বতশৃঙ্গটা বরফের মুকুটে ঢাকা, সেই বরফ মাথার উপর ঝুঁকে ছাতের মত সৃষ্টি করেছে—বাঁচাচ্ছে তুষারের আঘাত থেকে।

পয়েন্টের কাছাকাছি পৌঁছে থামল দলটা। উপরদিকে যাবার রাস্তা নেই আর। পাহাড়ের দেয়াল এখানে খাড়া হয়ে গেছে। বাক্সের কাছে পৌঁছুতে হলে ক্লাইম্বিং করতে হবে।

ট্র্যাকিং মনিটর দেখে নিল পোলার্ড। রিপোর্ট দেবার সুরে জানাল, 'আমাদের ঠিক মাথার উপরে আছে বাক্সটা।'

ওয়াকি-টকি জ্যান্ত হয়ে উঠল এই সময়। শোনা গেল আইভির পরিচিত কণ্ঠ।

'টনি... কাম ইন, টনি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কোথায়?'

টনির কোমর থেকে ওয়াকি-টকিটা খুলে নিল রেইন। বলল, 'তুমি টনি?'

মাথা ঝাঁকাল টনি।

কানের কাছে ওয়াকি-টকি তুলল রেইন। 'সুন্দর গলা। কে মেয়েটা? তোমার গার্লফ্রেণ্ড?'

'না। সহকর্মী।'

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রেইন। 'আহারে, গার্লফ্রেণ্ড হলে কতই না ভাল হতো! এনিওয়ে, এখানেই থাকো। আর তুমি...' রানার দিকে ইশারা করল, 'রানা না কী যেন নাম... যাও, উপরে গিয়ে আমাদের বাক্সটা নিয়ে এসো।'

'এদিককার পাহাড় আমার মত ভাল করে চেনে না ও,' প্রতিবাদ করল টনি।

'তা হলে চিনে নেয়ার এটাই সুযোগ,' নির্বিকার গলায় বলল রেইন। 'যাও!'

লোগান অস্ত্র তাক করে রাখল, রানাকে বুটের তলায় ক্র্যাম্পন পরতে সাহায্য করল টনি। বলল, 'হ্যাণ্ডহোল্ডগুলো খুব পিচ্ছিল হবে, সাবধানে থেকো। আর ওই ওভারহ্যাং-টার দিকে নজর রেখো।' ইশারায় একশো ফুট উপরে মুখ ব্যাদান করে থাকা একটা বরফের তাল দেখাল। 'যে-কোনও মুহূর্তে ওটা খসে পড়তে পারে।'

দেখল রানা। ভুল বলেনি টনি। বরফের পিণ্ডটা কোনোরকমে ঝুলছে পাহাড়ের গায়ে। ঝেড়ে একটা লাথি মারলে নীচে পড়ে যাবে।

এগিয়ে এসে টনির পিঠে একটা খোঁচা মারল ম্যাকার্থি। 'অ্যাই, ফুসুর-ফাসুর বন্ধ করো। কাজ দেখতে চাই আমরা।' রাইফেলের নল ঠেকাল রানার থুতনির নীচে। 'ওভারহ্যাঙের ধারেকাছে যাবে না, বুঝেছ? ওটা খসাবার চেষ্টা করলে তোমাকেই খসিয়ে ফেলব আমি।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রেইন। 'যথেষ্ট ইন্সট্রাকশন দেয়া হয়েছে। রানা, উঠতে শুরু করো।'

'বোল্ট গান আর আইস-অ্যাক্সটা দরকার হবে আমার,' শান্ত কণ্ঠে চাহিদা জানাল রানা।

'কিচ্ছু দিয়ো না ওকে,' বলল ম্যাকার্থি।

কাঁধ ঝাঁকাল রেইন। 'আমার ডিফেন্স সেক্রেটারির মতামত শুনলে তো?'

'ইন্স্যুরেন্স হিসেবে ওর জ্যাকেটও খুলে নাও,' পরামর্শ দিল পোলার্ড।

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টনি। 'ঠাণ্ডায় জমে যাবে ও।'

'নিজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাও, টনি,' বলল রেইন। 'আমাকে বড্ড বিরক্ত করছ তুমি। বিরক্তিকর লোকজনের আয়ু কমাই আমি।' রানার দিকে তাকাল। 'জ্যাকেট খুলে ফেলো।'

আপত্তি করল না রানা। জ্যাকেট খুলে তুলে দিল ম্যাকার্থির হাতে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উপর হামলা করল ঠাণ্ডা বাতাস।

'ব্যাকপ্যাকও খালি করো,' নির্দেশ দিল রেইন। 'টাকাগুলো ওটায় ভরতে হবে তোমাকে।'

চেইন খুলে ব্যাকপ্যাক উপুড় করল রানা। দড়ির গোছা,

স্পেয়ার পিটন, ক্ল্যাম্প, আইস হ্যামার... সব বের করে ফেলল।

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল রেইন। ম্যাকার্থিকে বলল, 'দড়িটা ওর পায়ে বাঁধো। শেকল না পরিয়ে কুকুরকে ছেড়ে দিতে নেই।'

উপরদিকে তাকাল রানা, কেঁপে উঠল। ঠাণ্ডায় এবং শঙ্কায়। বুঝতে পারছে, কঠিন একটা পরীক্ষা দিতে হবে ওকে এখন।

ওর কানের কাছে ফিসফিস করল টনি, 'আমার কথা ভুলে যাও। পারলে পালিয়ে যেয়ো উপর থেকে।'

'তুমি পালাতে?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল রানা।

নিরুত্তর রইল টনি।

দড়ি বাঁধা শেষ হয়েছে। ধাক্কা দিয়ে রানাকে দেয়ালের কাছে পাঠাল ম্যাকার্থি।

'রানা,' বলল রেইন। 'তোমার ফার্স্ট নেম কী?'

'মাসুদ।'

'মাসুদ রানা?' ভুরু কোঁচকাল রেইন। 'নামটা শুনেছি কোথাও আগে।' শ্রাগ করল। 'এনিওয়ে, রওনা হবার আগে তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার। পালানোর চেষ্টা কোরো না, তাতে লাভ নেই। ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবে। শুধু তা-ই না, বিশ মিনিটের ভিতর যদি ফিরে না আসো, তোমার বন্ধুকে এখান থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দেব আমরা। ঠিক আছে?'

বিষ মাখানো দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রানা। তারপর দেয়ালের দিকে ফিরল। নাগালের মধ্যে একটা খাঁজ খুঁজে নিয়ে হাতের মুঠো আটকাল, উঠতে শুরু করল উপরে।

টনি মিথ্যে বলেনি, সত্যিই ক্লিফটা অত্যন্ত পিচ্ছিল। খালি হাতে ক্লাইম্বিঙের অভ্যেস আছে রানার, কিন্তু তা ভাল আবহাওয়ায়। এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বার বার মুঠো পিছলে যেতে চাইছে। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে আঙুলের ডগা আর

হাতের পেশিতে। বাড়তি উপদ্রব হয়ে দেখা দিয়েছে ঠাণ্ডা। জ্যাকেট খুলে ফেলায় শরীরের প্রতিটা জয়েন্ট টনটন করছে।

পঞ্চাশ ফুট উঠতেই শক্তি ফুরিয়ে এল। এখন পর্যন্ত কোনও চাতাল পায়নি। শুধু খাঁজ আর ফাটল, ওতে হাত-পা বাধিয়ে উপরে ওঠা যায়, কিন্তু থেমে বিশ্রাম নেয়া যায় না। বিকল্প হিসেবে ওঠার গতি মন্থর করল, তাতে যদি পেশিগুলো একটু বিরতি পায়।

ওর অগ্রগতি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারল না রেইন। নীচ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! কী করছ তুমি?'

'যা পারছে, করছে,' রাগী গলায় বলল টনি। 'কোনও ইকুইপমেন্টই তো দাওনি। অন্তত চেঁচামেচি করে ওর মনোযোগ নষ্ট কোরো না।'

বরফের মাঝে একটা ফাটলে হাত ঢোকাল রানা, শরীরকে টেনে তুলল দু'ফুট। মাথা দপ্ দপ্ করছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। হাতের মুঠোর সমান একটা পাথর দেখতে পেয়ে তাতে পা রাখল, চাপিয়ে দিল ওজন। হাতদুটোকে বিশ্রাম দিল।

বুটের তলায় নড়ে গেছে ক্র্যাম্পন, টেনেটুনে ঠিকঠাক করে নিল। বড় করে শ্বাস নিল কয়েক দফা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আড়ষ্টতা দূর করবার প্রয়াস চালাল। প্রতি মুহূর্তে কঠিন হয়ে যাচ্ছে ক্লাইম্ব। পায়ে বাঁধা দড়িটাও একটা বোঝা। বাড়তি অন্তত পাঁচ পাউণ্ড ওজন যোগ করেছে ওটা।

শ্বাস-প্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। এরপর নতুন খাঁজ খুঁজে বের করল। একটার পর একটা। তাতে হাত-পা বাধিয়ে আবার এগোতে শুরু করল। ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করছে; উপেক্ষা করছে শরীরের ব্যথা-বেদনা। দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গেছে; শুধু উপরে ওঠার দিকে মনোযোগ।

অনেকক্ষণ পর একটা মরা শিকড় দেখতে পেল। বড় একটা চাতালের কিনার থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওটা আঁকড়ে ধরল ও। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে এল চাতালের উপর। জায়গাটা বরফে ঢাকা, কিন্তু পরোয়া করল না। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে।

বিশ্রাম নেবার পর উপুড় হলো রানা। হামাগুড়ি দিয়ে চাতালের কিনারে গেল, উঁকি দিল নীচে। কারও চেহারা চেনা যাচ্ছে না এতদূর থেকে। কিন্তু হাত নাড়া দেখে রেইনকে আলাদা করতে পারল। ওকে তাড়া দিচ্ছে লোকটা।

ঘামে ভিজে গেছে রানার শার্ট। কিন্তু সেই ঘামও ভীষণ ঠাণ্ডা। শরীরে কাঁপুনি তুলছে। উঠে দাঁড়াল ও। নজর বোলাল চারপাশে। চাতালের এক পাশে, বরফের মাঝে কালচে একটা আকৃতি চোখে পড়ল। ওদিকে এগিয়ে গেল ও।

না, ভুল নেই। কালো রঙের একটা বাক্স ওটা। আড়াই ফুট দৈর্ঘ্য, দেড় ফুট প্রস্থ, এক ফুট গভীর। খাঁজ কাটা, ধাতব বহিরাবরণ। আছাড় খেয়ে তুবড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে বরফে। দেখতে সুটকেসের মত। হাতল আছে। হাতলের পাশে, ডালার গায়ে রয়েছে ইলেকট্রনিক লক—লাল বাতি জ্বলছে।

কাছ থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিল রানা। ওটা দিয়ে আঘাত হানতে শুরু করল তালার উপরে। একটু পরেই ভেঙে গেল ওটা। খুলে গেল ডালা।

শিস দিয়ে উঠল রানা। ভুলে গেল শীত আর শারীরিক বেদনার কথা।

বাক্সের ভিতরে থরে থরে সাজানো আছে অসংখ্য ডলারের বাণ্ডিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত ওগুলোর উপরে হাত বোলাল ও।

পরমুহূর্তে চমকে উঠল।

পায়ের দড়িতে টান পড়তে শুরু করেছে!

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভূপাতিত হলো ও। দড়ির টানে পিছলাতে শুরু করল চাতালের কিনারের দিকে। কয়েক মুহূর্তের ভিতর পড়ে যাবে নীচে!

বারো

অস্থিরভাবে ক্লিফের গোড়ায় পায়চারি করছে পোলার্ড। টাকের উপর জমা বরফ মোছার জন্য থামল একটু।

'ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি,' বলে উঠল গম্ভীর কণ্ঠে।

'টাকা নিয়ে পালাবে ভাবছ?' বলল সানচেজ। 'কোনও লাভ নেই। ওই ডলার কোত্থাও ভাঙাতে পারবে না ও।'

'টাকার কথা বলছি না,' বলল পোলার্ড। 'হিরোগিরি নিয়ে ভয় পাচ্ছি। পালিয়ে গিয়ে কাউকে খবর দিতে পারে। আমাদের ধরিয়ে দিতে পারলে নামডাক হবে ওর। টাকার চেয়ে খ্যাতির লোভ কোনও অংশে কম নয়।'

টনির দিকে তাকাল রেইন। 'তুমি তো ওকে ভালমত চেনো, টনি। কী মনে হয়, পালাবে?'

নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল টনি। 'অসম্ভব। মাসুদ রানা পালাবার

বান্দা নয়।'

'নামটা খুব খোঁচাচ্ছে আমাকে,' অস্বস্তিভরে বলল রেইন। 'কোথায় শুনেছি, বলো তো?'

'আমি কীভাবে বলব?'

সানচেজের দিকে ফিরল রেইন। 'তুমি কখনও শুনেছ?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল সানচেজ। 'রানা নামটা পরিচিত। মেক্সিকো সিটির একটা ডিটেকটিভ এজেন্সির সাইনবোর্ডে দেখেছি সম্ভবত। আমি শিয়োর না।'

আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেইনের চোখ। 'দ্যাটস্ রাইট! রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। ডিরেক্টরের নাম মাসুদ রানা। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে থাকার সময় ওর ফাইল দেখেছি আমি। সেজন্যেই চেনা চেনা লাগছিল। দাঁড়াও... স্রেফ ইনভেস্টিগেটর না, ও আসলে...' বাক্যটা শেষ না করেই থমকে গেল সে। 'শিট্! এ তো যেন-তেন লোক না!' ঝট্ করে ফিরল টনির দিকে। 'তোমরা মিথ্যে কথা বলেছ। মাসুদ রানা মাউন্টেইন রেঞ্জার টিমের কেউ না!'

'কী এসে-যায় তাতে?' বলল টনি। 'তোমরা রেসকিউয়ার চেয়েছ। ও এসেছে।'

'কথা ঘুরিয়ো না!' খ্যাপাটে গলায় বলল রেইন। 'রানা এখানে কী করছে?'

'ছুটি কাটাতে এসেছে। তোমাদের ডিসট্রেস কল্ যখন রিসিভ করি, ও তখন আমার সঙ্গে ছিল। সাহায্য করতে এসেছে। সমস্যা কোথায়?'

'অনেক বড় সমস্যা। তোমার বন্ধু একটা ডেঞ্জারাস লোক।'

হেঁটে ম্যাকার্থির পাশে গিয়ে দাঁড়াল রেইন। রানার পায়ে বাঁধা দড়িটা টানটান করে ধরে রেখেছে সে।

'দু'জন গাইডের প্রয়োজন নেই আমাদের,' বলল দস্যুনেতা। 'বিশেষ করে একজন যেহেতু আমাদের জন্য ঝামেলা ডেকে আনতে পারে। নীচে নামামাত্র রানাকে খতম করে দিয়ো।'

কথাটা শোনামাত্র উপরদিকে মাথা তুলল টনি। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল, 'রানা! নীচে নেমো না! ওরা তোমাকে খুন করবে!'

ওর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সানচেজ। প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকল টনির মুখে। ক্লিফের দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল টনি। ককিয়ে উঠল ব্যথায়। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। দম ফিরে পেতেই আবার চেঁচাতে শুরু করল।

'রানা! নীচে নেমো না!'

রাইফেলের বাট দিয়ে ওর পেটে আঘাত হানল সানচেজ। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল টনি। ওর পিঠের উপর এক পা তুলে দিল মেক্সিকান, চাপ দিয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য করল।

দাঁত খিঁচিয়ে ম্যাকার্থিকে নির্দেশ দিল রেইন, 'দড়ি টানো। হারামজাদাকে ফেলে দাও নীচে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সর্বশক্তিতে দড়ি টানতে শুরু করল ম্যাকার্থি।

'না!' চিৎকার করে উঠল টনি।

কাছে এসে ওর বুকে লাথি মারল রেইন। খাবি খেতে শুরু করল বেচারা।

'মুখ বন্ধ রাখো, টনি,' হিংস্র গলায় বলল দস্যুনেতা। 'ভেবো না, কিছু হারাবার নেই তোমার। পরিবার-পরিজন আর বন্ধুবান্ধবকে খুঁজে বের করতে জানি আমি।' হাতের ওয়াকি-টকি নাড়ল। 'যদি আর একটা শব্দ করো, তা হলে এই মেয়েটাকে খুব বিশ্রীভাবে মরতে দেখবে।'

স্থির হয়ে গেল টনি। শুধু হুমকির জন্য নয়, লাথি-গুঁতো খেয়ে

দমও ফুরিয়ে গেছে। রক্ত আর বরফ মিশে বিজাতীয় একটা স্বাদ অনুভব করছে মুখে। নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, দড়িটা টেনে চলেছে ম্যাকার্থি।

আচমকা থেমে গেল সে। ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে গেছে দড়ি। আর নামছে না।

'থামলে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল রেইন।

'দড়িটা আটকে গেছে, বস্,' বলল ম্যাকার্থি।

'আটকায়নি। আটকে রেখেছে। ল্যাম্পার্ট, সাহায্য করো ম্যাকার্থিকে। দু'জনে টানলে আর আটকে রাখতে পারবে না রানা। কুইক!'

তাড়াতাড়ি ম্যাকার্থির দিকে এগিয়ে গেল ল্যাম্পার্ট।

পিছলাতে পিছলাতে টনির চিৎকার শুনতে পেল রানা, ওকে নীচে নামতে মানা করছে। বিভ্রান্ত বোধ করল, ব্যাটারা হঠাৎ পাগল হয়ে গেল কেন? এখনও তো নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করেনি ও। অন্তত আরও দশ-বারো মিনিট হাতে আছে ওর।

কিন্তু ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। দড়ির টানে সড় সড় করে কিনারার দিকে ছুটে যাচ্ছে ও। ঠেকাতে না পারলে নীচে পড়ে ছাতু হয়ে যেতে হবে।

ইন্সটিঙ্কটের বশে সোজা হলো রানা, চট্ করে বসে পড়ল। দুই গোড়ালি ঠেকাল বরফে। কাঁটাসদৃশ ক্র্যাম্পন তাতে গেঁথে গেল চোখের পলকে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল পিছলানো। স্কিড ঠেকানোর বেসিক কৌশল এটা।

গোড়ালির উপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল ও, দড়ির বাঁধন বুট ভেদ করে চামড়ায় বসে যেতে চাইছে। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথা সহ্য করল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর সামান্য বিরতি পড়ল টানে।

ম্যাকার্থি সম্ভবত দ্বিতীয় কাউকে ডাকছে দড়ি টানার জন্য। দ্রুত হাত চালাল রানা, বাঁধন খুলে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। গিঁঠ শক্ত হয়ে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে একটা ক্র্যাম্পন খুলে ফেলল বুটের তলা থেকে। কাঁটাঅলা অংশটা দিয়ে কোপ দিতে শুরু করল দড়ির গায়ে। কেটে ফেলতে হবে বাঁধন, নইলে বাঁচার উপায় নেই।

ছিঁড়তে শুরু করল দড়ি। কিন্তু পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হবার আগেই নতুন করে টান শুরু হলো। এবার আগের চাইতে জোরে। কমপক্ষে দু'জন টানছে নীচ থেকে। স্থির থাকতে পারল না রানা। এক পায়ের ক্র্যাম্পন খুলে ফেলেছে, অন্য পা দিয়ে বরফে আটকে থাকা সম্ভব নয়, বিশেষ করে দু'জনের টানের মুখে। আবার পিছলাতে শুরু করল। চাতালের কিনারা এখন মাত্র পাঁচ ফুট দূরে।

'টানো... আরও জোরে টানো!' শোনা গেল রেইনের চিৎকার।

পাগলের মত ক্র্যাম্পন চালাল রানা। দড়িটা যখন ছেঁড়ে ছেঁড়ে অবস্থা, কিনারে পৌঁছে গেল। ক্র্যাম্পন ফেলে উপুড় হয়ে গেল ও। পড়েই যাচ্ছিল, কোনোমতে একটা চোখা পাথর আঁকড়ে ধরে আটকাল নিজেকে। তবে তা ক্ষণিকের জন্য। শরীরের অর্ধেক ইতোমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে চাতাল থেকে। অসহায়ের মত ঝুলছে শূন্যে। পায়ে প্রচণ্ড টান পড়ছে, এখুনি মুঠো ফসকে যাবে।

অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা। আর তখুনি মৃদু শব্দ করে ছিঁড়ে গেল দড়ি। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে চাতালে উঠে পড়ার চেষ্টা করল ও।

'শিট!' দড়িটা পড়ে যেতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল পোলার্ড। 'গুলি করো ওকে! ফায়ার! ফায়ার!'

রাইফেল তুলে গুলি করতে শুরু করল ম্যাকার্থি আর ল্যাম্পার্ট। কপাল ভাল রানার, ঠাণ্ডায় হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আছে ওদের, নিশানা ঠিক রাখতে পারল না। গায়ের কাছ দিয়ে ছুটে গেল বুলেট।

একটু দোল খেয়ে চাতালের উপর একটা পা তুলে দিল রানা, উঠে এল উপরে। লাইন অভ ফায়ারের বাইরে। নীচ থেকে তখনও নিষ্ফল গুলি ছুঁড়ছে ম্যাকার্থি আর ল্যাম্পার্ট।

'থামো,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলে উঠল রেইন। 'বুলেট নষ্ট কোরো না।'

'শালার অকর্মার বাচ্চারা!' রাগে গর্জে উঠল পোলার্ড। 'গুলি করতেও শেখোনি তোমরা!'

কটমট করে তার দিকে তাকাল ম্যাকার্থি। 'কী বললে?'

ওর দিকে মনোযোগ না দিয়ে উপরে তাকাল পোলার্ড। গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'রানা! বাক্স নিয়ে এখুনি নেমে এসো। নইলে তোমার দোস্তকে আর জ্যান্ত দেখবে না।'

'চুপ করো!' শীতল গলায় ধমকে উঠল রেইন। 'ও খুব ভাল করেই জানে, এ-মুহূর্তে টনিকে ছাড়া গতি নেই আমাদের। মিথ্যে হুমকি দিয়ে লাভ হবে না।'

'মিথ্যে হুমকি দিচ্ছি না আমি,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল পোলার্ড।

'খুন করতে চাও ওকে?' বাঁকা সুরে বলল রেইন। 'এরপর কে দেখাবে পথ? কে নামিয়ে আনবে বাক্স? তুমি? নাকি ভাবছ, বন্ধুকে খুন হতে দেখে সুড়সুড় করে নেমে আসবে রানা?'

জবাব দিতে পারল না পোলার্ড। তোতলাল।

'মাথামোটা লোকজন নিয়ে এই এক সমস্যা,' বলল রেইন। 'সরো। ব্যাপারটা আমাকে হ্যাণ্ডেল করতে দাও। আর কখনও

মাতবরি ফলাতে এসো না।' উপরদিকে মুখ ফেরাল। ডাকল জোরে, 'রানা?'

বাক্সের কাছে ফিরে গেছে রানা। ডলারের একটা বাণ্ডিল নিয়ে চাতালের কিনারায় এল। বলল, 'বলো, শুনছি।'

'মীমাংসায় আসা দরকার আমাদের।'

বাণ্ডিলটা শূন্যে বের করে নাড়ল রানা। বলল, 'আগে টনির সঙ্গে কথা বলতে দাও। নইলে তোমাদের টাকার বাণ্ডিলগুলো একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলব নীচের খাদে।'

'বুঝেছি। ঠিক আছে, অপেক্ষা করো।'

চাতালের কিনারায় উপুড় হলো রানা। মাথা একটু বের করে তাকাল নীচে। টনিকে ধরাধরি করে দাঁড় করাচ্ছে দু'জন। ওর মাথা দেখতে পেয়ে একটা গুলি ছুঁড়ল তৃতীয় একজন।

'স্টপ শুটিং!' খেঁকিয়ে উঠল রেইন। 'রানা, আর গুলি করা হবে না তোমার দিকে। কথা বলো বন্ধুর সঙ্গে।'

'টনি?' আড়াল থেকে ডাকল রানা। 'কী অবস্থা তোমার?'

'আমি ঠিক আছি,' জবাব দিল টনি। 'তুমি?'

'যতটা ভাল থাকা যায়। ক্লাইম্ব করতে পারবে?'

'পারব বোধহয়।'

'গুড। রেইন?'

'বলো,' নীচ থেকে ভেসে এল দস্যুনেতার কণ্ঠ।

'অদলবদল করব আমরা,' বলল রানা। 'টনিকে উপরে পাঠাও, আমি ডলারের বাক্স নিয়ে নেমে আসব।'

'তা হয় না, রানা। গাইড দরকার আমাদের।'

'আমাকে পাচ্ছ। বাক্স নিয়ে নীচেই তো আসছি আমি।'

'না, রানা!' চেঁচিয়ে উঠল টনি। 'তোমাকে বিশ্বাস করে না ওরা। নীচে নামলেই...'

কথা শেষ হলো না, তার আগেই গুঙিয়ে উঠল ও। উঁকি দিয়ে ওকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে দেখল রানা। রাইফেল দিয়ে পেটে আবারও আঘাত করেছে সানচেজ।

'কাজটা ঠিক করলে না, রেইন,' উপর থেকে বলল রানা। 'টাকাগুলোর জন্য তোমাকে এবার খাটতে হবে।'

দাঁতে দাঁত পিষল রেইন। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল। 'ঝাঁঝরা করে দাও শালাকে। রানার গায়ে যে-ই গুলি লাগাতে পারবে, তাকে এক লাখ ডলার বোনাস দেব আমি।'

হিংস্র হাসি ফুটল দস্যুদলের সদস্যদের মাঝে। চাতালের দিকে তাক হয়ে গেল সবক'টা অস্ত্র। তারপরেই বুলেটের অঝোর ধারা ছুটল ওদিকে।

প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। পিছিয়ে ক্লিফের দেয়ালের কাছে চলে গেল রানা। চাতালের মেঝের কারণে ওকে নিশানা করতে পারছে না দুর্বৃত্তরা, তাই গুলি করছে আশপাশে। রিকোশেতে ঘায়েল করতে চায়। এরচেয়ে বড় বিপদটা উদয় হলো একটু পরেই।

উপর থেকে গুমগুম শব্দ শুনে চমকে উঠল রানা। টনির দেখিয়ে দেয়া বরফপিণ্ডটা নড়তে শুরু করেছে সাউণ্ডওয়েভের ধাক্কায়। একটু একটু করে খসতে শুরু করেছে ওটা। আচমকা মুক্ত হয়ে গেল ক্লিফের গা থেকে, নেমে আসছে সজোরে। বরফের টুকরো মাথায় পড়লে চাঁদি ফেটে যাবে, তাই ডলারের বাক্সটা তুলে নিল রানা, ঢালের মত তুলে ধরল মাথার উপর।

ধুপধাপ করে বাক্সের উপর আছড়ে পড়ল ছোটখাট টুকরো। চাতালের কিনারায় বাড়ি খেল বড় অংশটা। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে নেমে গেল নীচের দিকে।

'শিট!' চেঁচিয়ে উঠল রেইন। 'কাভার নাও!'

ঝটপট নীচের কার্নিসের দেয়ালে পিঠ ঠেকাল সবাই। ওদের সামনে দিয়ে নেমে গেল বরফের ঢল।

'থ্যাঙ্ক গড!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সিনথিয়া। 'আরেকটু হলে ভর্তা হয়ে যেতাম আমরা।'

কিন্তু ওর জানা নেই, পর্বতের আক্রোশ কেবল শুরু হয়েছে। কয়েক সেকেণ্ডের বিরতিতে নতুন করে শোনা গেল গুরুগম্ভীর আওয়াজ। সাউণ্ডওয়েভের আঘাতে পাহাড়ের তুষার-মুকুটে ফাটল তৈরি হচ্ছে। চওড়া হচ্ছে ওগুলো, সৃষ্টি করছে উঁচু মাত্রার ভূমিকম্প।

লক্ষ বছর স্থির হয়ে থাকা বরফের অসংখ্য স্তর আগে-পিছে জায়গা বদল শুরু করল, মুক্ত হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গা থেকে। বরফের বিপুল বিস্তার আচমকা কেঁপে উঠল, তারপর বজ্রপাতের মত বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে লাফ দিল পাহাড়ের তলা লক্ষ্য করে। কল্পনার অতীত আলোড়ন সৃষ্টি হলো সাদা রঙের সেই স্রোতে।

নিয়তি টের পেল রানা। প্রাণ বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। ধেয়ে আসছে উঁচু তুষারধস। ওটার পথ থেকে সরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। লুকানোর জায়গা নেই চাতালের কোথাও। তবু, গোঁয়ারের মত একটা জেদ কাজ করল ওর ভিতর। যেভাবে হোক, বেঁচে থাকতে হবে ওকে। চঞ্চল চোখ বোলাল পাহাড়ি দেয়ালে। ছোট্ট একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে, খুবই সরু। ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল ওতে। কাঁধ আটকে গেল, বুক ঘষা খেল, কিন্তু হাল ছাড়ল না। জোর করে শরীর ঢোকাতে থাকল। রুক্ষ পাথরের ঘষায় বুক, পিঠ আর হাতের ছাল উঠে গেল; পরোয়া করল না।

কোনোমতে ঢুকিয়েছে শরীর, এমন সময় তুষারধস আছড়ে পড়ল চাতালে। ডলারের বাক্সটা ঢোকানো যায়নি, হাত বাড়িয়ে

ওটাকে বাইরেই ঝুলিয়ে রেখেছিল; প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল কবজি। হাত থেকে ছুটে চলে গেল বাক্সটা। চাতালের উপর আছাড় খেল, দু'টুকরো হয়ে হারিয়ে গেল তুষারস্রোতের ভিতর। ডলারের বাণ্ডিলগুলো বের হয়ে এসেছে একইসঙ্গে, বাঁধন ছিঁড়ে উড়তে শুরু করল বাতাসে।

নীচে, কার্নিস থেকে চেঁচাল রেইন, কাভার নিতে বলল সবাইকে। উল্টো ঘুরে একটা ওভারহ্যাঙের তলায় জায়গা নেবার জন্য ছুটল দুর্বৃত্তরা। ওদের সামনে দিয়ে নামতে শুরু করল তুষারধস। ল্যাম্পার্ট সবার পিছনে পড়েছে, উড়ন্ত ডলার দেখে নিজের অজান্তে থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তুষারের স্রোত প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানল তাকে।

আর্তনাদ করল ল্যাম্পার্ট, ক্ষণিকের জন্য। ওর কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল তুষারধসের ভয়ানক গর্জনে। খড়কুটোর মত উড়ে গেল দেহটা। তুষারের সঙ্গে মিশে পড়ে গেল কার্নিস থেকে।

মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে চলল এই তাণ্ডব, থামল পাহাড়ের মাথা ন্যাড়া হয়ে যাবার পর। আসলে সময় পেরিয়েছে মাত্র তিন মিনিট। মুহুর্মুহু নিনাদের পর আচমকা নেমে আসা নীরবতা যেন থামিয়ে দিয়েছে সময়কে। রানার কানে অবশ্য এখনও প্রতিধ্বনি করে চলেছে প্রবল গর্জনের রেশ, মাথা ঝাড়া দিয়ে ঝনঝনানিটা কাটাবার চেষ্টা করল ও। ঘোরটা কেটে যেতেই বেরিয়ে এল ফাটল থেকে। আহত, রক্তাক্ত অবস্থায়। ঠাণ্ডায় শরীর জমে নীল হয়ে যাচ্ছে।

থাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হতে চলেছে ও। একটাই উপায় আছে বাঁচার। পরিশ্রম করতে হবে, শরীরকে উত্তপ্ত রাখতে হবে। একইসঙ্গে সরে যেতে হবে শত্রুপক্ষের নাগালের বাইরে। ক্লিফের দেয়ালের খাঁজে হাত-পা বাধিয়ে উপরদিকে উঠতে শুরু করল ও।

*

তুষারধস থামার অনেকক্ষণ পর নড়ে উঠল রেইন। ওভারহ্যাঙের তলা থেকে বেরিয়ে উপরদিকে তাকাল, তারপর নীচে আর সামনে।

পায়ের কাছে, কার্নিসের উপর এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে বেশকিছু নোট। বাকিগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বায়ুপ্রবাহের টানে। দলের সদস্যরা তৎপর হয়ে উঠল। কার্নিসে পড়ে থাকা নোটগুলো কুড়াতে শুরু করল তারা।

রাগী ভঙ্গিতে টনির দিকে এগিয়ে গেল রেইন। কলার চেপে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরল ওকে। বলল, 'রানা ইজ ডেড! স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি শেষকৃত্য পেয়েছে। কাজেই তুমি এখন একা। কারও সাহায্য পাবার আশা কোরো না। কথামত কাজ না করলে বন্ধুর চাইতে কয়েকগুণ ভয়ঙ্কর মৃত্যু জুটবে তোমার কপালে।'

মুখে কথা ফুটল না টনির। বিশ্বাস করতে পারছে না, রানা মারা গেছে। কিন্তু এ-ও সত্যি, ভয়াবহ ওই তুষারধসের পর খোলা চাতালে কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। শোকে পাথর হয়ে গেল ও।

ওয়াকি-টকি জ্যান্ত হয়ে উঠল এই সময়। শোনা গেল আইভির কণ্ঠস্বর।

'কাম ইন, রেসকিউ টিম। টনি, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? ওভার।'

টনির কপালে নিজের নাইন মিলিমিটার পিস্তল ঠেকাল রেইন। হাতে তুলে দিল ওয়াকি-টকিটা। বলল, 'সময় দরকার আমার। তাই কথা বলো। কোনও চালাকি নয়। সঙ্কেত দেবার চেষ্টা

কোরো না। শুধু বলো, এখনও খুঁজে পাওনি আমাদেরকে।'

রক্ত-মেশানো একদলা থুতু ফেলল টনি। গলা খাঁকারি দিয়ে ট্রান্সমিট বাটন চাপল।

'আইভি, টনি বলছি। টাওয়ারের মাথায় পৌঁছেছি আমরা, কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখা পাইনি কারও। সম্ভবত ভুয়া ডিসট্রেস কল ছিল ওটা। ওভার।'

'কী!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল আইভি। 'যারা এ-ধরনের ঠাট্টা করে, তাদের উপর খোদার গজব পড়ুক! আমি কি চপার নিয়ে আসব তোমাদের কাছে? ওভার।'

'নেগেটিভ, আইভি। তুষার পড়ছে এখনও। বাতাসও বইছে খুব জোরে। ঝড়ের সময়টুকু এখানেই কাটিয়ে দেব বলে ভাবছি। শেল্টার নিতে পারি—পুরনো ওই...'

খপ্ করে টনির হাত টেনে ধরল রেইন। বলল, 'নাইস ট্রাই। কিন্তু কোথায় শেল্টার নেবে, তা জানা নেই তোমার।'

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল টনি। আইভিকে বলল, 'সরি, সেটটা পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে। এনিওয়ে, কাছেপিঠে একটা শেল্টার খুঁজে নেব আমরা। নইলে... মিনি-টেণ্ট আছে আমাদের সঙ্গে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

ওয়াকি-টকির সুইচ অফ করে দিল টনি। সেটটা ফিরিয়ে দিল রেইনের হাতে।

ওর মুখে একটা চড় কষল দস্যুনেতা। বলল, 'বাড়াবাড়ি করতে যাচ্ছিলে। এটা তার পুরস্কার!'

'রেইন!' ডেকে উঠল পোলার্ড। কুড়িয়ে আনা একতাড়া নোট তার হাতে। 'তোমাদের মতলবটা কী? মেয়েটাকে চপার আনতে মানা করলে কেন?'

'একমাত্র বেকুবরাই এমন প্রশ্ন করবে,' বিরক্ত গলায় বলল

টনি। 'এখানকার ডাউনড্রাফট সম্পর্কে ধারণা আছে তোমাদের? শুধু হেলিকপ্টার না, ছোটখাট একটা বিমানকেও ক্র্যাশ করাতে পারবে। দুর্ঘটনা দেখার শখ না থাকলে এই আবহাওয়ায় চপার আসতে বোলো না।'

ভুরু কুঁচকে রেইনের দিকে তাকাল পোলার্ড। 'কথাটা সত্যি?'

'দুর্ভাগ্যজনক হলেও... হ্যাঁ,' স্বীকার করল রেইন। পোলার্ডের চেহারায় মেঘ জমতে দেখে যোগ করল, 'রিল্যাক্স। এস্কেপ প্ল্যানের জন্য হেলিকপ্টার জরুরি, বাক্স খোঁজার জন্য নয়। ও-কাজের জন্য আমাদের সঙ্গে এক্সপার্ট গাইড আছে।' কাঁধ চাপড়ে দিল টনির।

'কী করতে চাও তা হলে?'

'দ্বিতীয় বাক্সটার কাছে চলো।'

ট্র্যাকিং মনিটর অন্ করল পোলার্ড। স্ক্রিনে ইমেজ ফুটে উঠলে দেখাল টনিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় এটা?'

চুপচাপ ইমেজটা স্টাডি করল টনি। তারপর আঙুল তুলে উত্তরদিকে সবুজে ঘেরা একটা পাহাড় দেখাল। 'ওখানে। ওই পাহাড়ের মাথায়।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল রেইন। 'কতটা ক্লাইম্বিং করতে হবে?'

'বেশি না। স্লোপটা গ্রেড ওয়ানের—ইনক্লিনেশন পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি।'

সন্তুষ্ট হতে পারল না পোলার্ড। সানচেজের কাছ থেকে বিনকিউলার নিয়ে চোখে লাগাল। ভাল করে দেখল পাহাড়টা। বিনকিউলার নামিয়ে বলল, 'রাস্তা অনেক লম্বা। শর্টকাট নেই?'

'আছে, তবে ব্যবহার করা যাবে না।' বলল টনি।

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, ওই রাস্তায় যাবার মুরোদ নেই তোমাদের।

পাহাড়ের পুব পাশের পাঁচিল বেয়ে উঠতে পারলে সময় অনেক কম লাগবে, কিন্তু ওটা কাঁচের মত মসৃণ—পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। ভাল আবহাওয়ায় দুনিয়ার ডজনখানেক লোক হয়তো ওটা বেয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু ঝড়ের মাঝখানে ওটার ধারেকাছে যাবার কথা কোনও পাগলও ভাববে না।'

অপমানটা চুপচাপ হজম করল পোলার্ড।

রেইন জিজ্ঞেস করল, 'অন্যপাশের ঢাল ধরে কি হেঁটে যাওয়া যাবে?'

মাথা ঝাঁকাল টনি।

'গুড। তা হলে আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না। হাঁটো।'

তেরো

রেডিও সেটের সামনে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে আইভি। জানালা দিয়ে বাইরে জমা হয়ে থাকা তুষারের দিকে তাকাল। দেয়ালে ঝোলানো উইণ্ডস্পিড গজের কাঁটা বনবন করে ঘুরছে, আগে কখনও কাঁটাটাকে এত জোরে ঘুরতে দেখেনি ও।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্যামসন। দু'হাত ঢুকিয়ে রেখেছে প্যান্টের পকেটে।

'কেন যেন খটকা লাগছে আমার,' বলল আইভি। 'টাওয়ারের কথা বলল কেন টনি? ওরা তো কুগান ব্লাফে গেছে।'

'অসুবিধে কী?' কাঁধ ঝাঁকাল স্যামসন। 'মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে আর কী। এই ঠাণ্ডার ভিতর অত উঁচুতে উঠেছে, মাথা কাজ করছে না হয়তো।'

'আমার তা মনে হয় না।'

টেবিলের উপর পড়ে থাকা রহস্যোপন্যাসের উপর টোকা দিল স্যামসন। 'আমার ধারণা, তুমি খুব বেশি বেশি থ্রিলার পড়ছ।'

'তা-ই?' স্টোরের দরজার দিকে ইশারা করল আইভি। 'রানা আর টনি কী কী নিয়েছে, বলো তো?'

'ফ্লেয়ার, কম্বল, থারমাল সুট আর ওদের ক্লাইম্বিং গিয়ার।'

'টেণ্ট নেয়নি,' গম্ভীর গলায় বলল আইভি।

চমকে উঠল স্যামসন। 'তাই তো! তা হলে টেণ্টের কথা বলল কেন?'

উঠে দাঁড়াল আইভি। গায়ে স্লিকার চড়াতে চড়াতে বলল, 'স্যামসন, আমাকে পশ্চিমের উপত্যকায় নামিয়ে দিয়ে এসো।'

'প্রশ্নই ওঠে না। বাতাসের যে-অবস্থা...'

'খামোকা ভয় পাচ্ছ। ওদিককার বাতাস কখনও জোরালো হয় না।'

'তাতে কী? ওরা পশ্চিম উপত্যকায় যায়নি।'

'ওখান থেকে ডগলাস শাফট মাত্র আধঘণ্টার ক্লাইম্ব। ধারেকাছে একমাত্র শেল্টার ওটা। রানা আর টনি ওখানে যেতে বাধ্য।'

ঘাড়ের কাছটা চুলকাল স্যামসন। 'কী জানি...'

'ওদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ না হয়, তা হলে সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে এসো আমাকে। ঠিক আছে?'

মুখ বাঁকাল স্যামসন। 'টনি আমার মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে।'

'উঁহুঁ,' স্যামসনের গালে হাত রাখল আইভি। 'তোমার এত

সুন্দর মুণ্ডু আমি কাউকে চিবুতে দেব না। চলো।' হাঁটতে শুরু করল ও।

স্যামসন নড়ল না।

ইজেলের পাশে দাঁড়িয়ে গেল আইভি। 'কাম অন, স্যামসন। আমার এ-কাজটা করে দাও; কথা দিচ্ছি, তোমার একটা পেইন্টিং আমি কিনে নেব।'

'কিনে কী করবে? বস্তাবন্দি করে ফেলে রাখবে গ্যারাজে?'

'মোটেই না। ড্রয়িংরুমে ঝোলাব। প্রমিজ!'

হাসি ফুটল বৃদ্ধের ঠোঁটে। 'স্বীকার করছি, আমাকে কিনে নেয়া যায়।'

গায়ে পারকা চড়িয়ে আইভির পিছু পিছু এগোল সে।

গন্তব্যে পৌঁছুতে বেগ পেতে হলো না, তবে প্রচুর ঝাঁকুনি সহ্য করতে হলো। অবশ্য পরিষ্কার আবহাওয়ার ফ্লাইটেও এর চেয়ে বেশি ঝাঁকুনি হতে পারে। ফ্লাইট ট্রেইনিঙের প্রথমদিকে পাওয়া শিক্ষাগুলোর একটা—রোদ দেখে কখনও আবহাওয়ার বিচার কোরো না। আর্কটিকের হিমাঙ্কই শুধু নয়, প্রখর রোদও বাতাসকে উদ্দাম করে তুলতে পারে।

উপত্যকার সীমানায় পৌঁছে চপারের গতি কমাল স্যামসন। ফুটহিলের গা থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে উচ্চতা কমিয়ে আনছে। উইঞ্চের সঙ্গে হারনেস জোড়া দিল আইভি।

'তুমি রেডি?' পাইলটের সিট থেকে জানতে চাইল স্যামসন।

'এই তো, হয়ে যাচ্ছে।' হারনেসে শরীর গলাতে শুরু করল আইভি।

'পৌঁছে গেছি প্রায়। ভালমত ভেবে দেখো। যা করছ, বুঝে-শুনে করছ তো?'

'কীসের কথা বলছ? বানরখেকো কলার পেইন্টিং কেনার

কথা?' ঠাট্টা করল আইভি।

মুখ বাঁকাল স্যামসন। 'ভাল করেই জানো, কীসের কথা বলছি। শেল্টারে তোমার না গেলেও চলে।'

জানে আইভি। কিন্তু মন মানছে না। টনির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তারচেয়ে বেশি উদ্বেগ অনুভব করছে রানার জন্য। হঠাৎ করেই বুঝতে পারছে, দুঃসাহসী ওই বাঙালি যুবকটির জন্য মনের ভিতর যে-টান, তা স্রেফ বন্ধুত্বের নয়। আরও বেশি কিছু। অদ্ভুত এক আকর্ষণ রয়েছে মানুষটার মধ্যে। কোনও বাঁধনে জড়াবার জন্য যেন জন্ম হয়নি, তবুও ওকে এড়িয়ে থাকার কোনও উপায় নেই। গর্ব করার মতো রূপ-যৌবন আইভির, কতো পুরুষই না ওকে পাবার জন্যে পাগল। তাদের মধ্যে অন্তত দু'জনের বেলায় মনে হয়েছিল, সে বোধহয় সত্যি প্রেমে পড়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। এর একমাত্র কারণ রানা। ওর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে আর কাউকে প্রেমিক হিসেবে ভাবতে পারে না ও। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। যাকে কখনও পাওয়া যাবে না, তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছে। জীবনটা বোধহয় অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা নিয়েই কাটিয়ে দিতে হবে ওকে।

'যেতে হবে আমাকে, স্যামসন,' শেষে বলল আইভি। 'নইলে স্বস্তি পাবো না।'

পাঁচ মিনিট পর উপত্যকার মাঝখানে পৌঁছে গেল চপার। উইঞ্চের বাটন টিপে আলতোভাবে ঝুলে পড়ল আইভি। ধীরে ধীরে নেমে এল মাটিতে। হারনেস থেকে নিজেকে মুক্ত করল। কেইবলটা উপরে তুলে নিল স্যামসন। হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল আইভি। চপারের মুখ ঘুরে গেল, উচ্চতা বাড়িয়ে হারিয়ে গেল পাহাড়সারির আড়ালে।

মাথার উপর জ্যাকেটের প্লাস্টিক হুড তুলে দিল আইভি,

হাঁটতে শুরু করল উপত্যকার পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে। একটু পরেই খড়খড় করে উঠল ওর ওয়াকি-টকি।

'আইভি... আইভি? শুনতে পাচ্ছ? ওভার।'

'বলো, স্যামসন।'

'আমি ফিরে আসছি তোমাকে নিতে। তৈরি থাকো।'

'কেন?'

'এইমাত্র ওয়েদার স্টেশন থেকে একটা আপডেট পেলাম। আজ রাতে পঞ্চাশ নট পর্যন্ত বাতাস বইবে বলে ধারণা করছে ওরা। সন্ধ্যায় তা হলে আসতে পারব না আমি। এখুনি আসছি তোমাকে তুলে নিতে।'

'ফরগেট ইট, স্যামসন। আমার জন্য ভেবো না। যদি তুমি আসতে না পারো, ডগলাস শাফটে রাতটা কাটিয়ে দেব আমি।'

'একা?'

'আরে, তুমি দেখি মা-মুরগীর মত অস্থির হয়ে উঠছ! বললাম তো, চিন্তার কিছু নেই।'

'এতকিছু থাকতে মুরগীর সঙ্গে তুলনা করলে?' একটু যেন মনঃক্ষুণ্ন হলো স্যামসন। 'যাক গে, সাবধানে থেকো। আবহাওয়া ভাল হলেই আমি ফিরে আসব তোমার জন্য। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

হুডটা মাথায় অ্যাডজাস্ট করে নিল আইভি। ঝোড়ো বাতাস আর তুষারকণার আঘাত অগ্রাহ্য করে পা বাড়াল সামনে।

ঠাট্টা করে পাহাড়ের পূর্ব-পাঁচিলকে *মাউন্টেইনিয়ারিঙের ফাইভ থাউজ্যাণ্ড ক্লাব* বলে ডাকে টনি। বেসবলের বিভিন্ন মাইলফলক অর্জনকারী ব্যাটার-দের মত একটা উপমা আর কী। পাঁচ হাজার হোম রান সংগ্রহকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা হাতে গোনা,

পূর্ব-পাঁচিল বেয়ে চূড়ায় পৌঁছুনো ক্লাইম্বারের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। ত্রিশ বছর হলো রেঞ্জার স্টেশনটা চালু হয়েছে, এর মাঝে মাত্র পাঁচজন মানুষ সক্ষম হয়েছে ক্লাইম্বটাতে। তাদের কেউ আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে দেখেনি।

সেই পাঁচজনের একজন হলো রানা। টুইন পিকসে প্রথম যেবার এল, সেইবারই পূর্ব-পাঁচিল বেয়ে চূড়ায় উঠেছিল ও। চ্যালেঞ্জ ভালবাসে রানা, কিন্তু তারপরেও চূড়ায় উঠে বলতে বাধ্য হয়েছিল—মাথার উপর নরক ভেঙে না পড়লে আর কোনদিন ও-কাজ করতে যাবে না। রক-ফেসের মসৃণতাই একমাত্র সমস্যা নয়; ত্রিশ গজ চওড়া একটা জলপ্রপাত আছে ওখানে, পানি ভীষণ ঠাণ্ডা। বাতাসের ঝাপটায় গায়ে এসে পড়ে, শরীর জমে যেতে চায়। উড়তে থাকা পানিকণায় দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে আসে। শীতকালটা আরও খারাপ। জলপ্রপাত তখন নিরেট বরফে পরিণত হয়। পুরো রক-ফেসের উপর পড়ে পিচ্ছিল তুষারের প্রলেপ। হ্যাণ্ডহোল্ডগুলো কোনও কাজে আসে না পর্বতারোহীর।

কপাল খারাপ বলতে হবে: সত্যিই নরক ভেঙে পড়েছে আজ। তাই দ্বিতীয়বারের মত এই ক্লাইম্ব করতে হচ্ছে রানাকে। আজকের পরিস্থিতি আগের চেয়ে খারাপ। ঝড় বইছে; সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্লাইম্বিং গিয়ার, কিংবা শীতবস্ত্র... কোনোটাই নেই। ভয়ানক এক ঝুঁকি নিয়েছে ও। যে-কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়েও উপায় নেই ওর।

ক্ষণিকের জন্য থামল রানা। নীচে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, কতদূর উঠে এসেছে। আন্দাজ করল, তিন হাজার ফুট। হিমবায়ুর কারণে শূন্যাঙ্কের অন্তত বিশ ডিগ্রি নীচে রয়েছে তাপমাত্রা। আগুনে ভরা নরকের চাইতে, শীতল এই নরক কোনও অংশেই কম ভয়াবহ নয়।

রানার নরক এটা। সম্ভবত জীবনে করা ভয়ানক কোনও পাপের শাস্তি ভোগ করছে। কিন্তু এই শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছে ও। রেইন আর তার দলবলের আগে দ্বিতীয় বাক্সের কাছে পৌঁছুনোর এটাই একমাত্র উপায়। স্মরণশক্তি অত্যন্ত ভাল রানার। প্রথমবার ম্যাপ দেখার সময়েই মুখস্থ করে নিয়েছে বাক্সতিনটের লোকেশন। ও জানে, যতক্ষণ বাক্সগুলো হাতে না আসছে দস্যুদের, ততক্ষণ বেঁচে থাকবে টনি। এরপর নির্দয়ভাবে খুন করা হবে ওকে... সম্ভবত আইভি আর স্যামসনকেও—হেলিকপ্টার দখল করার জন্য। কাজেই দেরি করিয়ে দিতে হবে শয়তানগুলোকে। সরিয়ে ফেলতে হবে ডলারের বাক্স, ওরা জায়গামত পৌঁছুনোর আগেই।

হাত আড়ষ্ট হয়ে যেতে চাইছে রানার, প্যান্টের ভিতরে জমা হচ্ছে বরফের আস্তর; কিন্তু গোঁয়ারের মত এগিয়ে চলেছে ও। কিছুতেই থামা যাবে না: ওর উপর নির্ভর করছে তিনজন মানুষের জীবন। একটা ব্যাপার অনস্বীকার্য—পাহাড়ের গায়ের নীলচে-সাদা বরফের গজালগুলো না থাকলে এতদূর আসা সম্ভব হতো না ওর পক্ষে। প্রতি বছর তুষার গলা পানি পাহাড়ের ভিতর-বাইরে বড় বড় কলামের আকার নেয়। ওগুলোকেই সিঁড়ির ধাপের মত ব্যবহার করছে রানা, ক্র্যাম্পন লাগানো বুট গেঁথে উপরদিকে উঠছে। মসৃণ পাথর বেয়ে এভাবে ওঠা সম্ভব নয়।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠছে রানা—একটা *সেরাক*, অর্থাৎ বরফের তৈরি ঝাড়বাতির আকৃতির দিকে। জমে যাওয়া জলপ্রপাতের মুখে সৃষ্টি হয়েছে ওটার। পাহাড়ের উপরিভাগ ওখানে বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে ওভারহ্যাঙের মত। উপযুক্ত গিয়ার থাকলে ক্লাইম্বটা খুব কঠিন নয়, কিন্তু খালি হাতে কিছুতেই ওখানে পৌঁছুনো যাবে না। বরফের গজালগুলোই এখন ভরসা—সামান্য

কৌশল, আর ভাগ্যের সহায়তা পেলে ওগুলো বেয়ে পাহাড়চূড়ায় উঠতে পারবে বলে আশা করছে।

পুরো একঘণ্টা লেগে গেল জায়গামত পৌঁছুতে। একটু থেমে তাকাল ও ঝুলে থাকা বরফপিণ্ডের দিকে। গায়ে গা লাগানো অনেকগুলো কোন্-আইসক্রিম যেন উল্টো হয়ে ঝুলছে ওখানটায়। বরফের গা বেয়ে ঝরছে হিমশীতল পানি, কণাগুলো শরীরে বিঁধছে বর্শার মত। পরোয়া করল না রানা, দেয়ালের খাঁজে হাত-পা বাধিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল জমে যাওয়া জলপ্রপাতের দিকে। সেরাকের বামপাশে, হাতের নাগালে পৌঁছে গেল একসময়।

ঝরতে থাকা পানিতে গ্লাভ পরা বাম হাত ভিজিয়ে নিল ও, তারপর হাত রাখল বরফের গায়ে। চোখের পলকে আটকে গেল গ্লাভ, যেন সুপার-গ্লু মাখানো ছিল ওতে। টানাটানি করে বাঁধনটা পরখ করল ও, এরপর একই ভাবে ভেজাল ডানহাতও। সেরাকের দিকে ফিরল রানা, ডানহাতের গ্লাভ আটকাল বরফের গায়ে, তারপর আল্লাহ-খোদার নাম জপে ঝুলে পড়ল।

ভয়ানক এক মুহূর্ত। মাটি থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে ঝুলছে এখন রানা, কোনও রকম অবলম্বন ছাড়া। হাত ফসকালে নিশ্চিত মৃত্যু। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করল, পারল না। অজানা একটা আতঙ্ক চেপে বসতে চাইছে সমগ্র অস্তিত্বের উপর। তাড়াতাড়ি দু'হাত ভাঁজ করে টেনে তোলার চেষ্টা করল দেহকে। পা'দুটো বরফের নাগালে এলে ক্র্যাম্পন গেঁথে আটকাবে পতন।

টনটন করে উঠল বাইসেপ আর পেক্টোরাল মাসল্। যেন ছ্যাঁকা দেয়া হচ্ছে পেশিতে। শরীরের ওজনের কাছে হার মানতে চাইল... চাইল ছিঁড়ে পড়তে। হাল ছাড়তে রাজি নয় রানা, জোর করে কয়েক ইঞ্চি তুলে আনল নিজেকে। পায়ে বরফের সামান্য ছোঁয়া পেয়ে লাথি ছুঁড়ল। কিন্তু লাভ হলো না। বরফ-গজালের

ডগায় পৌঁছেছে পা। লাথির আঘাতে ওই অংশটা ভেঙে পড়ল।

হাতের পেশি আর কথা শুনতে চাইছে না। গোঁয়ারের মত এক ঝটকায় উপরে উঠে যেতে চাইল রানা, তাতে হিতে-বিপরীত ঘটল। শব্দ করে বাম হাতের গ্লাভটা ছুটে গেল বরফের গা থেকে। মাত্র একটা হাতে পুরো শরীর ঝুলছে ওর অসহায়ভাবে। পাগলের মত পা ছুঁড়ল অবলম্বন পাওয়ার জন্য। কিন্তু লাথি বড্ড জোরে মেরে ফেলেছে। বিকট শব্দ করে বরফের গজাল ভেঙে পড়ে গেল নীচে... ওর ডান হাতের কয়েক ইঞ্চি তলা থেকে। পুরো শরীর এবার শূন্যে পেণ্ডুলামের মত দুলছে।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, স্থির হয়ে গেল। নড়াচড়া করতে গেলে ডানহাতও ছুটে যাবে বরফের গা থেকে। শরীরের দুলুনি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর সাবধানে উপরে তুলল বাম হাত, ডান হাতের আঙুলের খাঁজে খাঁজে আঙুল বাধাল। গ্রিপের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে বাম পা তুলতে শুরু করল। পাশের গজালটা পর্যন্ত পা উঠে গেলে লাথি ছুঁড়ল, ক্র্যাম্পন গেঁথে ফেলল বরফে। ডান পা-ও একই পদ্ধতিতে তুলে আনল উপরে।

ভূমির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়ে গেছে এখন রানার দেহ। অক্ষত গজালে হাত নিয়ে আসার উপায় নেই, তাই ওভাবেই উপরে উঠতে শুরু করল। সাবধানে একটা করে হাত ছুটিয়ে আনছে বরফ থেকে, পানিতে ভিজিয়ে কয়েক ইঞ্চি উপরে আবার আটকাচ্ছে। ক্র্যাম্পন পরা পা-ও উপরে তুলছে একই ছন্দে। হাত, তলপেট আর পায়ের পেশিতে প্রচণ্ড চাপ পড়ল, কিন্তু করার কিছু নেই। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সহ্য করল ব্যথা।

ওভারহ্যাঙের কাছাকাছি পৌঁছুবার পর সোজা হবার সুযোগ মিলল। পাহাড়ের গা থেকে ছোট-বড় বেশ কিছু পাথর বেরিয়ে এসেছে। ওগুলো ধরা গেল হাত দিয়ে। শেষ কয়েক ফুট তরতর

করে উঠে এল রানা। পর্বতচূড়ায় উঠে মুখ থুবড়ে পড়ল। কাঁপছে সারা শরীর, জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। বিশ্বাস করতে পারছে না, প্রায়-অসম্ভব ক্লাইম্বটা খালি হাতে সম্পন্ন করতে পেরেছে।

বেশিক্ষণ শুয়ে থাকল না রানা, ব্যথায় কাতর ইন্দ্রিয়গুলোর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। জানে, এখন যদি জ্ঞান হারায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলে আর কোনোদিন জেগে উঠতে পারবে না।

ছোট্ট, জানালাবিহীন কেবিনটা দাঁড়িয়ে আছে খনিমুখের ঠিক মাথায়।

অনেকদিন আগে, প্রথম যখন এখানে আসে, কেবিনের নির্মাতার প্রতি অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা অনুভব করেছিল আইভি। ভদ্রলোকের নাম জেরেমি ডগলাস।

দেয়ালে ঝুলে থাকা হলদেটে ছবিগুলো ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। ১৯৩৩ সালের কথা। এখানে ছোট একটা লোহার খনির খোঁজ পান ডগলাস, প্রসপেক্টিং শুরু করেন। অবসর কাটানোর জন্য নেহায়েত শখের বশে পুরো এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক জরিপও চালান তিনি। রকি পর্বতমালার এই অংশে সেটাই প্রথম সায়েন্টিফিক সার্ভে বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না ডগলাসের কাছে। আধুনিক ক্লাইম্বিং গিয়ার ছিল না; ছিল না হালকা ধাতুর পিটন বা হাতুড়ি। হাতে বানানো লোহার টুল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন তিনি। মাইনিং হেলমেট আর ভারী কুঠার নিয়ে একের পর এক অসম্ভব ক্লাইম্ব করেছেন তিনি। আজকের জামানায়ও সেসব যে-কোনও পর্বতারোহীর জন্য গর্বের বিষয়।

এখন ডগলাসের মাইন শাফট আর আবাসস্থল পর্যটকদের কাছে দর্শনীয় এক জায়গা। কেবিনটাকে জাদুঘরের মত করে

সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালে ঝুলছে পুরনো আমলের ফ্রেম-বাঁধা ছবি আর অ্যান্টিক লণ্ঠনের সারি। ঘরজুড়ে কাঁচের ডিসপ্লে কেস—তাতে নানা ধরনের রেলিক, আকরিক, যন্ত্রপাতি, পুরনো কাপড়-চোপড়, ডায়েরি, ইত্যাদি। তবে পর্বতারোহীদের জন্য এই কেবিন স্রেফ বেড়ানোর জায়গা নয়। তাদের জন্য ডগলাসের স্মৃতিচিহ্নগুলো আত্মবিশ্বাসের উপকরণ। এখানে এলে উপলব্ধি করা যায়, কোনও পাহাড়ই দুর্লঙ্ঘ্য নয়; প্রয়োজন শুধু দক্ষতা আর একাগ্র ইচ্ছার।

কেবিনের ভিতরে, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বেলেছে আইভি। ভিতরটা অন্ধকার বলে লণ্ঠনও জ্বেলেছে। আগুনের পাশে বসে থাকতে থাকতে কখন যে চোখদুটো লেগে এসেছে, বলতে পারবে না। হঠাৎ করেই কিছু একটা শব্দে জেগে উঠল ও।

ফায়ারপ্লেসের কারণে আরামদায়ক উত্তাপ বিরাজ করছিল ভিতরে। হঠাৎই কমে গেছে তাপটা, গা কেঁপে উঠল আইভির, দরজাটার দিকে তাকাতেই দেখল—খুলে গেছে ওটা, সেই শব্দেই ঘুম ভেঙেছে ওর।

তুষারমানবের মত একটা আকৃতিকে ভিতরে ঢুকতে দেখে নিঃশ্বাস আটকে এল ওর; ভাল করে তাকাতেই স্বস্তি পেল—না, কিংবদন্তীর কোনও প্রাণী নয়, মানুষই ওটা... সারা দেহ তুষারে ছেয়ে গেছে বলে এমন লাগছে। পুরো দেহটা শুভ্র রঙে এমনভাবে মোড়া যে, জামাকাপড়-জুতো... কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। চুল থেকে ঝুলছে স্বচ্ছ স্ফটিক, মুখ যেন সাদা মেকআপে ঢাকা। প্রতি পদক্ষেপে মূর্তিটার শরীর থেকে ঝুর ঝুর করে তুষার ঝরছে, কাঁপতে কাঁপতে সোজা ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে এল মানুষটা। মৃদু আলোয় চেনা গেল চেহারাটা।

'রানা!' চমকে উঠল আইভি। 'এ কী অবস্থা তোমার?'

দাঁতে ঠোকাঠুকি চলছে রানার। কোনোমতে বলল, 'আমি ঠিক আছি। তুমি এখানে কেন?'

'তোমাদের খোঁজে এসেছি। স্যামসন আমাকে পশ্চিম উপত্যকায় নামিয়ে দিয়ে গেছে। ওখান থেকে হাইকিং করে এসেছি। কিন্তু... তোমার এ-অবস্থা কেন?' রানাকে ছুঁয়ে দেখল আইভি। 'মাই গড! তুমি তো জমে বরফ হয়ে গেছ! জ্যাকেট কোথায় তোমার?'

'বলব,' কেঁপে উঠল রানা। 'আগে একটু আগুন পোহাতে দাও।'

রানাকে টলে উঠতে দেখে ধরে ফেলল আইভি, ফায়ারপ্লেসের সামনে বসিয়ে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করল কেবিনের। দ্রুত চোখ বোলাল ভিতরে। দেয়াল থেকে একটা কুঠার নামিয়ে আনল, ওটা দিয়ে ভেঙে ফেলল একটা ডিসপ্লে কেস। বের করে আনল জেরেমি ডগলাসের পুরনো একটা ছেঁড়াফাটা সোয়েটার। তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল রানার কাছে।

'এটা পরে নাও,' বলল ও। 'সরি, এরচেয়ে ভাল কিছু খুঁজে পেলাম না।'

'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।'

সোয়েটারটা গায়ে চড়াল রানা। হাত মেলে দিল আগুনের দিকে। ধীরে ধীরে চেহারায় রঙ ফিরতে শুরু করল ওর। আইভির দিকে তাকিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কস। কিন্তু এখুনি চলে যেতে হবে তোমাকে। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।'

'কেন...কী হয়েছে?' জানতে চাইল আইভি। 'টনি কোথায়?'

হাতের তালু ঘষল রানা। 'ডিসট্রেস কলটা ভুয়া ছিল...'

'কে দিয়েছে ওটা?'

'একদল ডাকাত। ওদের বিমান ক্র্যাশ করেছে কুগান ব্লাফের

উপর। ক্র্যাশ করার আগে ডলার-ভর্তি তিনটে বাক্স হারিয়েছে ওরা—পাহাড়ের মাঝখানে পড়ে গেছে... কীভাবে, তা জানি না। ওগুলো খুঁজে বের করার জন্য আমাকে আর টনিকে জিম্মি করেছিল ওরা। কোনোমতে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছি আমি। টনি এখনও বন্দি। টাকাগুলো পাওয়ামাত্র ওকে খুন করা হবে।'

'কী বলছ এসব!' অবিশ্বাসে চোখদুটো বড় হয়ে গেল আইভির।

'একদম সত্যি কথা। টনি মহাবিপদে আছে। বিপদটা তোমার আর স্যামসনের ঘাড়েও নেমে আসতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। ডাকাতদের হেলিকপ্টার দরকার।'

'ক্... কী করব আমরা?'

'আমরা না, আমি,' শুধরে দিল রানা। 'যা করার আমি করব। তুমি এখুনি স্যামসনের সঙ্গে যোগাযোগ করো। ওকে বলো, তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। স্টেশনে গিয়ে স্টেট পুলিশে খবর দিয়ো। আমি চেষ্টা করব এদিকে ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কোমর থেকে ওয়াকিটকি সেট খুলে আনল আইভি। সুইচ অন্ করল। কিন্তু কোনও শব্দ হলো না, বাতিও জ্বলল না। কয়েক মুহূর্ত খোঁচাখুঁচি করে ও বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে, রানা। ঠাণ্ডায় ব্যাটারি বসে গেছে।'

'ধ্যাত্তেরি!' খেদ প্রকাশ করল রানা।

'চিন্তা কোরো না,' আশ্বাস দিল আইভি। 'স্যামসন জানে, আমি এখানে আসব। রেডিওতে যোগাযোগ করতে না পারলে নিজেই চলে আসবে আমাকে নিতে।'

'উঁহুঁ, তাতে লাভ নেই,' মাথা নাড়ল রানা। 'দু'ঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার নামবে। রাতের জন্য আশ্রয় খুঁজবে ডাকাতরা।

আশপাশের দশ মাইলের মধ্যে এটাই একমাত্র শেল্টার। এখানেই আসবে ওরা। অপেক্ষা করতে পারব না আমরা।'

'তা হলে?'

ঠোঁট কামড়াল রানা। বলল, 'কিচ্ছু করার নেই, আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে। এসো, ডগলাস সাহেবের কালেকশন থেকে কিছু জিনিস ধার নেব আমরা। দুই নম্বর বাক্সটা কোথায় আছে, তা জানি আমি। ডাকাতদের আগেই ওটার কাছে পৌঁছুতে হবে আমাদের।'

চোদ্দ

পাহাড়সারির আড়ালে সূর্য ঢলে পড়তেই আঁধার নামল, বিপাকে পড়ল দুর্বৃত্তদল, সময় হবার আগেই সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আলোকস্বল্পতা... সেইসঙ্গে তুষারপাত আর প্রবল বায়ুপ্রবাহের কারণে এগোবার গতি কমে গেল। কোথায় পা ফেলছে, বোঝা মুশকিল। টনির উদ্দেশে গালাগাল শুরু করল দুর্বৃত্তরা।

ওসব কানে তুলল না মাউণ্টেইন রেঞ্জার, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বার বার মানসচোখে ভেসে উঠছে রানার মুখ। সত্যিকার একজন বন্ধু ছিল মানুষটা, অকালে প্রাণ হারাল ওকে সাহায্য করতে গিয়ে। ভাবলেই বুকটা টনটন করে উঠছে টনির।

পোলার্ডের খসখসে কণ্ঠ শুনে সংবিৎ ফিরে পেল ও।

'কাছে এসে গেছি,' বলল ট্রেজারি এজেন্ট। ট্র্যাকিং মনিটর থেকে মুখ তুলে আশপাশে চোখ বোলাল। আঙুল তুলে ঢালের উপরের একটা অংশ নির্দেশ করল। 'ওই যে, ওখানে পড়েছে বাক্সটা।'

'তা-ই যেন হয়,' বলল সানচেজ। 'নইলে তোমার পাছায় লাথি মেরে পা গরম করব।'

'কী বললে?' চটে উঠল পোলার্ড।

'শুনতে পাওনি? কানের চিকিৎসা দরকার?'

'চিকিৎসা আমার না, তোমার দরকার! মস্তিষ্কবিকৃতির চিকিৎসা!'

লেগে যাচ্ছিল দু'জনে, কিন্তু কড়া গলায় ধমকে উঠল রেইন।

'থামো! কী শুরু করেছ?' বলল দস্যুনেতা। 'যদি বোঝাপড়া করতেই চাও, টাকা উদ্ধারের পরে কোরো। পোলার্ড, অন্ধকার নেমে এসেছে। বাক্সটা ইলুমিনেট করতে পারবে?'

কোনোমতে রাগ দমাল ট্রেজারি এজেন্ট। দাঁত দিয়ে কামড়ে খুলে ফেলল এক হাতের গ্লাভ। ট্র্যাকিং মনিটরের গায়ে একটা ছোট বোতাম চাপল। বিন্দুর মত ট্রেসার লাইট জ্বলে উঠল ডলারের বাক্সের গায়ে।

মিটমিট করতে থাকা আলোটা দেখতে পেল সবাই। ঢালের সিকি মাইল উপরে জ্বলছে ওটা। টনি আন্দাজ করল, আধঘণ্টা লাগবে ওখানে পৌঁছুতে। এরপর যদি দুর্বৃত্তরা বিশ্রাম না নেয়, তৃতীয় বাক্সটার কাছে পৌঁছুনো যাবে দু'ঘণ্টার মধ্যে।

তারমানে জীবনের শেষ সূর্যাস্ত দেখে ফেলেছে ও। বাঁচার কোনও আশা নেই। দাঁতে দাঁত পিষে প্রতিজ্ঞা করল টনি—মরার আগে ওদের দু'একজনকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে যাবে।

পশ্চিমমুখী ট্রেইলে দ্রুত এগোচ্ছে রানা আর আইভি। অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে রানা আগুন পোহাতে পেরে। জেরেমি ডগলাসের পুরনো সোয়েটারটাও যথেষ্ট গরম। ফলে দ্বিতীয় জীবন পেয়েছে ও। আইভির কয়েক গজ সামনে থেকে হাঁটছে রানা, তাই ও-ই আগে দেখতে পেল আলোটা। মিটমিট করে জ্বলে উঠল লাল ট্রেসার। কোনও সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় বাক্সের গায়ে জ্বলছে ওটা।

থেমে আইভিকে আলোটা দেখাল রানা। 'ওই যে, ওখানে! তাড়াতাড়ি চলো।'

সূর্য প্রায় ডুবে গেছে, কিন্তু গতি কমাল না ওরা। পাহাড়ি পথটা চেনে রানা, জানে কীভাবে রেইনের আগে গন্তব্যে পৌঁছুনো যাবে। যে-পথে টনি ওদেরকে নিয়ে আসছে, তাতে সূর্যাস্তের খানিক পর জায়গামত পৌঁছুবে দুর্বৃত্তরা। টনি যদি কোনোভাবে ওদেরকে দেরি করিয়ে দিতে পারে, তা হলে হয়তো আরেকটু বেশি সময় লাগবে। তবে তারপরেও আধঘণ্টার বেশি পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

কান খাড়া করে রেখেছে রানা, খেয়াল রাখল—শত্রুপক্ষের আওয়াজ শোনা যায় কি না। আর যা-ই হোক, নিরস্ত্র অবস্থায় রেইনের খুনে বাহিনীর সামনে পড়া চলবে না।

গাছপালার মাঝখানে বাক্সটা খুঁজে পেল ওরা। সদ্য-ঝরা তুষারের তলায় অর্ধেক দেবে আছে। বরফ খুঁড়ে ওটা বের করে আনল রানা।

'কত টাকা আছে ভিতরে?' জানতে চাইল আইভি।

'ডাকাতরা বলছিল, তিন বাক্স মিলিয়ে একশো মিলিয়ন ডলার। তারমানে, এটার ভিতরে অন্তত তেত্রিশ মিলিয়ন আছে।'

শিস দিয়ে উঠল আইভি। 'তিন বাক্স?'

'উঁহুঁ। এখন দুটো অবশিষ্ট আছে। প্রথমটা কুগান ব্লাফের

অ্যাভালাঞ্চে হারিয়ে গেছে।'

'তারপরও অনেক টাকা!' ফিসফিসিয়ে বলল আইভি। 'তোমার লোভ হচ্ছে না?'

'না। কারণ আমি জানি, এ-ধরনের টাকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ঝামেলা... মহা-ঝামেলা। পরিস্থিতি তো দেখতেই পাচ্ছ নিজের চোখে।'

'কী করতে চাও তা হলে?'

'ঝামেলাটা ডাকাতদের ঘাড়ে চাপাতে চাই, যাতে রাগের মাথায় ভুল করতে শুরু করে। আইস-পিকটা দাও।'

পিকের ছুঁচালো মাথা ডালার ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিতে থাকল রানা। একটু পরেই ভোঁতা শব্দ করে ভেঙে গেল তালাটা।

'এদিকে!' বলে উঠল পোলার্ড।

সানচেজের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সামনেটা আলোকিত হয়ে আছে। ঘুরপথে একটা পাহাড়ের গোড়া পেরিয়ে ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে দলটা। ট্র্যাকিং মনিটর হাতে ট্রেজারি এজেন্ট রয়েছে সবার সামনে। তার পাশে সানচেজ, এরপর লোগান; টনিকে রাখা হয়েছে মাঝখানে; সবশেষে রেইন, সিনথিয়া আর ম্যাকার্থি।

ইচ্ছে করে একটু হোঁচট খেল টনি, থেমে পড়ল, ম্যাকার্থিকে এগিয়ে যেতে দিল সামনে। যতটা সম্ভব, রেইনের কাছাকাছি থাকতে চাইছে, সুযোগ পেলেই যেন একটা অঘটন ঘটাতে পারে। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফেলে দেবে ক্লিফ থেকে, কিংবা পাহাড়ি কোনও খাদে। তা যদি সম্ভব না হয়, গাছের গুঁড়িতে বাড়ি দিয়ে ফাটিয়ে দেবে মাথা। কিছু একটা করার জন্য হাত নিশপিশ করছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত, ভাবল ও, আর কিছু করার না থাকলে এই ছোট্ট ইচ্ছেগুলোই কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়!

'ওই যে, ওই রিজের উপরে আছে বাক্সটা,' মনিটর দেখে বলে উঠল পোলার্ড।

'তা হলে যাও, নিয়ে এসো ওটা,' গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিল রেইন।

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না। দল ছেড়ে এগিয়ে গেল ট্রেজারি এজেন্ট, তাকে অনুসরণ করল সানচেজ আর লোগান। গাছপালার মাঝখানে ঢুকে পড়ল। রেইনের ফ্ল্যাশলাইটের নাগালের বাইরে হারিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের ভিতর।

ঘাড় ফিরিয়ে দস্যুনেতার দিকে তাকাল টনি। লোকটার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ প্রকট হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই, শারীরিকভাবে বেশ শক্ত মানুষ; কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের হালকা বাতাস আর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কাহিল করে ফেলছে তাকে। পাহাড় বাওয়া সহজ কাজ নয়। যত ফিটনেসই থাকুক, চর্চা না থাকলে ব্যায়ামবীরও হার মানতে বাধ্য হবে। খুব শীঘ্রি সতর্কতায় ঢিল দিতে বাধ্য হবে সে, আর তখনই আঘাত হানবে টনি।

'পেয়েছি!' রিজের উপর থেকে ভেসে এল পোলার্ডের উত্তেজিত কণ্ঠ। 'অ্যাই, আলোটা এদিকে আনো। ছায়ার মধ্যে পড়ে আছে বাক্সটা।'

ছটফটিয়ে উঠল রেইন, পিস্তলের গুঁতো মেরে আগে বাড়তে বাধ্য করল টনিকে। ঢাল বেয়ে দ্রুত রিজে উঠে এল। খোলা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পোলার্ড, সানচেজ আর লোগান। নিজের ফ্ল্যাশলাইট ওদিকে ঘোরাল রেইন।

পরমুহূর্তে থমকে গেল।

হাসি ফুটল টনির ঠোঁটে। মন থেকে শোক আর ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে গেছে। বেঁচে আছে রানা, আর তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে সামনে।

গাছপালার মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একটা হাতে-বানানো তুষারমানবের মূর্তি। তিন ফুট লম্বা, কয়েকটা পাথর সাজিয়ে মুখে হাসি ফোটানো হয়েছে। মাথায় একটা মাইনিং হেলমেট... নিশ্চয়ই জেরেমি ডগলাসের। ডলারের বাক্সটা গুঁজে রাখা হয়েছে পায়ের কাছের তুষারে, ডালায় মিটমিট করছে লাল রঙের ট্রেসার লাইট।

হাঁটু গেড়ে তুষারমানবের পায়ের কাছে বসে পড়ল পোলার্ড। বাক্সটা তুষারের মাঝ থেকে বের করে ডালা খুলল। ভিতর থেকে কী যেন একটা বের করে আনল।

ট্রেজারি এজেন্টের উপর আলো ফেলল রেইন। 'কী ওটা?'

'একটা নোট।'

'ব্যস? আর কিছু নেই?'

উঠে দাঁড়াল পোলার্ড। 'না।' সখেদে লাথি মারল তুষারমানবের গায়ে। 'তবে কিছু একটা লেখা আছে নোটের গায়ে।'

'কী?'

রেইনের দিকে নোটটা বাড়িয়ে ধরল পোলার্ড। আলো পড়ায় দেখা গেল লেখাটা:

অদল-বদল করতে চাও?

আশ্চর্যরকম শান্ত দেখাল রেইনকে। চোয়াল শক্ত হলো কেবল।

নোটটা দলামোচা করে ফেলল পোলার্ড। রাগের মাথায় ঘুসি মারল তুষারমানবের মাথায়। হেলমেটটা উড়ে চলে গেল, কিন্তু হাসিটা রইল আগের মত।

'রানা... নিশ্চয়ই রানা!' খেপাটে শোনাল ট্রেজারি এজেন্টের কণ্ঠ। 'ও ছাড়া আর কেউ না। হারামজাদা বেঁচে আছে!'

সঙ্গীদের দিকে তাকাল রেইন। হালকা গলায় বলল, 'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, মাসুদ রানার রেপিউটেশনে এক বিন্দু খাদ নেই।' টনির দিকে ফিরল। 'মি. টনি, তুমি বলেছিলে এখানে পৌঁছুনোর আর কোনও পথ নেই।'

'পাহাড়ের পূর্ব-পাঁচিল ছাড়া।'

'ওটা বেয়ে তো ওঠা অসম্ভব বলেছিলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টনি। 'বোঝা যাচ্ছে, ধারণাটা ভুল। দুনিয়ায় অন্তত একজন মানুষ ওটা বেয়ে এই আবহাওয়াতেও উপরে উঠতে পারে... কোনও রকম গিয়ার ছাড়া! রানা যে এত ভাল ক্লাইম্বার, তা আমি নিজেও জানতাম না।'

অদ্ভুত এক গর্ব অনুভব করছে ও বন্ধুকে নিয়ে। রেইন ওকে গুলি করলেও সম্ভবত আনন্দ নিয়ে মরতে পারবে।

কিন্তু ওকে খুন করার কথা ভাবছে না দস্যুনেতা। অনুচরদের দিকে ফিরল। বলল, 'বেশিদূর যেতে পারেনি রানা। তুষারে ওর পায়ের ছাপ থাকবে। যাও, খুঁজে বের করো ওকে।'

টনির পিঠে পিস্তল ঠেকাল সিনথিয়া, নিয়ে চলল রিজের পূর্বদিকে। রেইন আর পোলার্ড যোগ দিল ওদের সঙ্গে। বাকিরা যার যার অস্ত্র কক করল; তারপর রওনা হলো রিজের উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে। চোখে একটা নাইটভিশন গগলস্ পরে নিয়েছে লোগান।

পশ্চিমের পাঁচশো ফুট উঁচু আরেকটা চাতাল থেকে শত্রুপক্ষকে ছড়িয়ে পড়তে দেখল রানা।

পনেরো

অত্যন্ত সতর্কভাবে এগোচ্ছে লোগান, কিছুক্ষণ পর পর পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরিয়ে আনছে নজর। নাইটভিশনের সাহায্যে অন্ধকার ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে সর্বত্র।

সানচেজ আর ম্যাকার্থির কাছে নাইটভিশন নেই, তাই জমিনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ ওদের। কিছুক্ষণ পর চেঁচাল ম্যাকার্থি—এক জোড়া ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছে।

খুশি হবার কোনও কারণ দেখল না লোগান। মাসুদ রানাকে মোটেই খাটো করে দেখছে না সে। যে-লোক নিশ্চিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে আবার সিংহের মুখের কাছে ফিরে আসার দুঃসাহস দেখায়, তাকে মোটেও অবহেলা করার উপায় নেই। বরফে যে পায়ের ছাপ থেকে যাবে, তা রানাও নিশ্চয়ই জানে।

লোকটার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করল লোগান... সে নিজে হলে কী করত? হ্যাঁ, পায়ের ছাপ রেখে যেত বটে; কিন্তু সেটা শুধুই প্রতিপক্ষকে বোকা বানানোর জন্য। এক সারি ছাপের মাধ্যমে দূরে পাঠিয়ে দিত ধাওয়াকারীদেরকে, তারপর ফিরে আসত আগের জায়গায়... এমন একটা পথে, যেখানে পায়ের ছাপ পড়ে না।

যেমন, পাথর। লোকটা একজন ক্লাইম্বার। ওর কাছ থেকে

এমন কৌশলই আশা করা যায়। নিশ্চয়ই উঁচু কোনও চাতালে উঠে ঘাপটি মেরেছে; আড়াল থেকে দেখছে, ওরা কী করে। আশপাশে নজর বোলাল লোগান। কাছাকাছি একমাত্র ক্লিফটা পশ্চিমে; অনেক উঁচু, অন্ধকারে চূড়া বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অত উপরে উঠবে না রানা। যেখান থেকে ভালমত নজর রাখা যায়, সেখানে আশ্রয় নেবে।

উত্তরদিকে এগোবার ভান করল লোগান। চারদিকে চোখ বোলানোর ছলে তাকাল ক্লিফের দিকে। গগলসের ম্যাগনিফিকেশন বাড়িয়ে নিল। নাইটভিশনের কল্যাণে চাঁদ আর তারার আলো বেড়ে গেল বহুগুণ, সবকিছু ফকফকা হয়ে গেছে। অনেক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। হঠাৎ নড়াচড়া লক্ষ করল একটা চাতালের উপর।

না, কোনও ভুল নেই। রানার অবয়ব চিনতে পারছে সে। কিন্তু একা নয় লোকটা, পাশে একটা মেয়েও আছে। এল কোত্থেকে?

ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না লোগান। শিকারের খোঁজ পেয়ে গেছে, তাতেই হাসি ফুটল মুখে। উত্তরমুখী হয়ে এগিয়ে চলল সে। চাতালের দৃষ্টিসীমার আড়ালে গিয়ে দিকবদল করল। গাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল শিকারী পশুর মত।

'কী অবস্থা তোমার?' জানতে চাইল রানা। 'কোনও সমস্যা হচ্ছে না তো?'

'এই প্রশ্ন তো আমার করা উচিত,' বলল আইভি। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না। সামান্য ঠাণ্ডায় কিচ্ছু হবে না। আমি তো আর পাঁচ হাজার ফুট ক্লাইম্ব করিনি।'

'আমাকে নিয়েও ভাবনার কিছু নেই,' হাসল রানা।

'এ-ধরনের ধকল সহ্য করার অভ্যেস আছে আমার।'

ভুরু কোঁচকাল আইভি। 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটররা পাহাড়-পর্বতে সশস্ত্র ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে, এ-কথা শুনিনি কোথাও। করলেও... সেটা অভ্যাসে পরিণত হবার মত বেশি মাত্রায় নিশ্চয়ই নয়?'

'কারও কারও বেলায় কথাটা সত্যি,' হালকা গলায় বলল রানা। ডগলাসের কেবিন থেকে আনা বিনকিউলার লাগাল আবার চোখে। নীচে তাকাল।

'টনি কেমন আছে?' জানতে চাইল আইভি।

'হাঁটছে। খুব একটা আহত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ওকে দরকার ডাকাতদের, তাই বেশি জখম করেনি।'

'কী করছে ওরা?'

'আমাদেরকে খুঁজছে। অদল-বদলে আগ্রহী নয় সম্ভবত। তবে বেশিক্ষণ তল্লাশি চালাতে পারবে না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, খুব শীঘ্রি শেল্টার দরকার হবে ওদের। আমাদেরও।'

উঠে দাঁড়াল রানা। পিঠ থেকে খুলতে শুরু করল ডলারে ভরা ব্যাকপ্যাকটা।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল আইভি। 'খুলছ কেন ওটা?'

'টাকার ওজন যে এত বেশি হতে পারে, জানা ছিল না,' হাসল রানা। 'কাঁধ আর পিঠের একটু বিশ্রাম দরকার...'

কথা শেষ হলো না ওর, তার আগেই গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ব্যাকপ্যাক খোলার জন্য নড়ছিল রানা, তাই কপালজোরে বেঁচে গেল। ওর কানের দু'ইঞ্চি দূর দিয়ে শিস কেটে ছুটে গেল বুলেট।

বিদ্যুৎবেগে নড়ল রানা—সচেতনভাবে নয়, স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে। ব্যাকপ্যাক আর খুলল না, ঝাঁপ দিল মাটিতে। আইভির

উপরে নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে ফেলল। গায়ের এক হাত উপর দিয়ে ছুটে গেল আরও কয়েকটা বুলেট। একটু দূর থেকে গুলি করছে আততায়ী, অন্ধকার আর বাতাসের কারণে নিশানা স্থির রাখতে পারছে না।

'ফলো মি!' আইভিকে বলল রানা, তারপর ক্রল করতে শুরু করল।

ঘুরল ও, বৃত্ত রচনা করে আরেক দিকে এগোল, চাতালের এক প্রান্ত ঘেঁষে পাহাড়ি ঢালে নেমে যেতে চায়। দু'জনে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগে আরও কয়েকটা গুলি করল লোগান। কিন্তু রানা আর আইভি সচল টার্গেট, প্রতিটি বুলেট ফাঁকা জায়গা দিয়ে ছুটে গেল।

চাতালের কিনারায় কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি নিয়ে ফুলে-ফেঁপে আছে তুষার, সেগুলোর আড়ালে থেকে পাহাড়ের নীচের কাঁধ লক্ষ্য করে এগোল রানা আর আইভি। সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল। আবারও গুলির শব্দ হলো, বরফ কুচিগুলো তীরের মত আঘাত করল রানার নাকে-মুখে। কেটে যাওয়ায় গাল থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করল।

ঢালে নেমে একটু থামল ওরা। সামনের দিকে তাকিয়ে বুক শুকিয়ে গেল রানার। বেশ অনেকখানি জায়গা ফাঁকা, আড়াল নেই কোনও। ওটার শেষপ্রান্তে রয়েছে গাছপালার সারি। কিন্তু অতদূর পৌঁছুনোর আগে ফাঁকা অংশটা পেরুনোর ঝুঁকি নিতে হবে। না নিয়েও উপায় নেই।

'দৌড়াতে হবে আমাদেরকে,' আইভিকে বলল ও।

'কোথায়?'

'ওই দিকে,' হাত তুলে সামনে দেখাল রানা। 'গাছপালার ভিতরে ঢুকে যেতে পারলে কাভার পাব।'

'তারপর?'

'দেখি, একটা কিছু ভেবে নেব তখন। রেডি হও। তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল আইভি। বুক ধড়ফড় করছে ওর।

'এঁকেবেঁকে দৌড়াবে,' বলে দিল রানা। 'ওকে, ওয়ান... টু... থ্রি!'

জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটল আইভি, পিছু পিছু রানা। বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। পিছন থেকে গর্জে উঠল রাইফেল। কিন্তু ডান-বাম করে ছুটছে ওরা, গায়ে লাগল না একটা বুলেটও। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বরফে মাথা কুটল তপ্ত সীসা।

অদ্ভুত এক শক্তি আর গতি ভর করেছে রানা আর আইভির মধ্যে। ভাবেইনি এত জোরে ছুটতে পারবে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে এল দু'জনে, ঢুকে পড়ল গাছপালার ভিতরে। পিছনে রাইফেলের নিষ্ফল আওয়াজ হলো কয়েকবার, তারপর থেমে গেল। আততায়ী বুঝতে পেরেছে, এখন আর লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না।

বড় একটা গাছের আড়ালে পৌঁছে থামল দু'জনে। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। ক্ষণিকের জন্য স্বস্তি অনুভব করল রানা। এখন ওদের পিছু নিতে বাধ্য হবে রাইফেলধারী। জঙ্গলে ঢুকবে। হয়তো ঘায়েল করা যাবে তাকে।

'হাঁটো,' আইভিকে বলল রানা। 'জুতসই একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে পাল্টা-আক্রমণের জন্য।'

'পাল্টা-আক্রমণ!' অবাক হলো আইভি। 'কী দিয়ে? পাথর, নাকি বরফ?'

'দেখতেই পাবে। এগোও।'

হাঁটতে হাঁটতে কান পাতল রানা। একটু পর শুনতে পেল

আবছা আওয়াজ—ওদের পিছু নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে আততায়ী। তার পায়ের চাপে শুকনো ডালপালা ভাঙছে। আন্দাজ করল, মোটামুটি একশো গজ দূরে আছে লোকটা।

গাছপালার সারি পেরিয়ে এল দু'জনে। হঠাৎ হোঁচট খেল আইভি। পড়ে যাচ্ছিল, খপ করে ওকে ধরে ফেলল রানা। পরক্ষণে টের পেল, কত বড় সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেছে একটা সরু নদী, জঙ্গলের কিনার ঘেঁষে। ঠাণ্ডায় জমে ওটা এখন নিরেট এক আইস ফিল্ডে পরিণত হয়েছে। মসৃণ ওই বরফের মাঠে পড়তে চলেছিল আইভি, পিছল খেয়ে ঢাল ধরে সোজা চলে যেত পাহাড়ি ঢালের শেষপ্রান্তে, কিনারা টপকে আছড়ে পড়ত কয়েকশো ফুট নীচের জমিতে। নির্ঘাত মৃত্যু।

ব্যাপারটা আইভিও বুঝতে পেরেছে। নার্ভাস হাসি ফুটল ঠোঁটে। বিড়বিড় করে বলল, 'থ্যাঙ্কস্।'

ওর দিকে মনোযোগ নেই রানার। আড়াল খুঁজছে। নদীর ধারে বড় একটা বোল্ডার দেখতে পেল।

'এসো আমার সঙ্গে,' বলল ও।

বোল্ডারের আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মারল দু'জনে।

ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে রাইফেলধারীর পায়ের আওয়াজ। বড্ড দ্রুত আসছে লোকটা। অচেনা রাস্তায়, রাতের আঁধারে এত দ্রুত আসতে পারার কথা নয় তার। ভুরু কোঁচকাল রানা—রহস্যটা কী? জবাবটা পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নাইট-ভিশন।

'ফ্লেয়ার আছে তোমার কাছে?' আইভির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'দাও আমাকে একটা।'

পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে অন্ধকারে হাতড়াল আইভি। একটু পর রানার হাতে তুলে দিল একটা ফ্লেয়ার।

'তোমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে,' বলল রানা। 'বলামাত্র ছুট লাগাবে, কেমন? *ঈগল কেইভ* চেনো নিশ্চয়ই? ওখানে চলে যেয়ো।'

'আর তুমি?'

'এদিকটা সামলে যোগ দেব তোমার সঙ্গে। কিচ্ছু ভেবো না। তৈরি হও।'

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে গেল রানার শরীর।

খসখস আওয়াজ হচ্ছে বরফের উপর পা পড়ার। প্রথমে দ্রুত, তারপর গতি কমে স্থির হয়ে গেল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে আততায়ী। আইস-ফিল্ড দেখতে পেয়েছে, ওটা পেরুনোর উপায় নেই। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, রানা ধারেকাছে কোথাও লুকিয়েছে।

কয়েক মিনিট সব নিথর হয়ে থাকল। ঝর্ণার কুলুকুলু ধ্বনি ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

হঠাৎ খসখসানি শোনা গেল। আবার এগোতে শুরু করেছে আততায়ী। আগের চাইতে সতর্কভাবে। দুই পলাতকের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

দমবন্ধ করে ফেলল রানা।

প্রতিপক্ষের উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাস শোনা গেল একটু পরেই। লাফ দিয়ে বোল্ডারের উপর উঠে পড়ল লোগান। বিজয়ীর ভঙ্গিতে রাইফেল তাক করল নীচের দিকে। আর তখুনি ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল রানা। ফ্লেয়ারটা জ্বেলে ফেলেছে উঠতে উঠতে, সোজা লোগানের মুখের সামনে উঁচু করে ধরল।

চোখ-ধাঁধানো আলো বিকিরণ করে পুড়তে শুরু করেছে ফ্লেয়ার। আর এই তীব্র আলোকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে লোগানের চোখে পৌঁছে দিল নাইট-ভিশন গগলস্।

'আহ্-হ্-হ্!' চেঁচিয়ে উঠল লোগান। আক্ষরিক অর্থেই এই মুহূর্তে অন্ধ হয়ে গেছে সে, কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পিছাতে গিয়ে পা ফসকাল, হুড়মুড় করে পড়ে গেল বোল্ডারের উপর থেকে। উল্টোদিকে।

'দৌড়াও!' চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল আইভি।

রানাও ছুটল, বোল্ডারের পাশ ঘুরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল লোগানের উপর। নাইট-ভিশন গগলস্ খুলে ফেলেছে দৈত্যাকৃতি লোকটা, আবছা ভাবে ওকে দেখতে পেয়ে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই গায়ের উপর এসে পড়ল রানা, নাকে-মুখে প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে চমকে গেল, ট্রিগারে টান পড়ায় বিকট শব্দে বেরিয়ে গেল একটা গুলি, রাইফেলটা ছুটে গেল লোগানের হাত থেকে। পড়ে যাওয়ার আগেই চট্ করে ধরে ফেলল রানা রাইফেলের ব্যারেল। লোগানও ধরল, ধরেই টান দিল নিজের দিকে। আশা করেছিল, টান দিয়ে ওটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে, কিন্তু তা না করে রাইফেলটা সবেগে সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা। ফলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল লোগান, হেলে পড়ল পিছনদিকে। ছেড়ে দিয়েছে অস্ত্র। রানারও হাত ফসকে বরফের উপর পড়ল ওটা। পাশেই পড়ল লোগান। হয় ডিগবাজি খেত সে, না হয় বেকায়দায় পড়ে ঘাড় মটকে মারা যেত; কিন্তু দুটোর কোনোটাই ঘটল না। শেষ মুহূর্তে কনুই দুটো মাটিতে বাধিয়ে দিয়ে পতন সামলে নিল

লোকটা। অবাক হয়ে গেল রানা লোকটার আসুরিক শক্তির নমুনা দেখে।

বরফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, রাইফেলটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওটা লোগানের দিকে ঘোরাতে চাইল ও, কিন্তু পারল না। লোগান অত্যন্ত ক্ষিপ্র, চোখের পলকে সিধে হয়েছে সে, ক্ষুধার্ত চিতার মত লাফিয়ে চলে এসেছে রানার বুকের কাছে। দুইহাত বাড়িয়ে টিপে ধরেছে রানার গলা। ধস্তাধস্তির মধ্যে পিছিয়ে গেল রানা, পিঠ ঠেকল বোল্ডারে। দুটো শরীরের মাঝখানে পড়ে গেছে রানার রাইফেল ধরা হাতটা, কাজেই গুলি করার কোনও সুযোগ পেল না। ইস্পাতের মত শক্ত দুটো হাত ওর গলায় চাপ বাড়াচ্ছে। হাঁসফাঁস করতে শুরু করল ও, দম নিতে পারছে না। প্রচণ্ড শক্তি লোগানের গায়ে, কিছুতেই রানা গলা থেকে তার হাত ছাড়াতে পারছে না। বোল্ডারের উপর পিষ্ট হচ্ছে শরীর, অসহ্য ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে। উপর দিকে সবেগে হাঁটু তুলল রানা, কিন্তু প্রতিপক্ষের উরুসন্ধিতে লাগাতে পারল না, সামান্য পাশ ফিরে ব্যর্থ করে দিল সে-প্রচেষ্টা। একটু অক্সিজেনের জন্যে ছটফট করছে রানার ফুসফুস, কিন্তু সরবরাহ নেই। বিকৃত হয়ে উঠল ওর চেহারা।

প্রতিপক্ষের কোনও আশা নেই, নেতিয়ে পড়ছে সে, আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না—বুঝতে পেরে রাইফেলের ব্যাপারে মাথা ঘামাল না লোগান। রানার গলার ওপর হাতের চাপ আরও বাড়াল সে। চোখের সামনে দেখতে পেল, শত্রুর মুখের রঙ বদলে যাচ্ছে।

ধস্তাধস্তি না করে শরীরটাকে একটু ঢিল করে দিল রানা, কিন্তু রাইফেলটা দুই শরীরের মাঝখানে সামান্য যেটুকু আটকে আছে সেটুকু বের করার জন্যে টান দিতে শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড

চেষ্টা করার পর সফল হলো বটে, কিন্তু সেটা ব্যবহার করবার উপায় দেখল না। একে গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে লোগান, তার উপর যেভাবে টিপে ধরেছে গলা, তাতে চোখে অন্ধকার দেখছে ও; কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ্ মনে হচ্ছে নিজেকে। এরই ফাঁকে বাম হাতে লোগানের কড়ে আঙুলটা ধরেই উল্টোদিকে ঝট্‌কা টান দিয়ে ভেঙে দিল রানা সেটা। তীক্ষ্ণ ব্যথায় 'আঁউ' করে চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য, তারপর হঠাৎ রাইফেলটা রানার হাতে দেখতে পেয়েই দিশে হারিয়ে ফেলল। রানার গলা থেকে ডান হাতটা নামিয়ে ছোঁ মারল সেটা ধরার জন্যে। মুঠোর ভিতর একবার নিতে পারলে রানার সাধ্য নেই নিজের দখলে রাখে ওটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত থেকে সেটা ছেড়ে দিল রানা। বরফের উপর খটাস শব্দে আছড়ে পড়ল অস্ত্রটা।

রাইফেল কেড়ে নিতে না পেরে প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেল লোগান। হাঁটু ভাঁজ করে ডান পা উপরে তুলল সে, তারপর বুটটা সজোরে নামিয়ে আনল রানার জুতোর সামনের দিকটায়। আঙুলের তীব্র ব্যথা ইলেকট্রিক শকের মত ছড়িয়ে পড়ল রানার সারা শরীরে। কিন্তু দিশে হারাল না ও। গলা থেকে হাত সরে যাওয়ায় শ্বাস নিতে পারছে এখন। ফুসফুস ভরে পরিষ্কার বাতাস টেনে নিল রানা। তারপর মুঠো অর্ধেক ভাঁজ করে চার আঙুলের গিঁঠ দিয়ে গায়ের জোরে ঘুসি মারল প্রতিপক্ষের চিবুকে। এবার গুনে গুনে তিনটে শ্বাস নিল ও; জানে, এক্ষুনি মারটা হজম করে নেবে শত্রু। তাই চট্ করে এক পা আগে বেড়ে আরেকটা পাঞ্চ কষাল ওর চোয়ালে। টলোমলো পায়ে দুই কদম পিছিয়েই ধড়াস করে পড়ল লোকটা শক্ত বরফের উপর। এবং পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে রানার দিকে।

এতটা আশা করেনি রানা—লোকটা দুর্দমনীয়। পরিষ্কার

বুঝতে পারল, একে পরাস্ত করা সহজ হবে না।

কাছে এসে হাত ঘুরিয়ে এক ঘুসিতে রানার চোয়াল আলগা করে দিতে চাইল লোগান, কিন্তু লাগাতে পারল না। নিচু হয়ে ঘুসিটা মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দিল রানা, তারপর ওর জামা খামচে ধরে হিপ-থ্রো করল। শূন্য থেকে ধপাস করে ভারী শরীর নিয়ে বরফে আছড়ে পড়ল লোগান, ককিয়ে উঠল ব্যথায়—পতনের ধাক্কায় বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে তার।

নিজেকে সামলে নিতে এবারও বেশি সময় নিল না লোকটা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, তবে হামলা চালাল না আর। তার চোখে শঙ্কার মেঘ দেখল রানা। দ্বিধান্বিত। ব্যাটা ভাল করেই বুঝতে পারছে, যা ভেবেছিল তা নয়—শক্ত প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়েছে সে; এই বাঙালি লোকটা আকার-আয়তনে ছোট হলে কী হবে, ফাইটার হিসেবে তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, বরং কয়েক গুণ বেশি দক্ষ; জানে কোথায় কীভাবে মারলে ব্যথা লাগে।

এক পা এগোল রানা ওর দিকে, তারপর লাফিয়ে শূন্যে উঠে জোড়া পায়ের লাথি বসালো লোগানের বুকে। দুই পা পিছিয়ে গেল বটে, কিন্তু বরফের উপর রানার পা নেমে আসতেই ঝাড়ু দেবার ভঙ্গিতে নিজের পা চালিয়ে ফেলে দিল লোগান ওকে বরফের উপর, পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। কয়েক সেকেণ্ড ধরে চলল ঝটাপটি-ধস্তাধস্তি। এক পর্যায়ে রানার পেটের উপর চেপে বসল লোগান। বীভৎস হাসি ফুটে উঠল রক্তাক্ত মুখে, মনে পড়েছে পিস্তলটার কথা—হাত বাড়াল কোমরের হোলস্টারের দিকে। হোলস্টারটা খালি দেখে উবে গেল হাসি, চমকে চাইল চিৎ হয়ে পড়ে থাকা রানার দিকে।

হাসছে রানা। লোগানের পিস্তলটা এখন শোভা পাচ্ছে ওর

হাতে, এক চোখের স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওটা ওরই কপাল বরাবর। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোগান, দৌড়ে পৌঁছুতে চাইল রাইফেলটার কাছে। কিন্তু রানা পা বাড়িয়ে দিতে হোঁচট খেল, সামলে নেবার আগে আবারও হোঁচট খেল উঁচু হয়ে থাকা বরফ খণ্ডে; টালমাটাল অবস্থা হলো তার। সেই অবস্থাতেই খেয়াল করল, এগিয়ে আসছে রানা।

সাহস হারাল দৈত্য। দিশে হারিয়ে ছুট দিল পাহাড়ের কিনারের দিকে। ওকে তাড়া করতে গিয়ে রানাও হোঁচট খেল ছোট একটা বরফের ঢিবিতে। তাল সামলাতে গিয়ে পিস্তল ছুটে গেল হাত থেকে। ঢাল বেয়ে সড় সড় করে পিছলে নেমে যাচ্ছে ওরা, আগে লোগান, তার পিছনে রানা। মোমেন্টাম বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। হঠাৎ হুঁশ হতেই জুতোর তলা দিয়ে পতন ঠেকাবার চেষ্টা করল রানা।

কিনারার পাঁচ গজে পৌঁছে কী ঘটতে চলেছে টের পেয়ে গেল লোগানও। পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত রানার একটা পা আঁকড়ে ধরল সে। রানার পতন কমে আসছিল, কিন্তু বিশাল লোকটার ওজন যুক্ত হওয়ায় গতি বেড়ে গেল আবারও।

সামনে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু! মারাত্মক বিপদের মুখে ঠিক সময় মত রানার মনে পড়ল কোমরে ঝোলানো আইস-অ্যাক্সটার কথা—ডগলাসের কেবিন থেকে নিয়ে এসেছিল ওটা। চলন্ত অবস্থাতেই উঠে বসল রানা, আইস-অ্যাক্সের লেদার স্ট্র্যাপ কবজিতে আটকে ফেলল, তারপর সামনে বাঁকা হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে কোপ মারল লোগানের হাত লক্ষ্য করে। কব্জি থেকে আলগা হয়ে গেল ওর বাহু, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল চারদিকে—প্রচণ্ড ব্যথায় আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল

লোগান।

এসে গেছে পাহাড়ের কিনারা!

লোগানের চিৎকার শুনে সাড়া দিল কেউ একজন। অনেক কাছে এসে পড়েছে সে বা তারা। দ্বিতীয় কোপটা বরফে গেঁথে যাওয়ায় থেমে গেল রানার নিম্ন গতি। চোখের সামনে দেখতে পেল, কাটা হাতটা ফেলেই পাহাড়ের কিনারা পেরিয়ে গেল লোগানের দেহটা। খসে পড়ল নীচে। ভেসে এল গগনবিদারী মরণ-আর্তনাদ।

পাহাড়ের কিনারায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে হাঁপাল রানা আধ মিনিট। সমূহ বিপদ কেটে যাওয়ায় ব্যথা-বেদনা ফিরে এসেছে। টনটন করছে গোটা দেহ। ব্যথা সয়ে আসার জন্য একটু সময় নিল ও। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বোলাল চারপাশে। পাহাড়ের গায়ে সরু একটা কার্নিস দেখা যাচ্ছে কয়েক ফুট নীচে। দশ ইঞ্চি চওড়া। জায়গা বেশি না, তবে কাজ চলবে। একাধিক ব্যক্তির পায়ের আওয়াজ দ্রুত কাছে চলে আসছে।

ঢালের গায়ে ক্র্যাম্পন বিঁধিয়ে আইস-অ্যাক্সকে বরফ থেকে মুক্ত করল ও। সাবধানে কার্নিসে নেমে সরে যাচ্ছে ঘটনাস্থল থেকে। একটু পরেই হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ষোলো

তুষারমানবের মূর্তিটা দেখার পরে যে-ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল রেইনের, এখনও সেই একই প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। নির্বিকার মুখচ্ছবির আড়ালে দানা বাঁধা ক্রোধ আর সামান্য কৌতুক। একইসঙ্গে বিপরীতধর্মী দুটো অনুভূতির প্রকাশ আর দেখেনি টনি আগে।

এবার অবশ্য তুষারমানব নয়, রেইনের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে তুষারশুভ্র এক আইস-ফিল্ড—তাতে স্ফটিকের মত জ্বলজ্বল করছে কারও রক্তের একটা চওড়া রেখা। একেবারে পাহাড়ের কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে ওটা, বোঝা যাচ্ছে—রক্তের মালিক পড়ে গেছে নীচে, পিছনে ফেলে গেছে একটা কাটা হাত। আংটি দেখে চেনা গেল হাতটা কার। ছোট একটা গর্তও দেখা যাচ্ছে আইস-অ্যাক্সের, আর ওটা দেখে বুঝতে পারছে টনি—বেঁচে আছে রানা। বরফের গায়ে আইস-অ্যাক্স গেঁথে ঝুলে পড়েছিল কিনারায়। নীচে কোনও একটা কার্নিস খুঁজে নিয়ে নেমে গেছে। এখন আর ওর নাগাল পাবার কোনও উপায় নেই কারও।

নিঃশব্দ একটুকরো হাসি ফুটল মাউণ্টেইন রেঞ্জারের ঠোঁটে। রীতিমত চমক দেখিয়ে চলেছে রানা একের পর এক। বন্ধুগর্বে

আধহাত ফুলে গেল ওর বুক।

গুলির শব্দ শুনে সবাই ছুটে এসেছে এদিকে। বড় একটা বোল্ডারের কাছে লোগানের নাইট-ভিশনটা পেয়েছে রেইন, ওটা চোখে লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, কী ঘটেছে এখানে। কেবল হাত নয়, লোগানের রাইফেল ও পিস্তলও পাওয়া গেল। কঠিন বাস্তবতা টের পেয়ে তিক্ততায় ভরে গেছে রেইনের মন। তার উপর টেক্কা দেবার মত উপযুক্ত একজনের দেখা পেয়েছে সে এতদিনে। এখন স্রেফ রেইনের সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, নিজেকে অজেয় ভাবার অহমিকাও কালিমালিপ্ত হচ্ছে।

দু'পা এগিয়ে আইস-ফিল্ডের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল রেইন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ভুল লোকের সঙ্গে লাগতে গেছো তোমরা,' পিছন থেকে হালকা গলায় বলল টনি।

একটা ফ্লেয়ার উঁচু করে চারপাশটা আলোকিত করছিল সিনথিয়া। কথাটা কানে যেতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। হাত থেকে ফেলে দিল ফ্লেয়ার। এগিয়ে এসে অস্ত্রের বাঁট দিয়ে আঘাত করল টনির শিরদাঁড়ায়। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও।

'ভুল লোকের সঙ্গে আমরা নই, রানা লাগতে গেছে!' চেঁচিয়ে বলল সিনথিয়া। রেইনের দিকে তাকাল, 'পিছু নেবে ওর?'

'না,' মাথা নাড়ল দস্যুনেতা।

'কেন? ধারেকাছেই কোথাও আছে লোকটা। খুঁজলে ওর ট্র্যাক পাওয়া যাবে।'

'সেই চেষ্টাই তো করছিলাম। মাঝখান থেকে একজনকে হারিয়েছি। না, আর ঝুঁকি নেয়া চলে না। এই পাহাড় চেনে ও। আমরা চিনি না।'

'তৃতীয় বাক্সটা কোথায় আছে, তাও জানে রানা!'

'হ্যাঁ, জানে,' স্বীকার করল রেইন। 'আমাদের আগে যদি খুঁজেও পায়, আশা করি সমঝোতায় আসবে।'

'সমঝোতা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকার্থি। 'লোগানের হাত কেটে নিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছে হারামজাদা!' উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে। 'ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। গোল্লায় যাক রানা... গোল্লায় যাক টাকা! আমি এর মধ্যে আর নেই।'

'লেজ গোটাচ্ছ, ম্যাকার্থি?' বিদ্রূপের সুরে বলল সানচেজ।

ঝট্ করে তার দিকে ফিরল ম্যাকার্থি। চোখে আগুন জ্বলছে। 'আমাকে কিছু বললে?'

'হ্যাঁ। বলছি যে, নিঃসঙ্গ... নিরস্ত্র একজন লোককে শুধু কাপুরুষরা ভয় পায়।'

'লোগান কাপুরুষ ছিল? সাহস দেখাতে গিয়ে কী লাভ হয়েছে ওর?'

'থামো!' ধমকে উঠল রেইন। 'নিজেদের মধ্যে লড়াই নেই আমাদের। লড়াই শুধু মাসুদ রানার সঙ্গে!'

'ওকে একা ভাবছি কেন?' বলল ম্যাকার্থি। 'কীভাবে জানছি ও সাহায্য আনতে যায়নি?'

'কারণ আমি যেতাম না,' রেইন বলল। 'শিকারী কখনও শিকারের পিছু ছাড়ে না। তাতে ট্র্যাক হারাবার সম্ভাবনা থাকে। না, রানা কোথাও যাবে না... আমি বুঝে গেছি ওর ধাত। আশপাশেই থাকবে ও যতক্ষণ ওর বন্ধু আমাদের হাতে আছে।' টনির দিকে ফিরল। 'রাতের জন্য আশ্রয় দরকার আমাদের। কাছাকাছি শেল্টার আছে?'

'গুহা চাইছ?' জিজ্ঞেস করল টনি।

'না। ওটা জন্তু-জানোয়ারের আশ্রয়—শেয়াল, কুকুর আর ভালুকের জন্য। আমরা চাই মানুষের উপযোগী আশ্রয়। তেমন

কিছু আছে আশপাশে?'

'তিন মাইল দূরে একটা কেবিন আছে।'

'হেঁটে যাওয়া যাবে?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টনি।

'গুড। পথ দেখাও। ওখানে একটু জিরিয়ে নেব আমরা। বিশ্রাম পেলে মাথা কাজ করবে। রানাকে চমকে দেয়ার একটা কার্যকর বুদ্ধি হয়তো বেরিয়ে আসবে তখন। বেচারা লোগান কোনও বুদ্ধি বের করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।'

দলনেতার ইশারা পেয়ে টনিকে দাঁড় করাল ম্যাকার্থি আর সানচেজ। একটু পরে ওরা রওনা হয়ে গেল ডগলাস মাইন শাফটের উদ্দেশে।

ক্লান্ত হলেও টনি জানে, অন্যদের তুলনায় সুস্থ ও। বিমান ক্র্যাশের শিকার হয়েছে দস্যুরা, পাহাড়ি পরিবেশে অনভ্যস্ত। স্রেফ অস্ত্রের জোরে ওর উপরে খবরদারি করতে পারছে, কিন্তু এ-অবস্থা অনন্তকাল চলতে পারে না। সুযোগের অপেক্ষায় আছে ও, পেলেই আঘাত হানবে। পাল্লাটা ওর দিকে ঝুঁকছে রানার কল্যাণে।

বাঁকা এক পথে দলকে কেবিনের দিকে নিয়ে গেল টনি, খনির উপর দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে হলো তাতে। এ-পথে ঢাল বেয়ে নামার সময় কেবিনের চালে পাথর খসাতে পারল ও। ভিতরে রানা থাকলে তাতে সঙ্কেত পাবে সরে পড়ার জন্য।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় হাট হয়ে খুলে থাকতে দেখা গেল কেবিনের দরজা। ভিতরে কেউ নেই। তবে রানার উপস্থিতির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। বেশ ক'টা ডিসপ্লে-কেস ভাঙা, আইস-অ্যাক্স নামিয়ে নেয়ায় দেয়ালে তার ছাপ, মেঝের কোথাও কোথাও ধুলোর অনুপস্থিতি—ওখান থেকে দড়ির বাণ্ডিল সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

'কী বিচ্ছিরি জায়গা!' গা থেকে তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে বলল ম্যাকার্থি।

ওর কথায় কান দিল না পোলার্ড। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ভিতরের অবস্থা দেখল। বলল, 'রানা এসেছিল এখানে!' ভাঙা ডিসপ্লে-কেসগুলোর দিকে ইশারা করে টনির কাছে জানতে চাইল, 'কী ছিল ওগুলোর ভিতর?'

'কিছু না।'

অস্ত্রের নল দিয়ে টনির কিডনিতে গুঁতো মারল সানচেজ। 'তুমি মিথ্যে বলছ, দোস্ত।'

ঠোঁট কামড়ে ব্যথা সহ্য করল টনি। 'খামোকা ঝামেলা করছ। বললাম তো, কিছু ছিল না ওতে। খনির আকরিক থাকে ডিসপ্লে-তে।'

সামনে এগিয়ে ওর মুখের উপর আলো ফেলল রেইন। বলল, 'পাথরের টুকরো কী কাজে আসবে রানার?' দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোর উপর নজর বোলাল একটু। 'সম্ভবত ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট নিয়েছে। তাই না?'

'বেশি কিছু এখানে থাকলে তো নেবে,' কাঁধ ঝাঁকাল টনি। 'জাদুঘর এটা, ক্লাইম্বিং স্টোর না।'

'তারপরেও... কিছু তো নিয়েছে। আমাদের কাছাকাছি থাকার প্ল্যান ওর। কোথাও যাবে না তোমার বন্ধু... আমি যেমনটা বলেছিলাম।'

'জাস্ট পরিচিত... এমন কোনও বন্ধু নই আমি রানার। অযথা প্রাণের ঝুঁকি নেবে কেন?'

'নাইস ট্রাই। কিন্তু সত্যিকার বন্ধুত্ব চেনা আছে আমার। তার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নেয়াকে অযথা বলা চলে না। আমার সঙ্গীদের বেলায় কথাটা অবশ্য খাটে না। টাকা ছাড়া এক কদমও নড়তে

রাজি নয় ওরা।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে পায়ের ওজন বদলাল সানচেজ। 'দ্যাটস্ নট ফেয়ার, বস্! এখন পর্যন্ত একটা পয়সাও দেখিনি আমরা।'

হাসল রেইন। 'দেখলে তো? লোভী... একইসঙ্গে প্রতিবাদী অনুচর পেয়েছি আমি। বিভিন্ন দিক থেকে আমি ধনী... কেবল টাকার দিক ছাড়া।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'এনিওয়ে, দেশলাই আছে তোমার কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল টনি।

'তা হলে ঝট্পট্ আগুন জ্বালো ফায়ারপ্লেসে। এখানে কিছুটা সময় থাকব আমরা। সিনথিয়া, সানচেজ, ম্যাকার্থি... সবগুলো ডিসপ্লে-কেস ভাঙো। যা যা পাবে, সব ফেলে দিয়ে এসো বাইরে। রানা যেন দ্বিতীয়বার এখানে এলে কোনও সাপ্লাই না পায়।'

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সবুজ নায়লনের পোর্টেবল টেন্টের বাইরে। ছোট একটা কেরোসিন হিটারের উপর দু'হাত মেলে তাপ পোহানোর চেষ্টা করছে রিকি। বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে তাকাল উইলির দিকে। ওর বন্ধুটি পাথরের মত শক্ত একটা ক্যাণ্ডিবার চিবানোর ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত।

'আমার একটা পরামর্শ আছে,' বলল রিকি। 'আগামীতে যখন এমটিভি দেখতে বসবে, দয়া করে ওয়েদার চ্যানেলে একটিবার চোখ বুলিয়ো। হোক তা এক ন্যানো-সেকেণ্ডের জন্য। অন্তত জানতে পারবে, বড় ধরনের ঝড়-ঝঞ্ঝা হবার সম্ভাবনা আছে কি নেই। নিজেই বলো—তাঁবুর জগতে থাকতে ভাল লাগছে, নাকি বাসায় ভিডিও গেম খেললে ভাল লাগত?'

'অবশ্যই ভিডিও গেম!' জোর গলায় বলল উইলি।

'কথাটা আগে ভাবলে ভাল করতে না, গাধা কোথাকার?'

আহত হলো যেন উইলি। ক্যাণ্ডি-বার নামিয়ে রেখে বলল, 'আমাকে গাধা বললে?'

'আর কী বলব? তুমিই তো বুদ্ধি দিয়েছিলে আজ এখানে আসবার।'

'সব দোষ বুঝি আমার? কেন... মি. রানা তো বলেছিলেনই, ঝড় আসতে পারে। তখন তো খুব ফুটানি মারলে—উই *লাইক ইট এক্সট্রিম!*'

'এক্সট্রিম বলেছি, তাই বলে অ্যাণ্টার্কটিকার পরিবেশ পছন্দ, তা বলিনি।'

নীরবতা নেমে এল। আবার ক্যাণ্ডি-বার চিবুতে শুরু করল উইলি। ডুবে গেল ভাবনায়। সত্যি, বড় ভুল হয়েছে। অপ্রস্তুত অবস্থায় ভয়াল তুষারঝড়ের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে ওরা। মি. রানার কথা শোনা উচিত ছিল। ঝড় যদি না থামে, বড় ধরনের ঝামেলায় পড়ে যাবে ওরা।

'ইশ্‌শ্‌,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ও। 'মি. রানা যদি আশপাশে থাকতেন, সাহায্য নেয়া যেত...'

'আর তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই ওঁর!' বলল রিকি। 'আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াবেন! নিশ্চয়ই ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আরাম করছেন... আমাদেরও তা-ই করা উচিত ছিল।'

'হুম। ভুল করেছি বটে।'

পাগলাটে দুই তরুণের ধারণা ভুল। এ-মুহূর্তে প্রবল ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে রানা। আইভিকে পাশে নিয়ে ঈগল কেইভে বসে আছে ও। মুখে কালসিটে পড়েছে, ফ্রস্টবাইটের শিকার হয়েছে

আঙুলের ডগা, তারপরেও খুব একটা খারাপ লাগছে না। ব্যথাবোধ সত্ত্বেও অত্যন্ত সচেতন অবস্থায় আছে রানা, ভাবছে রেইন, টনি আর স্যামসনের কথা। আবহাওয়ার উন্নতি না ঘটায় মনে মনে খুশি—স্যামসন বেচারা দুশ্চিন্তায় ভুগবে বটে, কিন্তু চপার নিয়ে ওদের খোঁজে আসতে পারবে না। পড়বে না বিপদে। রাতের বেলা রেইনকেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে।

গাছের ডালপালা জড়ো করে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে ও, কিন্তু ওগুলো তুষারে ভিজে থাকায় কিছুক্ষণ পর পরই নিভে যেতে চাইছে। উপায়ান্তর না দেখে ব্যাকপ্যাক থেকে মাঝে মাঝে ডলারের বাণ্ডিল বের করছে রানা, ছুঁড়ে দিচ্ছে আগুনের মাঝে। তৃতীয়বারের মত দুটো বাণ্ডিল ছুঁড়ল।

'এই নিয়ে দুই মিলিয়ন খরচ হলো,' ঠাট্টা করে বলল ও। 'গুহাটাকে গরম রাখতে হলে রাজার কোষাগার দরকার!'

মলিন একটু হাসি ফুটল আইভির ঠোঁটে। 'সরকারি নোট নষ্ট করা ফেডারেল ক্রাইম—এটা জানো?'

'কোন্ পরিস্থিতিতে নষ্ট করেছি, তা জানলে মাইণ্ড করবে না আঙ্কেল স্যাম। সরকারি নোট... নিজেই তো বললে। রিপ্লেস করে নিতে পারবে ট্রেজারি ডিপার্টমেণ্ট। ওদেরকে শুধু ছাইগুলো দেখাতে হবে।'

'তা করতে গিয়ে না হাতকড়া পড়ে হাতে!' কাঁধ ঝাঁকাল আইভি। গম্ভীর হয়ে গেল।

'কী ভাবছ?' খানিক পর জানতে চাইল রানা।

'টনির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে, রানা।'

'তা তো আমারও হচ্ছে। কিন্তু সাহস হারিয়ো না। শয়তানগুলোকে যদি ব্যস্ত রাখতে পারি, ওর কোনও ক্ষতি হবে না।' কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটল রানার। 'ওকে আমি উদ্ধার করবই।'

ওর হাত ধরল আইভি। বলল, 'যা-ই ঘটুক, তার জন্য তুমি দায়ী নও। নিজেকে দোষারোপ কোরো না।'

পা মেলে দিল রানা। নড়েচড়ে বসে বলল, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, কেন যেন বিপদ-আপদ তাড়া করে আমাকে। ছুটিছাটা কখনোই শান্তিতে কাটাতে পারি না। বলছ আমি দায়ী নই, কিন্তু ওটা মেনে নিতে পারছি না। আমার কাছাকাছি এলেই বিপদে পড়ে লোকে।'

'সেজন্যেই নিজেকে গুটিয়ে রাখো?' জিজ্ঞেস করল আইভি। 'কোনও মেয়েকে কাছ ঘেঁষতে দাও না?'

'তুমি কিন্তু প্রায় কোলে চড়ে বসেছ,' ঠাট্টা করল রানা। 'কাছ ঘেঁষতে না দিলে সেটা সম্ভব হতো কেমন করে?'

'আমি সিরিয়াস, রানা,' গম্ভীর গলায় বলল আইভি। 'সত্যি করে বলো, কাউকে ভালবেসেছ কখনও?'

'হ্যাঁ, বেসেছি। কিন্তু আমার ভালবাসা কখনও পূর্ণ হবার নয়, আইভি। দেবার মত কিছুই নেই আসলে আমার।'

ওর গায়ে সেঁটে এল আইভি। মুখের কাছে নিয়ে এল মুখ। তারপর, অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হলো রানার। সবিস্ময়ে অনুভব করলো, দীর্ঘ ও ক্ষুধার্ত চুম্বন। রানার ঘাড়টা দু'হাতে আলিঙ্গন করলো আইভি, ওর মুখে উত্তপ্ত ও সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। ঝোঁকের মাথায় নয়, কিংবা ভাবাবেগেও নয়, নয় শারীরিক চাহিদার কাছে পরাজিত হয়ে, আইভির আকস্মিক পরিবর্তনের প্রতি স্রেফ সমর্থন জানিয়ে পাল্টা চুমো খেলো রানা।

রানার চুমো যেন পাগল করে তুললো আইভিকে। শরীরটা গুটিয়ে রানার ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাইল ও, আনন্দের আতিশয্যে অনবরত গোঙাল। তার লম্বা চুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল দুটো মুখ। রানার ঘাড়ে চেপে বসল জোড়া হাতের বাঁধন, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সাথে ফুলে ফুলে উঠছে জ্যাকেটের

আড়ালে সুগঠিত বুক।

'থামো,' একটু পর সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'আর না।'

'কেন... আমাকে তোমার ভাল লাগে না?' অভিমানী গলায় জানতে চাইল আইভি।

'হ্যাঁ, লাগে। সেজন্যেই ক্ষণিকের আবেগের বশে তুমি যা করতে চাইছ, তার সুযোগ নিতে চাই না। আমার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না, আইভি। যেদিন সবকিছু জানবে, সেদিন ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়ো, আমার সঙ্গে নিজেকে জড়াবে কি না। তার আগ পর্যন্ত সামলাও নিজেকে।'

'জানার মত সত্যিই কি কিছু আছে?'

'আছে... এবং সেটা তোমাকে জানাব আমি। কিন্তু এখন নয়। এসো শুয়ে পড়ি। বিশ্রাম দরকার। কাল সকালে অনেক কাজ।'

মনে মনে আঘাত পেয়েছে আইভি। কিন্তু চেহারায় তা ফুটতে দিল না। বলল, 'ঠিক আছে। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরবে? নাকি তাতেও বারণ?'

'না, বারণ নেই। ঠাণ্ডায় জমে গেলে কারও কোনও উপকার হবে না।'

আগুন একটু উসকে দিল রানা। তারপর আইভিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল গুহার মেঝেতে।

সতেরো

'টনি, আইভি... ডু ইউ রিড মি? আই রিপিট... ডু ইউ রিড মি? প্লিজ, কাম ইন! হচ্ছেটা কী উপরে? তোমরা যোগাযোগ করছ না কেন?'

রেডিও-র ভলিউম কমিয়ে দিল পোলার্ড। তাকাল রেইনের দিকে। কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে সূর্যোদয় দেখছে দস্যুনেতা। ঝড় থেমে গেছে, কিন্তু এখনও বাতাসের প্রকোপ কমেনি খুব একটা; তাপমাত্রাও বাড়েনি।

'আইভি?' মাথা একটু কাত করে বলল রেইন। 'মনে হচ্ছে নতুন অতিথির আগমন ঘটেছে পাহাড়ে। এইমাত্র শুনলাম... গলাটা কার?'

অস্ত্রের মুখে হালকা ব্যায়াম করছে টনি। গতকালের লাথি-গুঁতোর ব্যথা দূর করার চেষ্টা। জবাব দিল, 'ওটা স্যামসন... বুড়ো এক রেঞ্জার। আমাদের সঙ্গে কাজ করে। ওকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই তোমাদের।'

'হুম,' মাথা দোলাল রেইন। 'তোমাদের খোঁজ পাচ্ছে না... লোকটা এখন কী করবে?'

'কিছুই না। সম্ভবত জবাব না পাওয়া পর্যন্ত রেডিওতে ডাকাডাকি করে যাবে।'

‘কাউকে পাঠাবে না?’

‘পাঠাবার মত কেউ আর নেই স্টেশনে।’

‘বাইরে থেকে কাউকে নিয়ে আসতে পারে।’

‘মনে হয় না। ধারেকাছে থাকার মত আছে কেবল স্টেট পুলিশ। ওরা এদিকে আসতে পছন্দ করে না।’

‘পছন্দ-অপছন্দের কথা জানতে চাইছি না। আসতে বাধ্য হতে পারে না ওরা?’

‘সেক্ষেত্রে হয়তো একটা হেলিকপ্টার পাঠাবে স্পটার-সহ। ল্যাণ্ড করবে বলে মনে হয় না।’

‘ও মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছে, রেইন!’ রাগী গলায় বলল পোলার্ড। ‘খুব শীঘ্রি এই এলাকায় শত শত ফেডারেল এজেন্ট হাজির হবে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের বিমানটার খোঁজে। দেরি করলে আটকা পড়ে যাব আমরা।’

‘সেক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি রওনা দেয়া ভাল,’ বলল রেইন। ‘কী বলো?’

ট্র্যাকিং মনিটর অন্ করে টনিকে দেখাল পোলার্ড। ‘পরের বাক্সটা কোথায়?’

ডিসপ্লে দেখে নিল টনি। তারপর কেবিন থেকে বেরিয়ে আঙুল তুলে দূরের একটা পাহাড়চূড়ার দিকে নির্দেশ করল। ‘ওই যে, ওখানে।’

‘পৌঁছুতে কত সময় লাগবে?’ জানতে চাইল রেইন।

খনিমুখের দিকে নজর আটকে গেল টনির। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে ওটা। ওদিকে দৌড় দেবে কি না ভাবছে।

এগিয়ে এসে ওর চুল খামচে ধরল পোলার্ড। ‘অ্যাই, কথা কানে যায় না? কত সময় লাগবে ওখানে পৌঁছুতে?’

‘দিনের অর্ধেক,’ শান্ত গলায় বলল টনি। রাগে ব্রহ্মতালু

জ্বলছে ওর। ইচ্ছে করছে পোলার্ডের ঘাড় মটকে দিতে। অনেক কষ্টে সংযত রাখল নিজেকে।

'এটারও নিশ্চয়ই শর্টকাট নেই?' বাঁকা গলায় বলল রেইন।

'শর্টকাটেই আধা-দিন লাগবে,' টনি বলল। 'চাইলে দু'দিনের রাস্তাতেও ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তোমাদেরকে।'

ওর চুলে মুঠি শক্ত করল পোলার্ড। 'ঠাট্টা করছ? ঘিলুর মধ্যে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলে কী হবে, তা ভাবতে পারো?'

'আ হলে তোমাদেরকে পথ দেখাবার কেউ থাকবে না।' সরোষে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল টনি। 'ভয় দেখাতে এসো না আমাকে!'

'কুল ডাউন!' বলে উঠল রেইন। 'ঝগড়াঝাঁটিতে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। তাড়াতাড়ি চলো, রানাকে আমাদের আগে ওখানে পৌঁছুতে দেয়া যাবে না।'

ঝটপট বেরিয়ে পড়ল দলটা। রাতভর বিশ্রাম পাওয়ায় সবাই উদ্যম ফিরে পেয়েছে। দ্রুত এগোতে থাকল। পাহাড়ের বৃষ্টিভেজা ঢাল ধরে নামতে থাকল গোড়ার দিকে। টনির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল রেইন। পাহাড়ি ফাটল বা খাদের কিনারায় গেলেই পিস্তলের ইশারায় ওকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনল। বোঝা গেল, দলের দু'একজন সদস্য হারাতে আপত্তি নেই তার, কিন্তু গাইডকে হারাতে রাজি নয় মোটেই।

হঠাৎ চমকে উঠল টনি পরিচিত দুটো চেহারা দেখতে পেয়ে।

'হাই, মি. টনি!'

গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে উইলি আর রিকি। হাত নাড়ছে ওকে লক্ষ্য করে।

'কী খবর, মি. টনি?' জানতে চাইল রিকি। 'আপনিও এখানে আটকা পড়েছিলেন নাকি?'

পাল্টা হাত নাড়ল টনি। মুখে কিছু বলল না।

'কারা এরা?' চাপা গলায় জানতে চাইল রেইন।

'স্থানীয় ছেলে—উইলি আর রিকি নাম। এক্সট্রিম স্পোর্টসের ভক্ত,' বলল টনি। 'ওদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।'

'এগোও ওদের দিকে।'

'ফর ক্রাইস্ট'স্ সেইক, রেইন। ওরা বাচ্চা ছেলে!'

'আমরা জানোয়ার নই, টনি। এগোও। মুখে হাসি ফোটাও।'

উপায়ান্তর না দেখে এগোল টনি। জ্যাকেটের আড়ালে উজি মেশিনগান লুকিয়ে ওর পিছনে থাকল সানচেজ।

'হাউ আর ইউ, ম্যান?' স্বভাবজাত ভঙ্গিতে বলল রিকি। 'কী ঝড়টাই না হলো গতকাল! তাঁবুর ভিতরে বন্দি হয়ে ছিলাম আমরা।'

'হ্যাঁ, ভাল ঝড় হয়েছে,' আড়ষ্ট গলায় বলল টনি।

'শেষ একটা জাম্প করে চলে যাব ভাবছি,' উইলি বলল। চোখ থেকে সানগ্লাস সরিয়ে ভাল করে দেখল রেঞ্জারের সঙ্গীদেরকে। 'কাদের নিয়ে ঘুরছেন, মি. টনি? হাইকার, নাকি হাণ্টার?'

'দুটোই বলতে পারো,' কাঁধ ঝাঁকাল টনি।

'বাহ্, সুন্দর একটা মেয়ে আছে দেখছি!' সিনথিয়ার উপর নজর পড়েছে রিকির।

'ভুলে যাও,' শান্ত কণ্ঠে বলল টনি। 'ও দখল হয়ে গেছে।'

হেসে উঠল রিকি। ওর কাঁধে হালকা একটা ঘুসি দিয়ে বলল, 'ইউ আর টু মাচ, ম্যান! চলুন, পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরল টনি। 'সরি, বাছা। হাতে সময় নেই আমাদের...'

'সময় করে নিন, স্যর। সুন্দরী মেয়ে দেখে চলে যাবার বান্দা

নই আমরা।'

'আমার কথা শোনো!' চাপা গলায় ধমকে উঠল টনি। 'ভুল করছ তোমরা। সময় থাকতে পালাও এখান থেকে!'

'কী!' ভুরু কোঁচকাল রিকি।

'পালাও... এখুনি!'

পিছনে শব্দ হলো, ঘাড় ফিরিয়ে সানচেজকে জ্যাকেটের আড়াল থেকে উজি বের করতে দেখল টনি। বুকের রক্ত ছলকে উঠল ওর। দুই তরুণের দিকে ফিরে চেঁচাল, 'পালাও!'

হতভম্বের মত পালা করে টনি আর অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তের দিকে তাকাল উইলি আর রিকি। হঠাৎ টের পেল, কী ঘটতে চলেছে। উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল ওরা। ক্লিফের কিনারের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

গুলি করল সানচেজ। ত্রিশ রাউণ্ডের একটানা বার্স্টে প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেল রিকি। আছড়ে পড়ল বরফের উপর। কিন্তু বন্ধুর জন্য থামল না উইলি, প্রাণের মায়ায় উল্কার মত ছুটছে ও। উজির ম্যাগাজিন বদলাতে হচ্ছে সানচেজকে, সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল। ম্যাকার্থি আর পোলার্ড ধাওয়া করল ওকে, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। ক্লিফের কিনারে পৌঁছেই পাগলের মত শূন্যে ঝাঁপ দিল উইলি।

'বাস্টার্ড!' গাল দিয়ে উঠল টনি। অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল রেইনের দিকে। 'ওদের কোনও ক্ষতি করবে না বলেছিলে!'

'চাইলে মামলা ঠুকতে পারো,' সকৌতুকে বলল রেইন।

বুনো মোষের মত তার দিকে ছুটে গেল টনি। ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাপটাজাপটি করে দু'জনে পড়ে গেল বরফের উপর। রেইনের মুখে ঘুসি বসাতে চাইল টনি, পারল না। মাথা সরিয়ে ওর মুঠোকে ফাঁকি দিল দস্যুনেতা। পরমুহূর্তে ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড

আঘাত পেয়ে পড়ে গেল টনি। ব্যথা সয়ে আসতেই চোখ পিটপিট করল। নিষ্কম্প হাতে ওর কপাল বরাবর একটা পিস্তল তাক করে রেখেছে সিনথিয়া।

'আরেকবার ও-কাজ করো, তোমার ঘিলু মাটিতে লুটাবে, মিস্টার!'

হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লিফের কিনারে দৃষ্টি ফেরাল টনি। ম্যাকার্থি আর পোলার্ড পৌঁছে গেছে ওখানে। হাতের অস্ত্র তাক করছে নীচের দিকে।

দুর্বৃত্তদলের কয়েকশ' গজ দূরে, ক্লিফের গা বেয়ে এগোচ্ছে রানা আর আইভি—টাওয়ার নামে পরিচিত পাহাড়টা ওদের গন্তব্য। ক্লিফের এপাশটা প্রায় খাড়া বলা চলে, কিন্তু হাত-পা রাখার মত খাঁজ আর খোঁড়লের অভাব নেই; তাই মোটামুটি স্বচ্ছন্দে এগোতে পারছে ওরা। আঁধার থাকতেই রওনা হয়েছে দু'জনে, এ-পথে প্রতিপক্ষের আগে তৃতীয় বাক্সের কাছে পৌঁছুতে পারবে বলে আশা করছে রানা।

বিশ্রাম নেবার জন্য একটা শেলফে পৌঁছে থামল দু'জন, আর তখুনি শোনা গেল গোলাগুলির আওয়াজ।

'রানা!' উত্তেজিত গলায় ডেকে উঠল আইভি।

ক্লিফের উপর থেকে ভেসে আসছে পদশব্দ। একটু পরেই হাত-পা ছড়িয়ে একজন মানুষকে ঝাঁপ দিতে দেখল ওরা।

'উইলি না?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

ঘাড় ফেরাল আইভি। 'অবশ্যই। জ্যাকেটটা দেখতে পাচ্ছ? ওই জিনিস উইলি ছাড়া আর কারও কাছে নেই। কিন্তু রিকি কোথায়? দু'জনে তো একসঙ্গে জাম্প করে সবসময়!'

ফ্রি-ফল করছে উইলি, এমন সময় ক্লিফের কিনারায় আরও

দু'জন মানুষ উদয় হলো অস্ত্র হাতে। ওদেরকে চিনতে পেরে শরীর শক্ত হয়ে গেল রানার। খাবি খাওয়ার মত একটা শব্দ বেরুল আইভির গলা দিয়ে।

'রানা, ওদের কাছে অস্ত্র আছে! এর মানে কী...'

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'রেইনের সাগরেদ।' উইলির দিকে দৃষ্টি ঘোরাল। বিড়বিড় করে বলল, 'হাত-পা গোটাও, ছেলে! নিয়ম-কানুন ভুলে যাও, রেঞ্জের বাইরে যাবার আগে কিছুতেই কর্ড টেনো না!'

ক্লিফের উপরে ম্যাকার্থির রাইফেল নিয়ে টানাটানি করছে পোলার্ড। চিৎকার শোনা গেল তার:

'গুলি করো! দাঁড়িয়ে থেকো না!'

পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলল ট্রেজারি এজেন্টের কণ্ঠ।

কাঁধের কাছে রাইফেল তুলে গুলি করল ম্যাকার্থি, কিন্তু লাগাতে পারল না। ফ্রি-ফল করতে থাকা কোনও টার্গেটের গায়ে গুলি লাগানো সহজ কাজ নয়।

রানার চিন্তাধারার সঙ্গে মিল পাওয়া গেল উইলির কাজের। হাত-পা গুটিয়ে ফেলল সে, যাতে দ্রুত নেমে যেতে পারে নীচে।

'সাবাস!' বিড়বিড় করে ওর প্রশংসা করল রানা। ইতোমধ্যে প্রায় দু'হাজার ফুট নেমে গেছে উইলি। রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে চলে যাচ্ছে দ্রুত।

'পারবে ও পালাতে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল আইভি।

'নির্ভর করছে উপরের লোকটা কতখানি দক্ষ শুটার, আর উইলি কতক্ষণ কর্ড না টেনে থাকতে পারে... তার ওপর,' বলল রানা।

কথা শেষ হতে না হতে নীচে প্যারাশুট খুলে যেতে দেখল ও। ঝাঁকি খেয়ে পতনের গতি কমে গেল উইলির। আপড্রাফটের

কবলে পড়ে হেলেদুলে নামছে এখন নীচে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা। 'বড্ডো তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে ও!'

ম্যাকার্থিকে রাইফেল তাক করতে দেখল ও। বুকের মাঝে ছলকে উঠল রক্ত। অসহায়ত্ব অনুভব করছে। ছেলেটার জন্য কিচ্ছু করার নেই ওর।

গানসাইটে চোখ রেখে নিশানা ঠিক করছে ম্যাকার্থি, তার কানের কাছে খেপা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠল পোলার্ড, 'গুলি করো, গাধার বাচ্চা! পালিয়ে যাচ্ছে তো!'

রেগে গিয়ে তার হাতে রাইফেল তুলে দিল ম্যাকার্থি। বলল, 'বেশ, তা হলে তুমিই ওস্তাদি দেখাও, ভায়া।'

রাইফেল পেয়ে আর দেরি করল না পোলার্ড। কাঁধে ঠেকিয়ে লক্ষ্যস্থির করল, তারপর টিপে দিল ট্রিগার। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে বজ্রপাতের মত আওয়াজ উঠল।

উইলির প্যারাশুট ফুটো হয়ে যেতে দেখল রানা, ছেলেটার কাঁধের কাছে একই সঙ্গে ছিটকে উঠল রক্ত। প্যারাশুট নিয়ন্ত্রণের দড়ির উপর থেকে হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। একটু পরেই ক্লিফের তলার গাছগাছালির উপর আছড়ে পড়ল উইলি। প্যারাশুট জড়িয়ে গেল গাছের ডালে, নীচে ঝুলে পড়ল উচ্ছল তরুণটির নিস্তেজ দেহ। পাপেট শো-র দড়ি বাঁধা পুতুলের মত দেখাচ্ছে ওকে। ঝুলছে মাটি থেকে কয়েক ফুট উপরে।

অসহ্য ক্রোধে জ্বলে উঠল রানার অন্তর। এরা মানুষ, না পশু? নিরীহ, নিরস্ত্র একটা ছেলেকে এভাবে খুন করতে পারল? মনে মনে শপথ নিল, কোনও রকম দয়া-মায়া দেখাবে না, ওদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবে... যেভাবেই হোক! তাকাল উপরদিকে। পোলার্ড আর ম্যাকার্থির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দলের বাকিরা।

টনির মাথার পিছনে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে সিনথিয়া।

পিছিয়ে ক্লিফের দেয়ালে পিঠ ঠেকাল রানা, নইলে উপর থেকে ওকে দেখে ফেলবে শত্রুরা। আইভিকেও একই কাজ করতে বলল। প্রতিপক্ষ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল এর ফলে। কিন্তু ওদের কথাবার্তা শোনা গেল পরিষ্কার।

'নাইস শুটিং, পোলার্ড!' বলল রেইন। 'ক্লে পিজিয়ন শুটিং কম্পিটিশনে নামলে নাম করতে পারতে।'

ওর মশকরা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল টনি। চেঁচিয়ে বলল, 'হাসছ তুমি? শালা কুত্তার বাচ্চা... খুনি...'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, মি. রেঞ্জার,' শান্ত কণ্ঠে বলল রেইন। 'দু'একটা খুন করলে খুনি বলে লোকে। কিন্তু যদি হাজার হাজার মানুষের প্রাণ নিতে পারো, তা হলে তোমাকে দিগ্বিজয়ী বীর বলবে সবাই। আমি ও-পথেই চলছি। এনিওয়ে, অযথা এসব নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। চলো, এগোই। আমাদের হাতে সময়ের বড় অভাব।'

ক্লিফের কিনার থেকে সরে গেল দলটা।

আইভির দিকে তাকাল রানা। কাঁপছে মেয়েটা। কাউকে খুন হতে দেখেনি আগে। ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। নরম গলায় জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক আছ? যেতে পারবে আমার সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল আইভি। 'হ্যাঁ... পারব, রানা। কিন্তু কথা দাও, ওদেরকে কিছুতেই পার পেতে দেবে না। উইলিকে খুন করেছে... সম্ভবত রিকিকেও। এর প্রায়শ্চিত্ত করাবে ওদেরকে দিয়ে।'

'অবশ্যই!' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'শেষ দেখে ছাড়ব আমি।'

এরপর আর কোনও কথা হলো না। পাঁচিল বেয়ে ক্লিফের নীচে নেমে এল দু'জনে। ওখানে পৌঁছে বিনকিউলার চোখে লাগাল রানা। সমতলে পৌঁছে গেছে দুর্বৃত্তরা। হাঁটছে সতর্ক

পদক্ষেপে। দু'ভাগ হয়ে গেছে। সামনের অংশে টনিকে নিয়ে রয়েছে রেইন, সিনথিয়া আর পোলার্ড। একটু দূরত্ব বজায় রেখে ম্যাকার্থি আর সানচেজ এগোচ্ছে পিছু পিছু। সামনে বা পিছন থেকে আচমকা আঘাত হানার উপায় নেই। এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে কাভার দেবে।

দলটার সামনের এলাকা জরিপ করল রানা। একটা *বাট্রেস,* অর্থাৎ বড় রক ফরমেশনের দিকে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে টনি। সামান্য একটু ক্লাইম্ব করতে হবে, ওই সময়ে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। তবে এক সঙ্গে সবাই পাহাড় বাইবে বলে মনে হয় না। সামনের গ্রুপ আগে উঠবে, ওদেরকে কাভার দেবে নীচের গ্রুপ। ওরা উপরে পৌঁছুলে নীচের গ্রুপকে কাভার দিতে পারবে। সোজা কথায়, ক্লাইম্বের সময়টাতেও আক্রমণ করা যাবে না। ক্লাইম্বের পরে পাহাড়ি ঢাল ধরে আবার হাঁটতে পারবে দলটা। উঠে যেতে পারবে টাওয়ারের মাথায়।

বুকের উপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে আইভি। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে কাঁপছে মৃদু। রানাকে বিনকিউলার নামাতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলে?'

'ঘুরপথে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে টনি,' বলল রানা। 'সময় যাতে বেশি লাগে।'

'শর্টকাট জানা আছে তোমার?'

'শর্টকাট না। বিকল্প রাস্তা বলতে পারো। পথটা কঠিন।'

'কী রকম কঠিন?'

'গতকাল পূর্ব পাঁচিল বাইবার কথা বলেছি তোমাকে, রাইট? এটার তুলনায় ওটাকে স্রেফ ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ বলতে পারো। আসল খেলাটা খেলতে হবে এবার।'

'কী সর্বনাশ!'

‘রিল্যাক্স,’ হাসল রানা। ‘বিশ্বাস রাখো। পাকা খেলোয়াড়ের সঙ্গে আছ তুমি। ভয়ের কিছু নেই। চলো।’

টাওয়ারের পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল ওরা। গাছগাছালিতে ছেয়ে আছে জায়গাটা। রানার হাত ধরল আইভি। কাঁপুনি থামেনি। ঠাণ্ডায় কোনও মাউন্টেইন রেঞ্জারের এভাবে কাঁপার কথা নয়। রানা বুঝতে পারল, কাঁপুনিটা হচ্ছে আসলে উইলি আর রিকির কথা ভেবে।

খারাপ রানারও লাগছে। কিন্তু মাতম করার সময় নয় এটা। হাঁটতে হাঁটতে বিনকিউলারের মাধ্যমে রেইনের দলের উপর নজর রাখতে হচ্ছে ওকে। বাট্রেসের কাছে পৌঁছে গেছে দলটা। প্রথম গ্রুপ ক্লাইম্বিং শুরু করেছে। সতর্ক, তবে উদ্বিগ্ন মনে হলো না। উইলি আর রিকিকে খুন করার সময় কাউকে দেখতে পায়নি, তাই আশা করছে না—রানা, বা অন্য কেউ আশপাশে থাকতে পারে।

টনির ব্যাপার ভিন্ন। রানার কর্মপন্থা আঁচ করতে পারছে সে, বুঝতেও পারছে—বন্ধুটি খুব একটা দূরে নেই। রানাকে সফল করতে হলে শত্রুদের দেরি করিয়ে দিতে হবে ওর। শুধু ঘুরপথে গেলেই চলবে না, ঘুরপথ আর বিকল্প পথের মাঝখানে সময়ের পার্থক্য খুব বেশি নয়। কাজেই প্রচুর সময় নষ্ট করতে হবে ওকে। কীভাবে করবে, সেটাই প্রশ্ন। চালাকি করতে গিয়ে শেষে না রেইনের হাতে খুন হয়ে যায়!

বিকল্প পথের ব্যাপারে আইভিকে যা বলেছে রানা, তা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। দু’বছর আগে ওটা আবিষ্কার করেছে ও আর টনি। টাওয়ারের আশপাশে ঘুরঘুর করছিল দু’জনে শিকারের খোঁজে। হঠাৎ একটা পাহাড়ি ফাটল আবিষ্কার করে বসে—ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়েছে... কবে কে জানে! চিমনির মত সোজা চলে গেছে টাওয়ারের ডগা পর্যন্ত। টপোগ্রাফিকাল

কোনও ম্যাপে ওটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। টাওয়ারের মাথায় পৌঁছুনোর বিকল্প রাস্তা বটে ওটা, কিন্তু সহজ রাস্তা নয়। পাহাড়ি ফাটল বেয়ে কয়েক হাজার ফুট ক্লাইম্ব করা অত্যন্ত কঠিন। এ-ধরনের ফাটলের দেয়ালে স্ট্রাকচারাল স্ট্যাবিলিটি বলে কিছু থাকে না। তার উপর নিকষ কালো অন্ধকার বিরাজ করে ভিতরে। হাত-পা রাখতে হয় সম্পূর্ণ আন্দাজের উপর ভর করে। দক্ষ ক্লাইম্বারের জন্যও কাজটা অসম্ভব কঠিন।

আইভির দিকে আড়চোখে তাকাল রানা। ওকে রেখে যেতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু তেমন কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না। ভোরে রওনা হবার আগে এ-ধরনের একটা আভাস দেয়ায় খেপে গিয়েছিল। জেদি স্বভাবের মেয়ে, ওর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে—রানা একাকী লড়তে পারবে না সশস্ত্র দস্যুদের সঙ্গে। ওকে সাহায্য করবে বলে পণ করেছে তাই, কিছুতেই ফিরে যেতে রাজি হয়নি।

টাওয়ারের গোড়ার জঙ্গলে যখন ঢুকল ওরা, তখনও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে রানা। একটাই পথ দেখতে পেল—ফাটলটা দেখিয়ে নিরুৎসাহিত করতে হবে আইভিকে।

একটু পরেই পর্বত-প্রাচীরের পাশে পৌঁছুল ওরা। আঁকাবাঁকা ফাটলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টাওয়ারের গা বেয়ে একেবারে মাথা পর্যন্ত উঠে গেছে ওটা। প্রস্থ ছ'ইঞ্চি থেকে ছ'ফুট পর্যন্ত। শুরুতে বারো গজের মত সিধে উঠেছে, তারপর বেঁকে গেছে বামে, এরপর পালাক্রমে সোজা, সমান্তরাল, ডান-বাম... এভাবে গেছে একেবারে চূড়া পর্যন্ত।

আইভির চোখ বড় হয়ে যেতে দেখল রানা। বলল, 'এ তো স্রেফ বাইরেটা দেখছ। আমি আর টনি ভিতরে ঢুকে কিছুটা দেখেছি। খুবই বাজে অবস্থা। জিয়োমেট্রি-র ধার ধারেনি—কখনও

উপরে, কখনও নীচে... এভাবে এগিয়েছে। ক্লাইম্বারদের দুঃস্বপ্ন বলতে পারো।'

'সবচেয়ে খারাপ অংশটা কেমন?' জিজ্ঞেস করল আইভি।

'পুরো তো উঠিনি। তবে বড় একটা সেকশনে পৌঁছে থামতে বাধ্য হয়েছিলাম। ওখানে স্রেফ ছাত আছে, মেঝে বলে কিছু নেই। উল্টো হয়ে বাদুড়ের মত পেরুতে হবে ওখানটা।' আইভির দিকে ফিরল রানা। 'শোনো, ক্লাইম্বটা খুবই কঠিন। আমি চাই না...'

'মুখ বন্ধ রাখো, রানা,' কাঠখোট্টা গলায় ওকে থামিয়ে দিল আইভি। গটমট করে চলে গেল ফাটলের মুখে। 'আসবে তুমি? নাকি একাই রওনা হবো?'

পরাজয়ের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝুলে পড়ল রানার। ব্যাকপ্যাক নামিয়ে গিয়ার বের করল। তারপর এগিয়ে গেল অন্ধকার ফাটলের দিকে।

আঠারো

এক হাজার ফুট উপরে, রক ফরমেশনের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দুর্বৃত্ত-দল। আগ্রহী চোখে টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই, রক ফরমেশনের ঠিক ওপারে ওটা। ক্লাইম্বের ফলে হাঁপিয়ে উঠেছে সবাই, জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। মুখ দিয়ে অস্ফুট

আওয়াজ বেরুচ্ছে পোলার্ডের; টনি আন্দাজ করল—ওটা যত না ক্লান্তিতে, তারচেয়ে বেশি উত্তেজনায়।

রেইনকে ঠিক সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না। টনির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি তো বলেছিলে ওপারে যাবার পথ আছে!'

'আছে তো!'

কয়েক পা এগিয়ে গেল পোলার্ড। 'কোথায়?'

'আরেকটু এগিয়ে নীচে তাকাও,' বলল্ টনি।

এগোল পোলার্ড। নীচে উঁকি দিতেই দেখল—ঢাল যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে দুই পাহাড়ের মাঝখানে মাত্র পনেরো ফুট ফাঁক। কাঠ আর দড়ির সাহায্যে তৈরি করা একটা সেতু ঝুলছে ওখানটায়। বয়সের ভারে বিবর্ণ, বেশ কয়েক জায়গায় দড়ি ছিঁড়ে গেছে, কাঠের তক্তাও ভেঙে পড়েছে অনেকখানে। খুব নাজুক দশা।

'ইম্পসিবল!' বলে উঠল ট্রেজারি এজেন্ট। 'কিছুতেই ওটা পেরুনো যাবে না। রেইন, টাকার চিন্তা বাদ দাও। চপারটা আনার ব্যবস্থা করো। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায়, ততই মঙ্গল।'

'তা হয় না,' শান্ত গলায় বলল রেইন। 'খালি হাতে ফেরত যাবার জন্য এত ঝামেলা পোহাইনি আমি।'

হতাশায় মাটিতে পা ঠুকল ট্রেজারি এজেন্ট।

এগিয়ে গিয়ে সেতুটা দেখে নিল রেইন। টনির কাছে জানতে চাইল, 'এখান থেকে বাক্সটা কতদূরে আছে বলে ধারণা তোমার?'

'সেতু পেরিয়ে টাওয়ারের ঢাল ধরে সিকি মাইল মত যেতে হবে,' বলল টনি।

'তা হলে টাওয়ারের গা বেয়ে উঠলাম না কেন?'

'পাঁচিল অনেক খাড়া। তোমাদের পক্ষে ওটা বেয়ে ওপরে

ওঠা সম্ভব হতো না। কথাটা বিশ্বাস না হলে চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

তীক্ষ্ণ চোখে টনির মুখভঙ্গি যাচাই করল রেইন। বলল, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করে এই বিচ্ছিরি সেতুটার কথা চেপে গেছ তুমি।'

'এ-রকম ধারণা মাথায় আসায় অবাক হচ্ছি না,' বিদ্রূপ করল টনি। 'তুমি একটা সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত লোক।'

পিছন থেকে ওর কিডনিতে একটা ঘুসি মারল সানচেজ। কাতরে উঠে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল টনি। এগিয়ে গিয়ে ওর বুকে হালকা লাথি মারল রেইন, শুইয়ে ফেলল চিৎ করে। তারপর বুট রাখল কণ্ঠার উপরে।

'তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, মি. টনি, সারপ্রাইয মোটেই পছন্দ করি না আমি,' বলল সে। 'ভবিষ্যতে কথাটা মাথায় রাখলে ভাল করবে।'

অস্ফুট একটা গাল দিল টনি। ওর গলা থেকে পা সরিয়ে নিল রেইন। হাসল সিনথিয়ার দিকে ফিরে।

ম্যাকার্থি নীচে নেমে দেখে এল সেতুটা। রিপোর্ট দিল, 'পোলার্ড ভুল বলেনি, বস। আসলেই খারাপ অবস্থা সেতুর। যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।'

'ভাল একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে তা হলে,' হালকা গলায় বলল রেইন। 'অমন একটা সেতু পেরুতে মজাই লাগবে।' টনিকে কলার ধরে দাঁড় করাল সে। 'আমি সবার শেষে যাব, টনি। তার আগে যদি ওটা ভেঙে পড়ে, তা হলে তোমাকে... এবং রেঞ্জার স্টেশনে তোমার বন্ধুদেরকে খুন করব আমি।'

'সে তো এমনিতেও করবে,' কাশতে কাশতে বলল টনি।

'এতটা হতাশ হয়ো না। টাকা-পয়সার মুখ দেখলে মুড

বদলে যেতে পারে আমার। হয়তো দয়াপরবশ হয়ে... বলা যায় না... আশায় থাকো! ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল টনি।

'গুড,' হাসল রেইন। 'তা হলে শুরু করা যাক। সিনথিয়া, লেডিজ ফার্স্ট।'

আঁধার-সুড়ঙ্গ রানার জন্য নতুন কিছু নয়। কিছুদিন আগেও ইরিত্রিয়ার এক প্রাচীন খনির তলায় আটকা পড়ে মরতে বসেছিল। অভিজ্ঞতা কম নয়, তবু এমন পরিবেশে কিছুতেই অভ্যস্ত হতে পারেনি ও আজও। সম্ভবত মানব-জিনের ভিতরে লুকিয়ে থাকা আদিমতম আতঙ্কের একটা এটা। নিকষ অন্ধকারকে কখনোই মেনে নিতে পারে না মানুষ। বিশেষ করে যদি এমন আঁধারে অজানা-অচেনা পথে চলতে হয়।

রীতিমত দুশ্চিন্তা হচ্ছে রানার, খানিকটা নার্ভাসও বোধ করছে, সঙ্গিনীর কথা ভেবে নিজেকে শক্ত রেখেছে ও। পাহাড়ি ফাটল বেয়ে ধীরগতিতে, সতর্কতার সঙ্গে উঠে যাচ্ছে উপরে। খাড়া প্রথম অংশটা পেরিয়ে এসেছে ওরা স্বচ্ছন্দে, এরপর বাঁয়ে গেছে, তারপর আবার সোজাপথে উঠছে। ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে পড়ছে উপরে ওঠা। ফাটলটা বড়জোর দেড় ফুট চওড়া, কোথাও কোথাও হয়ে গেছে আরও সংকীর্ণ। কখনও ঊর্ধ্বমুখী পথে, কখনও বা পাশে গিয়ে জায়গা খুঁজে নিতে হচ্ছে। ব্যাকপ্যাক পিঠে ঝোলানো যায়নি, কোমর থেকে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হয়েছে নীচে। যত সময় যাচ্ছে, ততই যেন ওজন বাড়ছে ওগুলোর।

একটু থামল রানা। পাশে পৌঁছুতে দিল আইভিকে। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। শরীর তুলনামূলকভাবে

হালকা-পাতলা হওয়ায় নড়তে পারছে সহজে, কিন্তু সুবিধে স্রেফ ওইটুকুই। বিশ্রাম নেবারও উপায় নেই সংকীর্ণ ফাটলের ভিতর।

বামহাতে ফ্ল্যাশলাইট সামান্য উঁচু করে ধরল রানা, পশ্চিমদিকে যাবার উপায় আছে কি না দেখছে।

'কী বুঝছ?' জিজ্ঞেস করল আইভি।

'নোড়ো না,' চাপা গলায় বলল রানা।

'কেন?'

'এতক্ষণ ধরে কীসের গন্ধ পাচ্ছি, তা বুঝতে পেরেছি।'

শরীর একটু নিচু করে ওপাশটা আইভিকে দেখতে দিল রানা। পরক্ষণে গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল মেয়েটার গলা দিয়ে। গায়ের রোম খাড়া করে দেবার মত দৃশ্য—শত শত বাদুড় ঝুলছে ফাটলের ওখানটায়। যতদূর চোখ যায়, সবটাই ঢাকা পড়ে আছে বীভৎস প্রাণীগুলোর দেহে।

দেয়ালের খাঁজে আঙুল বাধিয়ে নামতে শুরু করল আইভি। বলল, 'আমি নেমে যাচ্ছি, রানা। ওগুলোর ধারে-কাছে যাব না কিছুতেই...'

'থামো! নোড়ো না!' বলে উঠল রানা। 'বাদুড়ের চোখ নেই, কিন্তু আওয়াজ শুনতে পায়...'

কথা শেষ হলো না, তার আগেই বিস্ফোরণের মত গর্জে উঠল প্রাণীগুলোর চেঁচামেচি। দেয়ালের আশ্রয় ছেড়ে উড়ে এল দুই ক্লাইম্বারের দিকে। ডানা ঝাপটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। রানা আর আইভির গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল বাদুড়ের স্রোত। উন্মুক্ত চামড়ায় ঘষা খেল প্রাণীগুলোর লোমশ দেহ, নখের আঁচড় লাগল এখানে-সেখানে। বোটকা গন্ধে আটকে এল দম।

আতঙ্কে চিৎকার শুরু করল আইভি। ভুলে গেল কোথায় আছে, দেয়াল থেকে হাত সরিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল।

পড়েই যেত, খপ্ করে ওর বেল্ট আঁকড়ে ধরল রানা।

বাদুড়ের দল চলে যাবার পরেও চিৎকার থামল না মেয়েটার। ওকে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ধমকে উঠল রানা, 'আইভি! চুপ করো!'

ধমক শুনে বাস্তবে ফিরে এল আইভি। বিমূঢ়ের মত তাকাল রানার দিকে। কাঁপছে সারা শরীর।

'খুব বড় একটা ভুল করেছ,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'হাত ছেড়ে দিলে কেন? নীচে পড়ে মরতে তো এখুনি!'

'স্... সরি, রানা।' তাড়াতাড়ি দেয়ালের খাঁজ আঁকড়ে ধরল আইভি।

উপরদিকে তাকাল রানা। চিন্তিত গলায় বলল, 'বাইরে থেকে তোমার চিৎকার ওরা শুনে ফেলেছে কি না, কে জানে।'

'আ... আমি দুঃখিত, রানা। মাথা কাজ করছিল না। বাদুড় ভীষণ ভয় পাই আমি।'

'ইটস্ ওকে,' সান্ত্বনার হাসি হাসল রানা। হাত বুলিয়ে দিল আইভির মাথায়। 'একদিক থেকে ভালই করেছ।'

'কী রকম?'

'রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে,' আলো ঘুরিয়ে বাদুড়দের খালি করা অংশটা দেখাল রানা। 'নিশ্চিন্তে এগোনো যাবে। এসো।'

কোনাকুনি একটা পথে ফাটল বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল ওরা।

দুশ্চিন্তায় রাতভর ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি স্যামসন, মাথা ঝিমঝিম করছে বিশ্রামের অভাবে। তাও ভোরের আলো ফুটতেই চপার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আইভিকে যেখানে আগের দিন নামিয়ে দিয়ে এসেছে, সেখানে চলে গেল।

উপত্যকার মাঝখানে ল্যাণ্ড করে আধঘণ্টা অপেক্ষা করল সে,

কিন্তু দেখা পেল না মেয়েটার। তাই টেক-অফ করল আবার। লো-ফ্লাইঙের মাধ্যমে চক্কর দিতে শুরু করল পুরো এলাকায়। ডগলাস মাইনের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, চোখ সেঁটে রয়েছে ড্যাশবোর্ডের উপর লাগানো ইনফ্রা-রেড ডিসপ্লেতে—মানব-শরীরের তাপমাত্রা ডিটেক্ট করতে পারে ওটা। রেঞ্জ সিকি বর্গমাইল। আইভি ধারেকাছে থাকলে সহজেই খুঁজে বের করতে পারবে।

হঠাৎ বেজে উঠল বাযার। স্ক্রিনে লাল একটা বিন্দু মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করেছে। টাওয়ারের গোড়ার কাছের জঙ্গলে। হোভার করে ওদিকে এগোল স্যামসন, তীক্ষ্ণ নজর রাখল মাটিতে। রেডিও-র ভলিউম বাড়িয়ে দিল, আইভি ডাকলেই যেন শুনতে পায়।

কিন্তু আইভি না, আরেকজনকে স্পট করল সে।

প্যারাশুট থেকে নিস্তেজভাবে ঝুলছে একটা দেহ। তিনটে পাহাড়ি নেকড়ে দেহটার নীচে জমায়েত হয়েছে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নাগাল পেতে চাইছে তাজা মাংসের, কিন্তু পারছে না। চপারকে দেখতে পেয়ে একটু থামল প্রাণীগুলো, তবে নড়ল না। শীতকালে খাদ্যের বড় অভাব এই পাহাড়ি এলাকায়।

ফাঁকা একটা জায়গায় চপার ল্যাণ্ড করাল স্যামসন। ওয়াল-ব্র্যাকেট থেকে একটা পিস্তল নিয়ে নেমে পড়ল। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল আকাশ লক্ষ্য করে। শব্দ শুনে পালিয়ে গেল দুটো নেকড়ে, কিন্তু তৃতীয়টা নড়ল না। কুঁৎকুঁতে, ধূর্ত চোখ মেলে তাকাল বৃদ্ধের দিকে। খাবারের আশা ছাড়তে রাজি নয়।

পিস্তল নিচু করে নিশানা করল স্যামসন, গুলি করল প্রাণীটার পায়ের কাছে। বরফ ছিটকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাহস হারাল নেকড়ে, সঙ্গীদের পথ অনুসরণ করে ছুটে চলে গেল।

কাছে যেতেই ঝুলন্ত মানুষটাকে চিনতে পারল স্যামসন। এ তো উইলি! গোঙানি শোনা গেল ওর। বেঁচে আছে এখনও। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ছুরি বের করল বৃদ্ধ রেঞ্জার। প্যারাশুটের দড়ি কেটে নামিয়ে আনল আহত তরুণকে। মাটিতে শুইয়ে পরখ করল আঘাত।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল স্যামসন। 'তোমার গায়ে তো গুলি লেগেছে! কীভাবে?'

জবাব দিল না উইলি। কথা বলার অবস্থায় নেই ও। গুঙিয়ে উঠল জোরে।

ওকে কাঁধে তুলে নিল স্যামসন। ত্রস্ত পায়ে ছুটল চপারের দিকে। ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একটু পরেই টেকঅফ করল, উড়ে চলল শহরের দিকে। রেডিওতে হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করল, ওদেরকে বলল প্যারামেডিক তৈরি রাখতে।

যোগাযোগ শেষে উইলির দিকে আড়চোখে তাকাল স্যামসন। বিড় বিড় করে প্রার্থনা করল, ছেলেটাকে যেন বাঁচাতে পারে। আরও একটা প্রার্থনা করল—আইভির যেন এ-মুহূর্তে প্রয়োজন না হয় তাকে।

জুটি হিসেবে ক্লাইম্ব করতে গেলে পার্টনারদের মধ্যে ভাল বোঝাপড়া এবং ছন্দ দরকার। আইভির সঙ্গে সেটা পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগল রানার। তবে যখন পেল, তখন বেশ দ্রুত উঠতে পারল উপরদিকে। সহজ একটা নিয়ম ঠিক করে নিল রানা—নিজের ব্যাকপ্যাক দিয়ে দেয় আইভির হাতে, ঝাড়া হাত-পা নিয়ে কয়েক ফুট উপরে উঠে যায়, ওখান থেকে তুলে নেয় ব্যাকপ্যাক; আইভিকেও টেনে তোলে। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে চলল ওরা।

ভাগ্য পাল্টে গেল আধঘণ্টা পর। এমন একটা অংশে পৌঁছুল দু'জনে, যেখান থেকে উপরে ওঠার কোনও উপায় নেই। ফাটলটা সরু হয়ে ডাকবাক্সের স্লটের আকার পেয়েছে। টিকটিকি ছাড়া আর কোনও প্রাণীর পক্ষে ওখান দিয়ে বেরুনো সম্ভব নয়।

'এবার?' জানতে চাইল আইভি।

'অপেক্ষা করো এখানেই,' বলল রানা। 'আমি পাশে গিয়ে দেখছি, আর কোনও পথ পাওয়া যায় কি না।'

'সাবধানে থেকো।'

'অবশ্যই!'

ইঞ্চি ইঞ্চি করে বাঁয়ে সরতে শুরু করল রানা। হাতের পেশি ব্যথা হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা অগ্রাহ্য করল। নজর চোখা করে রেখেছে, কোনও ধরনের প্রতিবন্ধকতা যেন দৃষ্টি না এড়ায়।

ছোট একটা প্যাসেজের মত পাওয়া গেল একটু পরেই। ওটায় উঁকি দিয়ে খুশি হয়ে উঠল ও। মোটামুটি চওড়া বলা চলে। ইংরেজি 'এল্' হরফের মত আকৃতি—সমান্তরালভাবে কিছুদূর গিয়ে আবার উপরে উঠেছে।

প্যাসেজের ভিতরে শরীর ঢোকাবার চেষ্টা করল রানা, আলো ফেলে উপরের পথটা দেখার ইচ্ছে। যদি যথেষ্ট চওড়া হয়, তা হলে সেফটি রোপ বসাবে বলে ভাবছে। প্যাসেজের তলাটা একটু ঢালু হয়ে নেমে গেছে, দু'হাত ওখানে ঢুকিয়ে দিয়ে পায়ের উপর থেকে ভার সরাল ও, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটল বিপত্তি।

মৃদু শব্দ করে ভেঙে পড়ল দেয়ালের একটা অংশ। অসহায়ভাবে হাত-পা ছুঁড়ল রানা, আটকাতে চাইল পতন; পারল না। ধরার মত কিচ্ছু নেই ওর নাগালের মধ্যে। পিছলে, হেঁচড়ে নামতে শুরু করল ও। ফাটল নীচের দিকে চওড়া হচ্ছে, ফলে পতনের গতি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। দেয়ালের গায়ে ঠোকর খাচ্ছে

ফ্ল্যাশলাইটের ধাতব দেহ।

'রানা! রানা!!' আতঙ্কিত ডাক শোনা গেল আইভির।

ওর ডাক কানে গেল না রানার, প্রাণ বাঁচানোর জন্য যুঝছে ও। দেয়ালের ঘষায় ছিঁড়ে যাচ্ছে সোয়েটার, ছিলে যাচ্ছে উন্মুক্ত চামড়া... তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখতে পেয়ে ফ্ল্যাশলাইটটা ফেলে দিল হাত থেকে, শক্ত করে ফেলল শরীর। সরু ফাটলের মধ্যে এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়তে থাকা লাঠির বেলায় যা হয়, তা-ই ঘটল। নির্মম কয়েকটা বাড়ি খেয়ে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য গতি কমল। সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশের দেয়ালে হাত আর পা ঠেকাল রানা, চাপ দিল সর্বশক্তিতে; যেন ফাটলটাকে বড় করতে চাইছে।

কাজ হলো কৌশলে। পুরোপুরি থেমে গেল দেহ, পড়ছে না আর। কিন্তু সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীচে তাকাল রানা। বাড়ি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটটা। একটু পর নিভে গেল আলো। নিকষ অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

উনিশ

সিনথিয়ার পিছু পিছু টনিকে পাঠাল রেইন সেতু পার হবার জন্য। ওর উপর দু'দিক থেকেই অস্ত্র তাক করে রাখা হলো। কিন্তু বন্দি

রেঞ্জারকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না দস্যুনেতা। আবছাভাবে কারও কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে সে—যেন নীচ থেকে এসেছে।

হাতছানি দিয়ে সানচেজকে কাছে ডাকল রেইন।

'একটা কাজ করতে হবে তোমাকে,' বলল সে। 'ওপারে যাবার পর আমরা সবাই এগোব, কিন্তু তুমি থেকে যাবে পিছনে। ঠিক আছে?'

'কেন?' জানতে চাইল সানচেজ।

'আমার মন বলছে, রানা খুব কাছেই আছে আমাদের।'

'অসম্ভব! ধারেকাছে ওর কোনও চিহ্ন দেখিনি আমরা!'

'যা জানো না, তা নিয়ে কথা বোলো না,' বিরক্ত হলো রেইন। 'কিছু শুনতে পাওনি একটু আগে? মনে হয়নি, পাহাড়ের ভিতর থেকে চিৎকার ভেসে এল?'

'তুমিও শুনেছ, বস্?' ভুরু কোঁচকাল সানচেজ। 'আমি তো ভাবলাম বুঝি মনের ভুল...'

'ভুল না। রানা এসে পড়েছে। আমি শিয়োর।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল সানচেজ। 'উঁচু একটা জায়গা বেছে নিয়ে ঘাপটি মারব আমি। রানাকে দেখতে পেলে খতম করে দেব।'

'না,' বলল রেইন। 'দ্বিতীয় বাক্সের টাকাগুলো আছে ওর কাছে। ওগুলোর খোঁজ না জেনে ওকে খতম করতে যেয়ো না।'

'জ্যান্ত রাখাটা রিস্কি হয়ে যায় না?' ভুরু কোঁচকাল সানচেজ।

'বহাল তবিয়তে রাখতে বলছি না। হাত-পা ভেঙে দিতে পারো, কিন্তু মরার আগে ওর কাছ থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করা চাই।'

'জো হুকুম, বস্!' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সানচেজ।

'রানা! কী ঘটল?' উপর থেকে ভেসে এল আইভির উদ্বিগ্ন কণ্ঠ।

উত্তেজনা আর দুর্বলতায় সারা শরীর কাঁপছে রানার। শ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। ধাতস্থ না হওয়া পর্যন্ত জবাব দিল না।

'রানা!' আবার ডাকল আইভি।

'হ্যাঁ, বলো।'

'কোথায় তুমি?'

'পড়ে গেছি।'

'কী সর্বনাশ! কোথায় পড়েছ? লাগেনি তো?'

উত্তর না দিয়ে রানা বলল, 'আমার ব্যাকপ্যাকে একটা দড়ি আছে, ওটা বের করতে পারবে?'

নড়াচড়ার শব্দ ভেসে এল উপর থেকে। একটু পর আইভি বলল, 'বের করেছি।'

'গুড। ওটা নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বাঁয়ে সরে এসো।'

নির্দেশটা পালন করল আইভি। খানিক পর রানার গায়ে দড়ির নীচের প্রান্ত বাড়ি খেল।

'থামো!' বলল রানা। সাবধানে নড়ল ও, একটা হাত বাড়িয়ে মুঠো করে ধরল দড়ি। জিজ্ঞেস করল, 'কীসের সঙ্গে বেঁধেছ দড়িটা?'

'আমার কোমরে,' বলল আইভি। 'চিন্তার কিছু নেই। দেয়ালের খাঁজে ভালমত হাত-পা বাধিয়ে রেখেছি, তোমার ওজনে পড়ে যাব না।'

হাতের মুঠো শক্ত করল রানা, আলতোভাবে ঝুলে পড়ল দড়ি ধরে। উপরে সামান্য হাঁসফাঁস করল আইভি, তবে দড়ি বেয়ে দ্রুতই ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা। একটা লাইটার জ্বেলেছে

মেয়েটা, কাঁপা কাঁপা আলোয় ওর মুখে রাজ্যের উদ্বেগ ফুটে থাকতে দেখা গেল।

'পড়ার সময় মনে হচ্ছিল বহুদূর নেমে গেছি, আসলে তোমার খুব কাছেই ছিলাম,' হালকা গলায় বলল রানা। 'সাহায্য করায় ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ পরে জানিয়ো,' বলল আইভি। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিচ্ছি না,' ডানদিকে আবার এগোতে শুরু করল রানা। 'কিন্তু অস্থির হবার কিছু নেই। বাক্সটা উদ্ধার করতে পারলেও টনিকে সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে না রেইন। এই পাহাড় থেকে উদ্ধার পেতে ওকে দরকার হবে লোকটার।'

দেয়াল বেয়ে প্যাসেজে ঢুকে পড়ল দু'জনে। কিছুদূর যাবার পর একটু চওড়া হলো ফাটল, মোটামুটি ঢালু হয়ে এল; হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে পারল ওরা। 'এল্' আকৃতির নীচের বাহুটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে লাইটারের আলোয় মাথার উপর ভার্টিকাল একটা শাফট দেখতে পেল রানা, ডায়ামিটার তিন ফুটের মত। কিন্তু উপরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, ওপথে ওঠা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। শাফটটা ওদের সামনে দিয়ে নেমে গেছে নীচে। ওটার গা বেয়ে নেমে আসছে বরফ গলা পানি, মৃদু কুয়াশার মত বাতাসে ভাসছে পানির কণা। আবছা একটা আলো ভেসে আসছে কোত্থেকে যেন। ব্যাপারটা ভাল করে দেখা দরকার।

আইভিকে ওর বেল্ট ধরতে বলল রানা, শরীর একটু কাত করে নিয়ে গেল শাফটের মাঝখানে; তারপর উপরদিকে মাথা ঘোরাল। ভাল করে দেখে নিল আশপাশ।

'চমৎকার!' শিস দিয়ে উঠল ও।

রানার বেল্ট ধরে পিছনদিকে হেলে পড়েছে আইভি,

কাউন্টার-ব্যালান্সের জন্য। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, ‘কী দেখছ?’

‘ছ’সাত ফুট উপরে আমাদের প্যাসেজটা আবার কন্টিনিউ করেছে। চওড়াও হয়ে গেছে বেশ, ঢালু হয়ে এগিয়েছে উপরদিকে। ওঠা যাবে সহজে।’

‘পিটন ব্যবহার করতে পারব?’

‘হাতুড়ি চালাবার মত জায়গা নেই। লাফ দিয়ে পৌঁছুতে হবে ওখানে।’ প্যাসেজের ভিতরে ফিরে এল রানা।

‘সাত ফুট?’

‘অসম্ভব কিছু না।’ কোমরে দড়ি জড়াতে শুরু করল রানা।

‘আমি স্বস্তি পাচ্ছি না, রানা,’ বলল আইভি।

‘আর কোনও বিকল্প কি আছে?’

‘আমি চেষ্টা করে দেখি?’

‘তুমি?’ ভুরু কোঁচকাল রানা।

আইভি ব্যাখ্যা করে বোঝাল ব্যাপারটা—ও হালকা, রানা শক্তিশালী; রানা যদি শুধু তাকে ধরে রাখতে পারে, মাঝখানের ফাঁকটায় একটা সেতু হতে পারে আইভি।

ভেবেচিন্তে দেখল রানা, বুদ্ধিটা মন্দ নয়। রাজি হয়ে গেল। শাফটের কিনারে একটা পা রাখল ও, আড়াআড়ি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে, একটা হাত বাধিয়ে রেখেছে প্যাসেজের দেয়ালের খাঁজে। ধীরে ধীরে, সাবধানে, রানার পিঠে সওয়ার হলো আইভি। এক পর্যায়ে তার কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানা। আইভি হালকা হলেও, ভারসাম্য হারাবার উপক্রম করল রানা। উত্তেজনায় দু'জনেই হাঁপাচ্ছে। দু'জনের সমস্ত ভার রানার এক পায়ে চাপানো হয়েছে, সেটা প্যাসেজের মেঝেতে, অপর পা শূন্যে লম্বা করা, ভারসাম্য রক্ষার কাজ করছে। আইভি দাঁড়িয়ে আছে

রানার উরুর উপর। দাঁতে দাঁত চেপে, মরিয়া হয়ে, তার কোমরটা জড়িয়ে রেখেছে রানা এক হাতে। কী ঘটছে দেখার সুযোগ নেই ওর, চোখের সামনে আইভির পিঠ, এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে দূরে সরে যাচ্ছে। আইভিকে জড়িয়ে ধরা হাতে চাপ ক্রমশ বাড়ছে। চাপ বাড়ছে দেয়ালের খাঁজে আটকে রাখা হাতটাতেও। চুলের ভিতর থেকে কপালে ঘাম গড়াচ্ছে, এঁকেবেঁকে নকশা তৈরি করছে গালে। হাত ও পায়ের পেশি থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, মনে হলো সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

একটা শব্দ ঢুকল রানার কানে। আইভি সম্ভবত উপরের প্যাসেজের নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ রানার বন্ধন থেকে ছুটে গেল মেয়েটা। খপ্ করে আবার তাকে ধরতে চেষ্টা করল রানা। পিছলে গেল ওর পা। পড়ে যাচ্ছিল, কোনোমতে খাঁজ ধরে থাকা মুঠোটা শক্ত করে ঠেকাল পতন। ঝুলে রয়েছে রানা, সাবধানে আবার পা রাখল প্যাসেজের মেঝেতে। এতক্ষণে দেখতে পেল, আইভি পড়ে যায়নি, উপরের প্যাসেজের মুখ ধরে ঝুলে রয়েছে। কসরত করে ওর ভিতর ঢুকে পড়ল একটু পরেই। ঘুরে রানার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

দড়ির কুণ্ডলী খুলে একটা প্রান্ত আইভির দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, নিজের কোমরে ওটা শক্ত করে বাঁধল মেয়েটা। দূরত্ব মাত্র ছয় কি সাত ফুট, কিন্তু দেখে মনে হলো আরও বেশি। টেনে দড়িটা পরীক্ষা করল রানা। তারপর ঝুলে পড়ল ও, দূরত্বটুকু অনায়াসে পেরিয়ে এল। উপরের প্যাসেজে ঢুকে দম ফিরে পাবার জন্য একটু অপেক্ষা করল, এরপর আইভির ইঙ্গিতে সামনে তাকাল রানা।

হ্যাঁ, আলো আসছে ওখান দিয়েই। ঢালু হয়ে প্যাসেজটা উঠে গেছে একশো গজের মত, চওড়া হতে হতে গুহার আকৃতি

পেয়েছে। শেষ মাথায় রয়েছে প্রায় খাড়া একটা শাফট, উঠে গেছে পাহাড়চূড়ায়। মুখটা বরফে ঢাকা, কিন্তু তার মাঝ দিয়ে ঢুকছে সূর্যের ম্লান আলো।

তড়িঘড়ি করে এগোল রানা। গুহার শেষ প্রান্তে গিয়ে শাফটে ঢুকে পড়ল। আইস-অ্যাক্সের সাহায্যে খাঁজ তৈরি করে নিচ্ছে হাত রাখার জন্য। শাফটের মুখে পৌঁছে একটু থামল ও। কোপ দিয়ে বরফ ভাঙল, তারপর বেরিয়ে এল টাওয়ারের চূড়ায়।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, খচ্ করে বিঁধছে ফুসফুসে। কিন্তু পাহাড়ি ফাটলের বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত প্রকৃতির মাঝে বেরুতে পেরে ওসব ভুলে গেল রানা। তাকাল চারপাশে। কাঠ আর দড়ির তৈরি সেতুটা দেখতে পেল। রেইন বা তার দলবলের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। এখনও হয়তো পৌঁছেনি ওরা।

বড় একটা বোল্ডারের সঙ্গে দড়ি বাঁধল রানা, নামিয়ে দিল শাফটের ভিতরে। চেঁচিয়ে ওটা ধরতে বলল আইভিকে, ও টেনে তুলবে।

'ওদেরকে দেখতে পাচ্ছ?' দড়িতে লুপ তৈরি করতে করতে জিজ্ঞেস করল আইভি, বগলের নীচে আটকে নেবে ওটা।

'না,' বলল রানা। হাত থেকে গ্লাভ খুলে ফেলল দড়ি আঁকড়ে ধরার সুবিধার্থে। 'তবে আমরা সেতুর ডানপাশে আছি, ওরা পৌঁছুনোর আগেই ওটা কেটে দিতে পারব।'

পরমুহূর্তে রাইফেল কক হবার শব্দে জমে গেল ও।

শোনা গেল পদশব্দ, ঘাড় ফিরিয়ে সানচেজকে একটা বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা।

'দুঃখিত, দোস্ত,' কুটিল হাসি হেসে বলল মেক্সিকান দস্যু, 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভাগ্য তোমার সহায় নয়।'

বিশ

রকি 'পর্বতমালার উঁচু-নিচু উপত্যকা আর গিরিখাদের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে চার-সিটের একটি *অ্যারোস্পেইশাল এ.এস. ৩৫০* হেলিকপ্টার। বিশাল প্রকৃতির মাঝে ওটাকে দেখাচ্ছে নগণ্য এক বিন্দুর মত। পাইলটের সিটে রয়েছে ফেডারেল এভিয়েশন এজেন্ট ক্যাথি রিচমণ্ড, তার পাশে ডেনভার মিন্টের হেড কম্পট্রোলার বিল হাসকি। পিছনে দুই সিট দখল করেছে ট্রেজারি এজেন্ট টিলম্যান আর এফবিআই এজেন্ট বারকোউইজ। ঝড় থেমে যাওয়ায় অবশেষে ট্রেজারি জেটের ধ্বংসাবশেষের খোঁজে বেরুতে পেরেছে ওরা।

'কল্ এসেছে আপনার জন্য,' হাসকির দিকে ফিরে বলল ক্যাথি।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের হেডফোন পরলেন হেড কম্পট্রোলার, অ্যাডজাস্ট করে নিলেন মাইক্রোফোন। এতক্ষণ খুলে রেখেছিলেন সব। হেডফোন কানে দিলেই বমি পায় তাঁর। মস্তিষ্কের ভারসাম্য ঠিক থাকে না। ছোটবেলা থেকেই এ-সমস্যা রয়েছে তাঁর। আজ পর্যন্ত কোনোদিন তাই ওয়াকম্যান ব্যবহার করতে পারেননি।

বড় করে একটা ঢোঁক গিললেন হাসকি। বললেন, 'দিস ইস্ হাসকি।'

'মি. হাসকি, এজেন্ট ডানবার বলছি। ফেডারেল এভিয়েশনের স্যাটেলাইট আপনার জেটটাকে খুঁজে পেয়েছে। ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে দেখার জন্য টিম পাঠানো হবে খুব শীঘ্রি। আপনারা তো কাছাকাছি আছেন, চাইলে দেখে আসতে পারেন। আমি আপনার পাইলটকে কো-অর্ডিনেটস্ দিয়ে দিচ্ছি।'

'হুম। ক্র্যাশটা কতখানি ভয়ানক?'

'দুই বর্গমাইল এরিয়ায় টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিমান। কোর্স থেকে অনেক দূরে। সার্ভাইভার পাওয়া যাবার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ।'

'খুব খারাপ।'

'জেটের পাইলট—ক্যাপ্টেন কেনড্রিকের ফাইলও হাতে এসেছে আমাদের। খবর ভাল না। চার্লস রেইনের সঙ্গে এককালে চাকরি করেছে সে। দু'জনে পুরনো দোস্ত।'

'তারমানে কেনড্রিকই আমাদের বিশ্বাসঘাতক?'

'অবস্থাদৃষ্টে তেমনই মনে হচ্ছে। এনিওয়ে, আরেকটা কাজ করতে হবে আপনাদেরকে। হেলিকপ্টারের মুখ ঘোরান। আরেকটা বিমানের ধ্বংসাবশেষ লোকেট করতে পেরেছি আমরা, ওটা দেখে আসুন। এজেন্ট রিচমণ্ড?'

'শুনতে পাচ্ছি,' বলল ক্যাথি।

'আপনাদের বর্তমান পজিশন থেকে একশো দশ মাইল দক্ষিণে যান,' বলল ডানবার। কো-অর্ডিনেটস্ দিল। 'একটা জেটস্টার খুঁজতে হবে আপনাকে। ডানা ভেঙে গেছে, পড়ে আছে একটা ক্লিফের মাথায়। ভিজুয়্যাল কনফার্মেশন চাই আমরা, ল্যাণ্ড করার দরকার নেই। ক্লিয়ার?'

'রজার দ্যাট।'

'এজেন্ট ডানবার,' বলে উঠলেন হাসকি। 'হঠাৎ ওই জেট

নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?'

'কারণ চার্লস রেইন একটা জেটস্টার চার্টার করেছে বলে খবর পেয়েছি আমরা। যদি সত্যিই ওটা ওর হয়ে থাকে, তা হলে আপনার টাকা নিয়ে পালাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সুসংবাদ, কি বলেন?'

চোখের পলকে বমিভাব দূর হয়ে গেল হেড কম্পট্রোলারের। ঝট্ করে তাকালেন ক্যাথির দিকে। উত্তেজিত গলায় বললেন, 'দেরি করছেন কেন? এখুনি চলুন ওখানে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে জয়স্টিক নাড়ল ক্যাথি। অ্যারোস্পেইশালের মুখ ঘুরে গেল, বাঁক নিয়ে উড়ে চলল ওটা দক্ষিণ দিকে।

শাফটের মুখের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, রাইফেল বাগিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল সানচেজ।

'নীচে কে?' জানতে চাইল সে।

'কেউ না। আমি একা।'

'গর্তের ভিতরে তা হলে গুলি করতে শুরু করি, কী বলো?'

হার মানল রানা। বলল, 'নীচে আরেকজন রেঞ্জার আছে।'

'রেডিওতে যার গলা শুনেছিলাম, সেই মেয়েটা?'

'হ্যাঁ।'

'গুড।' হাসল সানচেজ। 'প্রাণ বাঁচাতে চাও? তা হলে বলো, টাকাগুলো কোথায়?'

'পুড়িয়ে ফেলেছি। রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল কিনা!' মিথ্যে বলল রানা। অনেকগুলো বাণ্ডিল পুড়িয়েছে বটে, কিন্তু বাকিগুলো লুকিয়ে রেখে এসেছে ঈগল কেইভের ভিতরে।

কয়েক পা এগিয়ে এল সানচেজ, চেহারা হিংস্র হয়ে উঠেছে। তবে নাগালের বাইরে রয়েছে রানার। খেপে গেলেও স্বাভাবিক

বিচারবুদ্ধি হারায়নি।

'মশকরা করছ আমার সঙ্গে?' হিসিয়ে উঠে বলল সে। 'শরীর যখন ঝাঁঝরা করে দেব, তখন বুঝবে মশকরা কাকে বলে! এখনও সময় আছে, টাকাগুলো কোথায় রেখেছ, বলো।'

'বলে দিয়ে তো কোনও লাভ নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এমনিতেও খুন করবে আমাকে।'

'এসো, চুক্তি করি। যদি টাকার খোঁজ দাও, তা হলে শুধু তোমাকে খুন করব আমি। মেয়েটার কিছু করব না।'

'অনেক দয়া তোমার!' টিটকিরি মারল রানা।

'রানা!' নীচ থেকে ভেসে এল আইভির উঁচু গলায় ডাক। 'কী করছ উপরে?'

ভুরু কুঁচকে ওদিকে তাকাল সানচেজ, ক্ষণিকের জন্য মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। আইস-অ্যাক্সটা হাতে ধরা ছিল, দু'কদম আগে বেড়ে সজোরে ঘোরাল সানচেজের দিকে।

চমকে গেলেও অসাধারণ রিফ্লেক্স সানচেজের। কুঠারটা ছুটে আসতে দেখে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে পিছিয়ে গেল। প্রাণ বাঁচল ওতে, কিন্তু পুরোপুরি রক্ষা পেল না। ভারী পোশাকের আবরণ ভেদ করে ওর রানের মাংসে আঘাত হানল ফলা। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

আর্তনাদ করে উঠল সানচেজ, পড়ে যেতে যেতে টিপে দিল রাইফেলের ট্রিগার। মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে গুলির আঘাত এড়াল রানা। সোজা হতেই দেখল, দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করছে দস্যু। ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় নেই, তাই শাফটের ভিতরে ঝাঁপ দিল রানা। পড়ে গেল ভয়ঙ্কর গতিতে। পিছনে গর্জে উঠল রাইফেল।

পড়তে পড়তে দড়ি আঁকড়ে ধরল রানা। গ্লাভবিহীন হাতের তালু ঘষা খেয়ে জ্বলে উঠল ভয়ানক ভাবে, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও, কিন্তু মুঠো আলগা করল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছুটে গেল হাত; আইভির পাশে, গুহার মেঝেতে দড়াম করে আছড়ে পড়ল ও। ককিয়ে উঠল।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল আইভি।

'মুভ!'

শোয়া অবস্থা থেকে বাঘের মত লাফ দিল রানা, আইভিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল শাফটের তলা থেকে। পরমুহূর্তে উপর থেকে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সানচেজ। বদ্ধ গুহায় নরকতাণ্ডব শুরু হলো আওয়াজের। একই সঙ্গে রিকোশে হয়ে ছিটকাচ্ছে বুলেট সর্বত্র।

হামাগুড়ি দিয়ে ফায়ারিং জোন থেকে সরে এল রানা আর আইভি। কিছুক্ষণ নিষ্ফল গুলি ছুঁড়ে অবশেষে ক্ষান্ত দিল সানচেজ। নীরবতা নেমে এল গুহার ভিতর।

'হোয়াট দ্য হেল!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আইভি। 'কে গুলি করছে?'

'রেইনের এক সাগরেদ।' বলল রানা। 'দেরি করে ফেলেছি আমরা। ওরা আগেই পৌঁছে গেছে উপরে। আমাদের জন্য ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল।'

'তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

হাতদুটো দেখল রানা। সামান্য কাটাছেঁড়া।

'না। দড়ির ঘষায় তালুদুটো একটু ছড়ে গেছে।'

'ইশ্‌শ্‌!' তাড়াতাড়ি ব্যাকপ্যাক থেকে ফার্স্ট এইড কিট বের করল আইভি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করল রানার হাতে।

ওর কাজ শেষ হলে ঝট্‌ করে সোজা হলো রানা। বলল,

‘এসো, সরে যেতে হবে এখান থেকে। শয়তানটা খুব শীঘ্রি আমাদের খোঁজে নেমে আসবে গুহায়।’

‘কোথায় যাবে?’ জিজ্ঞেস করল আইভি। ‘যে-পথে এসেছি, সে-পথে আর ফেরা সম্ভব নয়।’

চারদিকে নজর বোলাল রানা। আবছা আলোয় গুহার একটা শাখা দেখতে পেল। কোথায় গেছে ওটা, কে জানে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর উপায় নেই।

‘আপাতত ওদিকে চলো,’ বলল ও। আইভির হাত ধরে ছুটতে শুরু করল।

খড়খড় করে উঠল রেইনের ওয়াকি-টকি। সিনথিয়াকে ইশারায় থামতে বলল। তারপর কোমর থেকে তুলে আনল সেটটা। সুসংবাদ পাবে বলে আশা করছে।

‘হ্যাঁ, সানচেজ। বলো কী খবর। রানার দেখা পেয়েছ?’

‘ইয়েস, বস্।’

‘তারপর? টাকার খোঁজ পাওয়া গেছে?’

‘সঙ্গে নেই ওর। বলল পুড়িয়ে ফেলেছে।’

‘হোয়াট!’ গর্জে উঠল রেইন। ‘নিশ্চয়ই ফাজলামি করছে। কষে পাছায় একটা লাথি বসাও।’

‘সম্ভব না, বস্। হারামজাদা আমাকে জখম করে একটা গর্তের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।’

চেহারায় মেঘ জমল রেইনের। ‘গর্তের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানে? লোকটা কি মানুষ, না ভালুক?’

‘খুব চালু মাল। এতটা আশা করিনি। নীচে একটা গুহা আছে মনে হলো। ওখানে ঢুকে গেছে।’

ওয়াকি-টকি এমনভাবে চেপে ধরল রেইন, যেন ওটা

সানচেজের গলা। 'তুমি এখন কোথায়?'

'পাহাড়ের ওপরে। সেতুর উত্তরদিকে, ত্রিশ গজ উঁচুতে।'

'ওখানে বসে বসে আঙুল চুষছ নাকি? ফিরে এসো!'

আঁতে ঘা লাগল সানচেজের। বলল, 'এত সহজে হাল ছাড়ছি না আমি, বস্। দড়ি বেঁধে রেখেছে রানা, ওটা ধরে গর্তের ভিতরে নামব ঠিক করেছি। ওকে খতম না করে ফিরছি না।'

'অত বীরত্ব না দেখালেও চলবে তোমার। ফিরো এসো।'

'না, বস্। রানার চুরি করা ছেষট্টি মিলিয়ন ডলার যদি ফিরিয়ে না আনছি, তা হলে আমার নাম সানচেজ না। ওর সঙ্গে রেঞ্জার স্টেশনের মেয়েটা আছে। ওকেও চাই আমার!'

'সানচেজ...'

'সরি, বস্। যত শীঘ্রি পারি, ফিরে আসব আমি। চিন্তা করবেন না। রানার চেহারা-সুরত দেখেছি, খুবই ক্লান্ত। ঘায়েল করতে কষ্ট হবে না।'

নীরব হয়ে গেল ওয়াকি-টকি। বিরক্ত চেহারা নিয়ে ওটা কোমরে ঝোলাল রেইন।

সিনথিয়া আর পোলার্ড এগিয়ে এসেছে তার দিকে। জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'সানচেজ খুব শীঘ্রি ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না আমার,' কাঁধ ঝাঁকাল রেইন।

'আর রানা?' জিজ্ঞেস করল পোলার্ড। 'সত্যিই কি টাকাগুলো পুড়িয়েছে বলে মনে হয় তোমার?'

'অসম্ভব না। রাতভর বাইরে থাকতে হয়েছে ওকে। আগুন জ্বালবার আর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। জান বাঁচানো যখন প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তখন সামান্য কয়েক মিলিয়ন ডলারের আর কী দাম? ক্ষতি যা হবার হয়েছে আমার, তা-ই ভেবে হয়তো

পুলকিতও হয়েছে হারামজাদা।'

রাগে কাঁপতে শুরু করল পোলার্ড। সিনথিয়াকে দেখেও মনে হচ্ছে, এক চামচ তেতো ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে কেউ তাকে। টনিকে ধাক্কা দিয়ে ওদের কাছে নিয়ে এল ম্যাকার্থি। বলল, 'বস্, এর উপরে ঝাল মেটাতে পারি? রানা যেভাবে আমাদের টাকা পুড়িয়েছে, আমরাও তো সেভাবে ওর বন্ধুকে পোড়াতে পারি।'

'এখনও তার সময় আসেনি,' মাথা নাড়ল রেইন। 'এক-তৃতীয়াংশ টাকা এখনও উদ্ধার করা বাকি। ওটা হাতে পাবার পর মাসুদ রানা আর ওর বন্ধুদের নিয়ে রীতিমত উৎসব করব আমরা।'

'এখন তা হলে কী করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল পোলার্ড।

ম্যাকার্থির দিকে ফিরল রেইন। 'সি-ফোর বের করো। আমি চাই না, রানা আমাদের পথে আর বাধা সৃষ্টি করুক।'

'সানচেজের কী হবে?' বলল সিনথিয়া।

'আমার হুকুম ড্যাম-কেয়ার করে মাসুদ রানার সঙ্গে পাহাড়ি গুহায় একাকী লাগতে গেছে,' বলল রেইন। 'আর্লি রিটায়ারমেন্ট বোধহয় একেই বলে।'

'ভাল,' বাঁকা হাসি ফুটল ম্যাকার্থির ঠোঁটে। 'নইলে ভাগীদার কমাবার জন্য ওকে খুন করতে হতো আমাকেই!'

একুশ

গুহার শাখা ধরে ছোট একটা চেম্বারে প্রবেশ করল রানা আর আইভি। ওখান থেকে বেরুবার আর কোনও পথ খুঁজে পেল না। লাইটার জ্বেলে আশপাশ ভাল করে দেখল রানা, নিশ্চিত হলো—ফাঁদে পড়ে গেছে। ফিরে যাবার সময় নেই, এতক্ষণে সানচেজ নেমে এসেছে শাফট ধরে। একটু পরেই আবছা পদশব্দ শুনে বুঝতে পারল, ওর আশঙ্কাই সত্যি।

গা ঢাকা দেবার জায়গা খুঁজল, তেমন কিছুই দেখতে পেল না। চেম্বারের ভিতরে ছোট-বড় পাথর দেখা যাচ্ছে, ছাত থেকে গলতে থাকা বরফের বড় বড় গজাল—এগুলোর কোনোটাই দু'জন মানুষের আড়াল দেবার জন্য উপযুক্ত নয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরাসরি লড়াইয়েই নামতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, অস্ত্র নেই হাতে। শাফটে ঝাঁপ দেবার সময় আইস-অ্যাক্সটা ফেলে এসেছে উপরে, বিকল্প কিছু দরকার। আর কী আছে ওদের?

'আমাদের আইস-পিকটা কোথায়?' আইভির দিকে ফিরে জানতে চাইল রানা।

'শাফটের তলায়,' জবাব দিল আইভি, 'যেখানে তুমি ফেলে এসেছ।'

'ধ্যাত্তেরি!' সখেদে বলল রানা। থাকার মধ্যে জং ধরা কিছু পিটন ছাড়া আর কিছু নেই তা হলে। ওগুলোর খোঁচা দিয়ে বড়জোর টিটেনাস বাধানো যাবে শত্রুর গায়ে। তাও যদি গুলিবৃষ্টি এড়িয়ে কাছ ঘেঁষতে পারে আর কী!

নার্ভাস বোধ করল রানা, রাইফেল যদি সানচেজ ব্যবহার না-ও করে, তাও ওর আশা ক্ষীণ। লোকটা লম্বা-চওড়ায় ওর দেড়গুণ, গায়েও নিশ্চয়ই মোষের শক্তি। আর ও নিজে আহত, দুর্বল। এই ব্যাটারা একটু দুবলা-পাতলা হলে সুবিধে হতো। সব ক'টা একেবারে ষণ্ডা ডাকাত!

'কী করবে?' জানতে চাইল আইভি।

একটু ভাবল রানা। চেম্বারের ভিতরটা প্যাসেজের চাইতেও অন্ধকার, এটুকুই শুধু ওর সুবিধে। আঁধারের সুযোগ নিয়ে হামলা চালাতে হবে। আইভিকে নিয়ে ছায়ায় মিশে যেতে চাইল। অপেক্ষা করতে থাকল শত্রুর জন্য।

খানিক পর ভেসে এল সানচেজের শ্বাস ফেলার ভারী আওয়াজ। চেম্বারের মুখের কাছে পৌঁছে গেছে লোকটা। দম বন্ধ করে তার অপেক্ষায় রইল রানা।

ভিতরে ঢুকল সানচেজ। পরমুহূর্তে তার হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। আবছাভাবে লোকটার আরেকহাতে উঁচু করে রাখা রাইফেলটা দেখতে পেল রানা। দেরি করা চলে না, চেম্বারের ভিতরে আলো ঘোরাতে শুরু করেছে মেক্সিকান, ওকে দেখে ফেলবে যে-কোনও মুহূর্তে। ছায়া থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল ও, ঝাঁপ দিল শত্রুকে লক্ষ্য করে।

সানচেজও কম যায় না, আগ্রাসী বিপদটা টের পেয়ে গেল কীভাবে যেন, রানা তার গায়ের উপর পড়ার আগেই ডাইভ

দিল। ধপাস করে চেম্বারের শূন্য মেঝেতে পড়ল রানা। সোজা হতেই দেখল, ওর দু'হাত দূরে মাটিতে চিৎ হয়ে উজিটা তাক করছে প্রতিপক্ষ। লাথি দিয়ে ব্যারেলটা সরিয়ে দিল রানা, লক্ষ্যভ্রষ্ট একটা গুলি চলে গেল ছাতের দিকে।

শত্রুকে অস্ত্রটা আর সিধে করার সুযোগ দিল না রানা, চাপা একটা হুঙ্কার ছেড়ে সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো তুমুল ধস্তাধস্তি। সানচেজ বেকায়দায় পড়ে গেছে, রাইফেলটা ব্যবহার করতে পারছে না, আবার ফেলে দেবারও সাহস হচ্ছে না। এক হাতে রানাকে জাপটে ধরতে চাইছে, কিন্তু তা সহজ নয়। প্রতিপক্ষের পোশাকের একটা অংশ খামচে ধরল রানা, ঝাঁকাতে শুরু করল তাকে; মাটিতে বাড়ি খাওয়াচ্ছে মাথাটা। তবে প্রচেষ্টাটা সফল হলো না, পা দিয়ে পেঁচিয়ে ওকে শরীরের উপর থেকে ফেলে দিল সানচেজ। কিন্তু মুঠোটা ছাড়ল না রানা, কাত হবার সময়ও শত্রুকে ধরে রাখল দেহের সঙ্গে, কিছুতেই অস্ত্রটা ব্যবহারের সুযোগ দেবে না।

বিচিত্র ভঙ্গিতে লড়ে চলল দুজনে, হাত-পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে পরস্পরকে... যেন কামলীলা চলছে পর্বতের গভীরে। উল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে দুটো দেহ—কখনও এ ওর উপরে, কখনও ও এর উপরে, কখনও বা পাশাপাশি জড়িয়ে ধরে রেখেছে একে অন্যকে। এবং সুযোগ পেলেই মেরে চলেছে একে অপরকে, ঘায়েল করতে চাইছে; কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ চলল এভাবে। শেষে সানচেজ ফেলে দিল রাইফেল প্রতিপক্ষের নাগালের বাইরে। এবার ডান হাত মুঠো পাকিয়ে ঘুসি মারল রানার চোয়ালে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, মেক্সিকানকে ছেড়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল রানা।

চোখ তুলতেই পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় একটা

ছুরির ফলা ছুটে আসতে দেখল রানা, কোমরের খাপ থেকে ওটা বের করে এনেছে সানচেজ। রানা জানে মেক্সিকানরা ছুরির জাদুকর, ওটা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে একটা গড়ান দিয়ে সরে গেল ও। ওর শরীরের উপর লাফিয়ে পড়ল মেক্সিকান। পেটের উপর চেপে বসে বিঁধিয়ে দিতে চাইল হাতের ছুরিটা বুকে। এক হাতে ছুরি ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরল রানা, অপর হাতের আঙুলগুলো সোজা রেখে সজোরে খোঁচা দিতে চাইল রানা ওর উইণ্ডপাইপে। কিন্তু জায়গামত না লেগে লাগল চিবুকের পিছনে নরম মাংসে। তাতেই চমকে উঠল সানচেজ, রানাকে কারাতে এক্সপার্ট মনে করে বড় হয়ে গেল চোখদুটো। এবার সামান্য পাশ ফিরে প্রাণপণ শক্তিতে ঘুসি হাঁকল ও মেক্সিকানের বুকে। পরমুহূর্তে দুইহাতে ধরে মোচড় দিল ছুরিধরা হাতটা। পাঁজরের অন্তত দুটো হাড়ে চিড় ধরেছে, এখন উন্মাদ হয়ে উঠল কনুইয়ের কাছে বেকায়দা চাপের ফলে তীব্র ব্যথায়। কিন্তু দমল না লোকটা, লোগানের পরিণতি দেখেছে সে, লড়ছে এখন প্রাণের দায়ে। হঠাৎ সামনে ঝুঁকে মুগুরের মত মাথা চালাল সে, কপাল দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল রানার নাকে-মুখে। নাক থেঁতলে গেল রানার, অবর্ণনীয় ব্যথায় চোখে সর্ষেফুল দেখল, অচল হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। সেই সুযোগে ডান হাত ছাড়িয়ে নিল সানচেজ, আবার তুলল ছুরি। আত্মরক্ষার উপায় নেই, খুনির ছুরিতে তখুনি মারা পড়তে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু মরল না আইভির কারণে। পিছন থেকে আক্রমণ করল মেয়েটা, একহাতে লোকটার ঝাঁকড়া চুল ধরে প্রাণপণ শক্তিতে টান মারল, সরিয়ে দিল রানার গায়ের উপর থেকে।

পিছনদিকে গায়ের জোরে কনুই চালাল সানচেজ, পাঁজরে আঘাত পেয়ে ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল

আইভির, ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক ফুট দূরে। ব্যথা সামলে নিয়ে দৃষ্টি ফেরাতেই লোকটাকে ছুরি হাতে আইভির দিকে এগোতে দেখল রানা। মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার পায়ে। হাঁটুর পিছনে ক্র্যাম্পন লাগানো ক্লাইম্বিং শু-র লাথি খেয়ে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল মেক্সিকান, আরেক লাথিতে মেঝে থেকে ওর পা আলগা করে দিল রানা। কাত হয়ে পড়ল লোকটা, মাথাটা ঠুকে গেল পাথরে। হাত থেকে খসে খটাখট শব্দ তুলে পড়ল মেঝেতে। এত বড় আঘাতের পরেও ওকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে এগোতে দেখে চমকে গেল রানা। না, ছুরির দিকে যাচ্ছে না লোকটা, পড়ে যাওয়া রাইফেলটা হাতে পেতে চাইছে!

মেঝেতে গড়াতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল রানা, আর দুই ফুট এগোলেই চলে আসবে রাইফেল সানচেজের হাতের নাগালে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে ওটা দূরে সরিয়ে দিল রানা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মেক্সিকান। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে: খালি হাতেই করতে হবে যা করার। কয়েক মুহূর্ত অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রইল দুই প্রতিপক্ষ, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পরস্পরের উপর। শুরু হলো অসম লড়াই। ঘুসাঘুসি, মেঝেতে পড়ে ধস্তাধস্তি আর সেই সঙ্গে জুডো-কারাতে-কুংফুর আদান-প্রদান। ভালই ট্রেইনিং নিয়েছে সানচেজ, কিন্তু দ্রুততায় রানা তার চেয়ে অনেক এগিয়ে—তাই গায়ের জোর বা দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ঠিকমত কাজে লাগাতে পারছে না সে। একটা-দুটো আঘাত করছে বটে, কিন্তু তার বদলে রানার হাতের দশ-বারোটা প্রচণ্ড আঘাত নিতে হচ্ছে নিজের শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। মারের চোটে হাঁপিয়ে উঠল মেক্সিকান, সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে অঝোর ধারায়, থেঁতলানো মুখের দিকে তাকানো যায় না। অথচ ওর চারপাশে

ঘুরছে রানা, ঠিক যেন প্রজাপতির মত।

কিন্তু রানার সামান্য ভুলে ধরা পড়ে গেল ও সানচেজের বাহু বন্ধনে। ওকে জড়িয়ে ধরেই পায়ে পা বাধিয়ে ফেলে দিল সে শক্ত মেঝেতে, নিজে পড়ল ওর গায়ের উপর। এক হাঁটু রানার বুকের ওপর তুলে দিয়ে বাম বাহু দিয়ে চেপে ধরল ওর গলা। ভারী দেহের তলায় মোচড় খেতে লাগল রানা, দুনিয়া আঁধার হয়ে আসছে। বুঝতে পারছে, মারা যাচ্ছে ও। দুই পা তুলে শত্রুর গলায় বাধাতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু সামনে ঝুঁকে রানাকে ব্যর্থ করে দিল মেক্সিকান।

রানা যখন বুঝতে পারল, আর কিছুই করার নেই, ঠিক তখনি ক্লিক শব্দ শোনা গেল রাইফেলের। ঝট্ করে মাথা ঘোরাল সানচেজ, আইভিকে দেখতে পেল অস্ত্র হাতে। মেঝে থেকে রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে কক্ করেছে মেয়েটা। সোজা তাক করেছে ওর দিকে।

আইভি ট্রিগার চাপার আগেই গড়ান দিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল মেক্সিকান দস্যু। টান দিয়ে রানাকে নিয়ে এল নিজের শরীরের উপরে... বর্মের মত। চেঁচিয়ে বলল, 'খবরদার! গুলি করলে আমার কিছুই হবে না, মরবে এই হারামজাদা!'

'রানা! সরে যাও!'

আইভির কথাটা কানে গেল রানার, কিন্তু শরীরটা কোনও সাড়া দিল না। প্রায়-অচেতন অবস্থা ওর, শরীরে একবিন্দু শক্তি পাচ্ছে না। নিজের অসহায়ত্ব টের পেয়ে মেঝেতে পা ঠুকল আইভি। বিস্ফারিত চোখে দেখল, কাছেই ছুরিটা দেখে টপ্ করে তুলে নিল ওটা সানচেজ।

খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠল এবার মেক্সিকান। ধীরে ধীরে উঠে বসল, রানাকে ধরে রাখল সামনে। হাতের ছুরিটা ঠেকাল

রানার গলায়। আইভির উদ্দেশে বলল, 'কোনও চালাকি নয়, সেনিয়রিটা। রাইফেলটা ফেলে দাও মেঝেতে। নইলে তোমার বন্ধুর গলা দু'ফাঁক হয়ে যাবে।'

হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিল আইভি। সশব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওটা।

'এবার লাথি মেরে ওটা পাঠিয়ে দাও এদিকে,' নির্দেশ দিল সানচেজ।

কথামত কাজ করল আইভি। মেক্সিকান দস্যুর চেহারায় সন্তোষ ফুটে উঠল। উঠে দাঁড়াল সে। রানার পিছন থেকে বেরিয়ে এল। আইভিকে বলল, 'লক্ষ্মী মেয়ের মত পিছিয়ে যাও, সেনিয়রিটা।'

আইভি নিরাপদ দূরত্বে সরে গেলে রানার দিকে মনোযোগ ফেরাল সানচেজ। হাঁটু গেড়ে বসাল ওকে, চুলের গোছা মুঠোয় নিয়ে মাথাটা পিছনে একটু কাত করল, তারপর জবাই করার ভঙ্গিতে ছুরির ফলা ঠেকাল রানার গলায়।

'রানা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

একটু গোঙাল রানা।

'গুড,' বলল সানচেজ। 'তিনবার জিজ্ঞেস করব আমি; এর মধ্যে যদি ঠিকঠাক জবাব না দাও, তা হলে মরবে! বলো, টাকাগুলো কোথায় রেখেছ?'

'বললাম তো, পুড়িয়ে ফেলেছি,' দুর্বল গলায় বলল রানা।

পাশ থেকে ওর গায়ে লাথি মারল সানচেজ। 'ভুল জবাব। আর দু'বার সুযোগ পাবে।'

নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল রানা, সুবিধে করতে পারল না। ওকে নড়তে দেখে চুলের মুঠো শক্ত করে ফেলল সানচেজ, ঝাঁকি দিল একটা।

'নোড়ো না, রানা। লাভ হবে না তাতে। টাকাগুলো কোথায়?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জাহান্নামে যাও।'

চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল মেক্সিকানের। 'লাস্ট চান্স। টাকাগুলোর খোঁজ দেবে কি না বলো।'

'কক্ষনো না।'

ক্রূর হাসি ফুটল সানচেজের ঠোঁটে। 'বেশ, তা হলে মরো,' বলল সে। 'ভেবেছ টাকার খোঁজ না দেয়ায় তুমি জিতে গেলে? উঁহুঁ। মরার আগে এটুকু জেনে যাও, টাকার শোক আমি তোমার বান্ধবীকে দিয়ে মেটাব।'

আইভির দিকে এক পলকের জন্য তাকাল রানা, আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে বেচারির মুখ। প্রচণ্ড আক্রোশে শরীরে অদ্ভুত এক শক্তি অনুভব করল ও। সানচেজ বলল, 'শেষ আর একটা চান্স! বলো, কোথায় রেখেছ টাকা?'

ছুরিটা ওর চোখের সামনে নাড়তে শুরু করেছে ভয় দেখাবার জন্য, কিন্তু ভয় পেল না রানা; বরং গলা থেকে ধারালো ফলাটা সরে যাওয়ায় সুবিধে হয়ে গেল ওর জন্য।

খপ্ করে এক হাতে সানচেজের উরুসন্ধির জিনিসটা চেপে ধরল ও, আরেক হাতে খামচে ধরল লোকটার জ্যাকেটের বুকের অংশ। ব্যথায় ককিয়ে উঠল মেক্সিকান দস্যু। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক ঝটকায় ভারোত্তোলনের ভঙ্গিতে ওকে মাথার উপরে তুলে ফেলল রানা, সজোরে ঠেলে দিল ছাত থেকে নেমে আসা একটা বরফ-গজালের দিকে।

ঘ্যাচ্ করে সানচেজের পিঠে গেঁথে গেল গজাল, মরণ-আর্তনাদ করে উঠল সে, হাত থেকে পড়ে গেল ছুরি। মোচড়ামুচড়ি করে মুক্তি পেতে চাইল, কিন্তু রানার গায়ে যেন

অসুরের শক্তি ভর করেছে; লোকটার দেহ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঠেলে চলল।

বিস্ফারিত হয়ে গেল মেক্সিকানের দৃষ্টি, কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল সে। ক্ষত থেকে অঝোর ধারায় ঝরল রক্ত। প্রাণবায়ু বের না হওয়া পর্যন্ত তাকে ওভাবেই ধরে রাখল রানা। তারপর সরে গেল গজালের নীচ থেকে। ধপাস্ করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল নিথর দেহটা।

ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে আইভি। এগিয়ে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরল রানা। বলল, 'দুঃখিত, তোমাকে এসব দেখতে হলো।'

'না, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল আইভি। 'ওকে খুন না করলে আমরা খুন হয়ে যেতাম।'

ওকে ছেড়ে দিয়ে সানচেজের লাশের দিকে এগিয়ে গেল রানা। দেহতল্লাশি করল। ওর বোল্ট গানটা পেল মেক্সিকানের বেল্টে গোঁজা অবস্থায়, এ ছাড়া আর কোনও ক্লাইম্বিং গিয়ার নেই। তবে রাইফেলের বাড়তি অ্যামিউনিশন পাওয়া গেল।

তল্লাশি করছে রানা, এমন সময় শোনা গেল পরিচিত একটা কণ্ঠ।

'আইভি, টনি... রানা! কাম ইন! প্লিজ, রিপোর্ট। ওভার।'

ঝট্ করে সোজা হলো রানা। খসখস করছে স্যামসনের কণ্ঠটা। ভেসে আসছে রেডিওতে!

তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাশলাইটটা কুড়িয়ে নিল রানা। সানচেজের ওয়াকি-টকিটার খোঁজ শুরু করল। দশ গজ দূরে পাওয়া গেল ওটা, লড়াইয়ের ফাঁকে আছাড় খেয়ে দু'টুকরো হয়ে গেছে। বোতাম টিপে ট্রান্সমিট করার চেষ্টা চালাল ও, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু বলা যাচ্ছে না।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল রানা।

'তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কি না, জানি না,' আবার ভেসে এল স্যামসনের কণ্ঠ। 'কিন্তু এদিকে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। উইলিকে খুঁজে পেয়েছি আমি—গুলি খেয়েছে, অবস্থা খুবই খারাপ। ওকে শহরের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসেছি, বাঁচবে কি না বলা যায় না। ডু ইউ রিড মি? ওভার।'

হতাশায় মাথা দোলাল রানা। ওয়াকি-টকি পাবার পরও সাহায্য চাইতে পারছে না।

'আইভি, টনি, রানা... সাড়া দাও!' হাল ছাড়ছে না স্যামসন।

'বাঁচান... আমাকে বাঁচান!'

হঠাৎ নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এল রেডিওতে। সিনথিয়ার গলা!

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠল আইভি।

'শুনতে পাচ্ছি,' বলে উঠল স্যামসন। 'কে আপনি? কী ধরনের বিপদে পড়েছেন?'

'আ... আমার পা ভেঙে গেছে,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল সিনথিয়া। 'পিরামিড শেপের একটা রক ফরমেশনের পাশে... ফাঁকা জায়গায় আটকা পড়েছি। একটু দূরে পুরনো একটা সেতু দেখতে পাচ্ছি।'

'ডাইনী কোথাকার!' হিসিয়ে উঠল রানা।

'জায়গাটা চিনি আমি,' রেডিওতে বলল স্যামসন। 'একটু অপেক্ষা করুন। খুব শীঘ্রি ওখানে পৌঁছুচ্ছি।'

'রানা!' আতঙ্কিত গলায় বলল আইভি। 'স্যামসনকে ঠেকাতে হবে। কী ঘটছে, কিছুই জানা নেই ওর। ওকে খুন

করবে ওরা!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ওর হাত ধরে ছুটতে শুরু করল। চেম্বার থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল। খাড়া শাফটটার তলায় পৌঁছে গেল একটু পরেই।

দড়ি ধরে উঠতে শুরু করবে, এমন সময় পাথরের মত জমে গেল ও। উপর থেকে ভেসে আসছে রেইনের কণ্ঠ। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে শাফটের মাথায়!

বাইশ

শাফটের মুখের চারপাশে জড়ো হয়েছে দস্যুদল। ওয়াকি-টকির কমিউনিকেশন শেষ হতে সিনথিয়াকে একহাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল রেইন। গদগদ গলায় বলল, 'ক্ষমতা থাকলে তোমাকে একটা অস্কার দিতাম আমি, ডিয়ার।'

হাসল সিনথিয়া।

টনির চেহারায় মেঘ জমা হয়েছে। বুঝতে পারছে, সব আশা শেষ। স্যামসনকে ডেকে পাঠিয়েছে ওরা। খুব শীঘ্রি হেলিকপ্টারটা দখল করবে। এরপর ওটার সাহায্যে খুঁজে বের করতে পারবে ডলারের বাক্স, নিরাপদে পালিয়েও যেতে পারবে এখান থেকে। ঠেকানোর কোনও উপায় নেই।

শাফটের মুখের পাশে সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ বসাচ্ছে

ম্যাকার্থি। তার দিকে ঝুঁকে পোলার্ড বলল, 'তাড়াতাড়ি করো!'

বিরক্তি ফুটল ম্যাকার্থির চেহারায়। বলল, 'কানের কাছে খ্যাঁচ খ্যাঁচ কোরো না। আমি এখানে হাওয়া খাচ্ছি না।'

বিড়বিড় করে গাল দিল পোলার্ড। পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

একটু পর কাজ শেষ হলো ম্যাকার্থির। উঠে দাঁড়াল সে।

'ফিনিশড্?' জিজ্ঞেস করল রেইন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ম্যাকার্থি। হাতের ইশারায় সি-ফোরের পজিশন দেখাল। শুধু শাফটের মুখে না, সমতল জায়গাটার আরও কয়েক জায়গায় বসানো হয়েছে বিস্ফোরক। 'টাইমারে পাঁচ মিনিট সেট করেছি। আমাদের সরে যাবার জন্য যথেষ্ট সময়।'

'শুধু সরে গেলেই হবে না,' গজগজ করল পোলার্ড। 'দূর থেকে রাইফেলও তাক করে রাখতে হবে এদিকে। রানা যেন বেরিয়ে এসে এক্সপ্লোসিভগুলো অচল করে দিতে না পারে।'

'ওসব আমাদের মাথায় আছে,' বলল রেইন। 'রিল্যাক্স, পোলার্ড। রানা এবার আর বাঁচতে পারবে না। পুরো পাহাড়টাই ধসিয়ে দিতে চলেছি আমরা ওর মাথার উপর। স্রেফ ভর্তা হয়ে যাবে ও।'

হেসে উঠল দস্যুনেতা। তার সঙ্গে যোগ দিল বাকিরা।

•

শাফটের তলা থেকে সব শুনতে পেল রানা। প্রমাদ গুনল। এখানে বিস্ফোরণ ঘটা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। শাফট-গুহা-ফাটল... সব বসে যাবে। তার মাঝে চাপা পড়বে ও আর আইভি। উপরে গিয়ে এক্সপ্লোসিভগুলো সরিয়ে ফেলারও উপায় নেই, শত্রুরা নজর রাখবে দূর থেকে। শাফট থেকে মাথা বের করামাত্র গুলি করবে ওকে।

পাঁচ মিনিট সময় আছে প্রাণ বাঁচাবার জন্য। কী করবে ঠিক করে ফেলল রানা। আইভির হাত ধরে প্যাসেজের উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল।

'কোথায় যাচ্ছ?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল আইভি।

'একটাই পথ আছে...' রানা বলল। 'যে-পথে এসেছি, সে-পথে ফিরে যেতে হবে। ফাটলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের পাশে বেরিয়ে যাব আমরা।'

'অসম্ভব!'

'কিছুই অসম্ভব না। বুকে সাহস রাখো।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে 'এল্' আকৃতির অংশটাতে পৌঁছে গেল ওরা খুব দ্রুত। ওখান থেকে কসরত করে নেমে এল নীচের বাহুটাতে। একটু পর ঝুলে পড়ল ফাটলের দেয়াল ধরে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ঘড়ি দেখল রানা। তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে, আর মাত্র দু'মিনিট আছে হাতে।

পাগলের মত ফাটলের দেয়াল বাইল ওরা। সমান্তরালভাবে এগিয়ে একটু পর বেরিয়ে এল টাওয়ারের বাইরের পাঁচিলে। চারপাশে তাকিয়ে মন দমে গেল রানার। কার্নিস-টার্নিস কিচ্ছু নেই আশপাশে। ছোট একটা চাতাল দেখা যাচ্ছে, তবে ওটা বেশ দূরে।

'এবার?' জানতে চাইল আইভি।

ব্যাকপ্যাক থেকে ডগলাসের কেবিন থেকে আনা দড়ির দ্বিতীয় বাণ্ডিলটা বের করল রানা। বোল্ট গানের সাহায্যে একটা পিটন আটকাল পাঁচিলের গায়ে। ওটার সঙ্গে বেঁধে ফেলল দড়ির এক প্রান্ত।

'কী করতে চাইছ তুমি?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল আইভি।

'সুইং,' বলল রানা। হাত তুলে দেখাল দূরের চাতালটা। 'পাঁচিলের গায়ে পা ঠেকিয়ে দোল খাব আমরা। তিন-চারটে সুইং দিতে পারলে ওখানে পৌঁছুতে পারব বলে আশা করি।'

'ইম্পসিবল, রানা! দড়িটা আশি বছরের পুরনো। আমাদের ভার সইতে পারবে না!'

'শিয়োর হবার তো একটাই উপায়।' নিজের কোমরে দড়ির একাংশ বাঁধল রানা। হাতছানি দিয়ে আইভিকে কাছে ডাকল। 'এদিকে এসো, তোমার কোমরেও বাঁধতে হবে এটা।'

'এ... এ তো আত্মহত্যা, রানা!'

'কোন্‌টা নয়? ফাটলের ভিতরে থাকলে পাথরধসে চ্যাপ্টা হয়ে যাব। পাঁচিলে ঝুলে থাকার চেষ্টা করলে বিস্ফোরণের ধাক্কায় হাত ফসকে পড়ে যাব নীচে। ওই চাতালটাই আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায়। কথা বাড়িয়ো না, হাতে সময় নেই।'

প্রায় জোর করে আইভির কোমরে দড়ি বাঁধল রানা। তারপর দু'জনে ঝুলে পড়ল পাঁচিলের গায়ে। উপরে রানা, নীচে আইভি। একহাতে দড়ি ধরে পাঁচিলে দু'পা ঠেকাল ওরা, একটু কোনাকুনি দাঁড়িয়ে গেল।

'ওকে, মুভ!' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'চাতালের কাছে পৌঁছুতে পারলে বলব আমি। তখন লাফ দেবে, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল আইভি।

দড়ি ধরে পাঁচিলের গায়ে দৌড়াতে শুরু করল দু'জনে। কিছুদূর গিয়ে পা উঠিয়ে ফেলল, দোল খেয়ে চলে এল পিছনে। আবার পা ঠেকাল এরপর। আবার দৌড়াল। প্রতিবারে আস্তে আস্তে দোলের পরিমাণ বাড়বে, একই সঙ্গে বাড়বে অতিক্রান্ত দূরত্ব।

সময় ফুরিয়ে এসেছে, যে-কোনও মুহূর্তে এবার ঘটবে

বিস্ফোরণ। আতঙ্কিত বোধ করল রানা, যদি তার আগে চাতালে না পৌঁছুতে পারে, নির্ঘাত পিটন খুলে যাবে ঝাঁকিতে; দু'জনে আছড়ে পড়বে কয়েক হাজার ফুট নীচে। দড়িটারও জীর্ণ দশা, ছিঁড়ে পড়তে পারে যে-কোনও সময়। জোর করে মাথা থেকে ওসব দূর করল, মনোযোগ দিল হাতের কাজে।

তৃতীয়বার দোল খেল ওরা। চাতাল এখনও দশ ফুট দূরে। আর সময় নেই, পরের দোলে অবশ্যই ঝাঁপ দিতে হবে। মনে মনে তৈরি হলো রানা। আইভিকে জানাল সিদ্ধান্ত। পিছিয়ে গিয়ে শেষবার সুইং করল ওরা, চাতালের ছ'ফুট দূরত্বে পৌঁছেই চিৎকার করল রানা। আর একই সঙ্গে ঘটল কয়েকটা ঘটনা।

প্রথমে প্রচণ্ড আওয়াজে পাহাড়ের মাথায় ঘটল বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে গেল দড়ি। ঝাঁপ দিয়ে ফেলেছে রানা, কিন্তু টের পেল—ওটা জুতসই হয়নি। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ল, চাতালের কিনারায় বাম তালুর স্পর্শ পেতেই সজোরে আঁকড়ে ধরল।

আইভির ভাগ্য খারাপ, চাতালের কাছে পৌঁছুতেই পারেনি, পড়ে যেতে শুরু করল। বেঁচে গেল স্রেফ কোমরের দড়ির জন্য, ওটার প্রান্ত রানার কোমরে আটকানো। নিজের শরীর, সেইসঙ্গে আইভির পুরো ওজন পড়ল রানার বাম হাতে। শোল্ডার জয়েন্ট ছিঁড়ে পড়তে চাইল।

উপর থেকে নেমে আসছে বরফ আর পাথরের ঢল, পুরো পাহাড় কাঁপছে থরথর করে। রানার হাত ছুটে যেতে চাইল চাতালের কিনার থেকে। কোনোমতে শরীর একটু উঁচু করে ডানহাত তুলে আনল। দু'হাতে আঁকড়ে ধরল চাতালের কিনারা।

'আইভি!' ডাকল রানা। 'আমার শরীর বেয়ে উপরে উঠে এসো। কুইক!'

'আ... আমি পারছি না, রানা।' নীচ থেকে কাতরে উঠল আইভি। 'নাগাল পাচ্ছি না তোমার।'

'পারতে হবে তোমাকে, আইভি! নইলে দু'জনেই মরব। চেষ্টা করো!'

শূন্যে শরীর ঘোরাল আইভি। দু'হাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে নিজেকে ওঠাল একটু। রানার পা দেখতে পেয়ে ধরে ফেলল প্রাণপণে। বহুকষ্টে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উপরে উঠতে শুরু করল ও।

হাতের পেশিতে প্রচণ্ড টান পড়ছে রানার। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘেমে যাচ্ছে তালু। তার ওপর ছোট বড় পাথর আর বরফের টুকরো খসে পড়ছে মাথা আর কাঁধে। ভয়াবহ অবস্থা। দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথা সহ্য করল ও। মরিয়া হয়ে খামচে ধরে রাখল চাতালের কিনারা। একটু পরেই ওর কোমর পর্যন্ত পৌঁছে গেল আইভি। এরপর গায়ে পা বাধিয়ে উঠে যেতে পারল সহজে।

গায়ের উপর থেকে ওর ওজন সরে যেতেই হাত পিছলাল রানার। অস্ফুট আর্তনাদ করে পড়ে যেতে থাকল। বিদ্যুৎ খেলে গেল আইভির শরীরে। চাতালের উপর বুক দিয়ে শুয়ে পড়ল ও, খপ্ করে ধরে ফেলল রানার একটা হাত।

ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল রানা। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটাকে। হাত-পা ছুঁড়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে এল চাতালে। আর তখুনি পাহাড়চূড়া থেকে নেমে এল মস্ত এক ঢল। চাতালের পিছনদিকে চলে গেল দু'জনে। পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ওদের সামনে দিয়ে নেমে গেল বরফ আর পাথরের স্রোত। আর কয়েক মুহূর্ত দেরি হলেই ওর কবলে পড়ত দু'জনে। বাতাস ভারী হয়ে গেল ধুলো আর বরফকণায়। খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করল রানা আর

আইভি।

যেন অনন্তকাল চলল তাণ্ডব, তারপর একসময় থেমে গেল সব। ছোটখাট পাথরের টুকরো ছাড়া আর কিছু পড়ছে না উপর থেকে। সব শান্ত হওয়া সত্ত্বেও নড়ল না ওরা। পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তির মত। ক্ষণিকের জন্য চলৎশক্তি হারিয়েছে দু'জনে।

অনেকক্ষণ পর নড়ে উঠল আইভি। 'রানা, তুমি একটা বেপরোয়া পাগল!' খুশি আর উত্তেজনায় রানাকে জাপটে ধরল ও, চুমো খেলো ঠোঁটে। 'কিন্তু সেজন্যেই জীবন বেঁচেছে আমার, আমি ঋণী!' গলার স্বর পাল্টে গেছে ওর, দু'চোখে কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছে।

হৃৎপিণ্ড যেন একটা বিট মিস করল, চুম্বনটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মুখের কাছে সেঁটে থাকা আইভির অপূর্ব মুখাবয়ব আর মদির ঠোঁট লোভ জাগাল রানার মধ্যে, ইচ্ছে হলো ফিরিয়ে দেয় চুমোটা। পরমুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল ও, শাসন করল নিজেকে—এভাবে সুযোগ নিতে নেই। বিপদে পড়ে ক্ষণিকের জন্য ঘনিষ্ঠ হয়েছে মেয়েটা। এ ধরনের আবেগ সাধারণত চিরস্থায়ী হয় না, পরে ক্ষণিকের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

ভদ্রভাবে নিজেকে আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। বলল, 'ঋণী আমিও হয়েছি। আমাকেও বাঁচিয়েছ তুমি। পরে নাহয় শোধবোধ নিয়ে ভাবা যাবে, কেমন?'

চারদিকে নজর বোলাল আইভি। বলল, 'মনে হচ্ছে উত্তরপাশের দেয়ালে বেরিয়ে এসেছি আমরা। ডলারের শেষ বাক্সটা কোথায়?'

'দক্ষিণে,' বিমর্ষ গলায় বলল রানা। 'ক্রকেট রিভারের কাছে পড়েছে ওটা। টাওয়ারের উল্টোপাশের ঢাল দিয়ে যেতে হয়

ওখানে।'

'কীভাবে যাবে?'

উপরদিকে নির্দেশ করল রানা। 'ক্লাইম্ব করতে হবে আমাদেরকে। চূড়ার উপর দিয়ে নামতে হবে ওপাশের ঢালে।'

'সময় লাগবে অনেক।'

'জানি। কিন্তু কিছু করার নেই। কী অবস্থা তোমার? ক্লাইম্ব করতে পারবে তুমি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল আইভি।

পাঁচিলের খাঁজ আর খোঁড়লে হাত-পা বাধিয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। কোনও কথা বলল না আর। আধঘণ্টা পর শিস দিয়ে উঠল রানা। একটা সরু কার্নিস দেখতে পাচ্ছে। ঢালু, চূড়ার দিকে চলে গেছে। ওটা ধরে সহজে ওঠা যাবে। ক্লাইম্ব করতে হবে না আর।

'যাক্, ভাগ্যদেবী অবশেষে মুখ তুলে তাকাতে শুরু করেছেন,' বলল ও।

কার্নিস ধরে এরপর খুব দ্রুত এগোল ওরা। হঠাৎ থেমে দাঁড়াল পরিচিত একটা শব্দ কানে আসায়। রোটরের আওয়াজ... দূর থেকে একটা হেলিকপ্টার আসছে এদিকে।

'স্যামসন!' বলল আইভি। 'নিশ্চয়ই স্যামসন!'

মনটা দমে গেল রানার। বৃদ্ধ রেঞ্জারকে সঙ্কেত দেবার মত কিচ্ছু নেই ওদের কাছে। সঙ্গিনীর দিকে ফিরল ও। বলল, 'আইভি, আমার কথা শোনো। তোমাকে ফিরে যেতে হবে...'

'কী বলছ এসব?' প্রতিবাদ করল মেয়েটা।

'আগে আমার কথা শেষ হতে দাও। পিছিয়ে পড়েছি আমরা, কিন্তু উত্তর পাঁচিলের *বিটকার'স্ ল্যাডার* ব্যবহার করে ওদেরকে ধরতে পারব বলে ধারণা করছি। সমস্যা হলো, তুমি সঙ্গে

থাকলে দ্রুত এগোতে পারছি না। ওদের সঙ্গে লড়াই শুরু হলেও তোমার দিকে আলাদা নজর রাখতে হবে আমাকে।'

'বলতে চাইছ, আমি একটা বোঝা?' গোমড়ামুখে বলল আইভি।

'ওভাবে নিয়ো না কথাটা,' নরম গলায় বলল রানা। 'আমি আসলে বলতে চাইছি, হাত-পা ঝাড়া থাকলে আমি অনেক বেশি এফেক্টিভ হব ওদের বিরুদ্ধে।'

'আর আমি কী করব?' রাগী গলায় বলল আইভি। 'নীচে নেমে আঙুল চুষব?'

'না। তুমি যাবে সাহায্যের খোঁজে। আমি চেষ্টা করব বদমাশগুলোকে ব্যস্ত রাখতে। সেই ফাঁকে পুলিশ বা অন্য কাউকে নিয়ে আসতে হবে তোমার। প্লিজ, অমত কোরো না।'

একটু ভাবল আইভি। তারপর বলল, 'বেশ, আমি যাব। কিন্তু কথা দাও, অযথা ঝুঁকি নেবে না। টনি আর স্যামসনের আশা ছেড়ে দিয়েছি আমি। তোমাকেও হারাতে চাই না।'

'কথা দিচ্ছি, সাবধান থাকব,' বলল রানা। 'আর হ্যাঁ, আমি এখনও কারও আশা ছাড়িনি।'

'টেক কেয়ার, রানা,' ওকে জড়িয়ে ধরে বলল আইভি। তারপর উল্টো ঘুরল, চোখের পানি মুছে নামতে শুরু করল কার্নিস বেয়ে।

তেইশ

রোটরের ধাক্কায় পাহাড়চূড়ার সমতল অংশ থেকে পাক খেয়ে ওঠা তুষার-মেঘের মাঝখানে ল্যাণ্ড করল মাউণ্টেইন রেঞ্জার স্টেশনের চপার। চতুর্পাশ ঢাকা পড়ে গেল উড়তে থাকা সেই তুষারের আড়ালে, চপারের পাখাগুলোর ঘূর্ণন বন্ধ হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ ভাসতে থাকল পেঁজা তুলোর মত।

স্যামসনের দৃষ্টিসীমার আড়ালে রয়েছে টনি, একসারি পাথরের ওপাশে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে, পিঠের উপর হাঁটু গেড়ে রেখেছে পোলার্ড। রেইন তার পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে ওর মাথায়। পাথরের ফাঁক দিয়ে সিনথিয়াকে দেখতে পাচ্ছে ও—চপারের একটু দূরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে নিথর হয়ে। স্যামসনের চোখে নিজেকে আহত-অচেতন হিসেবে দেখাতে চাইছে।

অসহায় বোধ করছে টনি। চোখের সামনে ফাঁদে পা দিতে দেখছে পিতৃসম সহকর্মী এবং বন্ধুকে, কিন্তু তা ঠেকাতে পারছে না। রানা আর আইভির মৃত্যু ঠেকাতে যেভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, এখনও সেই একই দশা। ম্যাকার্থিকে দেখতে পেল কয়েক গজ দূরে; হাতের রাইফেল তাক করে রেখেছে চপারের দিকে, উত্তেজিত ভঙ্গিতে। বোঝা যাচ্ছে, হাত নিশপিশ করছে

শয়তানটার।

রোটরের ঘূর্ণন বন্ধ হবার পর মাটিতে নামল স্যামসন, একটু কুঁজো হয়ে ছুটে এল সিনথিয়ার দিকে। পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল, সাবধানে চিৎ করাল মেয়েটাকে।

'ম্যা'ম... ম্যা'ম! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' ডাকল স্যামসন।

আচমকা চোখ খুলল সিনথিয়া। জ্যাকেটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করে তুলে আনল বৃদ্ধ রেঞ্জারের কপাল বরাবর। হাসিমুখে বলল, 'ওয়েলকাম!'

থমকে গেল স্যামসন। বলল, 'মানে কী এর?'

'শীঘ্রি টের পাবে,' বলল সিনথিয়া। ধীরে ধীরে উঠে বসল। বৃদ্ধ রেঞ্জারের হোলস্টার থেকে তুলে নিল রিভলভারটা।

পাথরসারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দলের বাকিরা। অস্ত্রহাতে এগোতে থাকা মানুষগুলোকে দেখতে পেয়ে বিস্ময় আরও বাড়ল স্যামসনের। উঠে দাঁড়াল সে। দুর্বৃত্তদের দিকে ফিরল। বলল, 'কী করছ তোমরা? আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছি!'

'ধন্যবাদ,' কুটিল স্বরে বলল ম্যাকার্থি। পরমুহূর্তে অবলীলায় ট্রিগার চাপল।

বুকে বুলেটের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল স্যামসন। কাতর একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। চিৎকার করে ওর দিকে ছুটে গেল টনি।

'হোয়াট দ্য হেল... ম্যাকার্থি!' সিনথিয়াও চেঁচিয়ে উঠল। 'গুলি করতে কে বলেছে তোমাকে? যদি আমার গায়ে লাগত?'

দাঁত বের করে হাসল ম্যাকার্থি। 'নিশানা অত খারাপ না আমার।'

মাটিতে বসে পড়ে স্যামসনের মাথা নিজের কোলে তুলে নিল টনি। বিড়বিড় করে ক্ষমা চাইল।

অস্ফুট গলায় কিছু বলতে চাইল বৃদ্ধ রেঞ্জার। কিন্তু পারল না, চোখ মোদার আগে সবার অলক্ষে নিজের ফোল্ডিং নাইফটা গুঁজে দিল টনির হাতে। তারপর নিথর হয়ে গেল। নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল টনি। বুঝতে পারছে, হাসিখুশি বুড়োটা কবে যেন ওর মন জয় করে নিয়েছিল।

'স্যামসন... স্যামসন...' ভাঙা গলায় ডাকল টনি।

বিরস চোখে ওর দিকে তাকাল রেইন। বলল, 'অ্যাই... ছিঁচকাঁদুনি বন্ধ করো, টনি আপা। হাতে সময় নেই। এখুনি রওনা হব আমরা।'

ঝট্ করে ওর দিকে মাথা তুলে তাকাল টনি। বলল, 'কেন ওকে খুন করলে? কারও কোনও ক্ষতি করেনি ও কোনোদিন...'

'আর কোনোদিন করতেও পারবে না,' হাতের পিস্তল নাড়ল রেইন। 'প্যাচাল বন্ধ করো।' সিনথিয়ার দিকে তাকাল। 'চপারের কণ্ডিশন চেক করে দেখো। এক্ষুনি রওনা হব আমরা।'

সাবধানে ফোল্ডিং নাইফটা নিজের বুটের ভিতর গুঁজে ফেলল টনি। রুমাল দিয়ে ঢেকে দিল স্যামসনের মুখ। এর বেশি কিছু করার সাধ্য নেই ওর এখন। ম্যাকার্থির ইশারা পেয়ে উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে শুরু করল চপারের দিকে।

সোয়েটার ভেদ করে হাড্ডিমজ্জায় আঘাত হানছে ঠাণ্ডা বাতাস। কেঁপে উঠছে রানা বারে বারে। শরীরও প্রবল প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে চরম ক্লান্তির মুখে। কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে ও। কার্নিসের সারফেস পিচ্ছিল বরফে মোড়া। প্রথমদিকে চওড়ায় সেটা খুবই কম, মাত্র ফুটখানেক। তবে যত

সামনে এগোচ্ছে, ততই চওড়ার দিকে বাড়ছে কার্নিসটা। ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে রানার হাঁটার গতি, আরও দৃঢ়ভাবে পা ফেলছে। বেশ কিছুক্ষণ আগে একটা বাতাস উঠেছে পশ্চিম দিক থেকে, ধীরে ধীরে বাড়ছে সেটা। আবার ঝড় শুরু না হলে হয়, ভাবছে রানা।

কার্নিসের কিনারার দিকে সরে এল ও, নীচের দিকে তাকাতেই ঝাপসা গভীরতার মাঝখানে ফ্যাকাসে রঙের কুয়াশা দেখতে পেল ও। শিউরে উঠল শরীরটা, কিনারা থেকে সরে এল নিরাপদ দূরত্বে। লক্ষণ ভাল নয়, বুঝতে পারছে ও, আবার তুষারপাত ঘটবে।

অন্য এক জগৎ দেখতে পাচ্ছে রানা চোখের সামনে। প্রাণহীন, মানবসভ্যতা থেকে শত সহস্র কোটি যোজন দূরের অচেনা কোনও গ্রহের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন। নীচ থেকে চাপ খেয়ে লক্ষ লক্ষ টন মাটি আর পাথর কুঁকড়ে উঠেছে, উপরে জমা হয়েছে তুষারের আস্তর। বাতাস আর রোদ কারিগরি ফলিয়ে পাহাড়ের চেহারা আর আকার করে তুলেছে কিম্ভূতকিমাকার। সরল, আঁকাবাঁকা অসংখ্য চিড় দেখতে পাচ্ছে ও, কোনোটা ছোটখাট, কোনোটা পঞ্চাশ থেকে একশো দেড়শো গজ লম্বা। রানা জানে, সব ফাটল চোখে ধরা পড়ে না। সেগুলো সাংঘাতিক ফাঁদ এক-একটা। অসাবধান হলে হুড়মুড় করে খসে পড়বে কয়েক হাজার ফুট নীচে।

এর ঠিক পাঁচ মিনিট পরের ঘটনা। অকস্মাৎ বরফে পা হড়কে গেল রানার। এর আগেও কয়েকবার এভাবে পিছলেছে পা, এবং প্রতিবার নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়ে উঠেছে বিপদ। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, পতনটা রোধ করা অসম্ভব বুঝতে পেরে অপর পায়ে ভর দিয়ে লাফ দিল সে কাছিমের পিঠের মত ফুলে ওঠা পাহাড়ি পাঁচিলের একটা অংশ

লক্ষ্য করে। কিন্তু বাড়ানো হাতটা সেখানে পৌঁছুল না। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল রানা। চোখের নিমেষে চিৎ হয়ে পড়ল ও বরফের উপর, দ্রুত বেগে ঢালু কার্নিসের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে কিনারার দিকে। হাত দুটো কোথাও আটকে নিজেকে থামাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে ও, পলকের জন্যে সাদা বরফে তাজা রক্তের লাল ফিতে দেখতে পেল সে। শরীরের অর্ধেকটা কিনারার বাইরে ঝুলে পড়েছে, এমন সময় আইস-অ্যাক্সটা বরফে গেঁথে ঝাঁকিটা সামলে নিল ও।

পতনের ফলে প্রচণ্ড ঝাঁকিতে বুক এবং বগলের নীচে চোট লেগেছে রানার, মাংস কেটে ভিতরে এঁটে বসেছে দড়ি। পরীক্ষা করে দেখল রানা, কোথাও চিড় ধরেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, তবে বুকের হাড় ভাঙেনি। সাবধানে কার্নিসের উপরে আবার উঠে এল ও। এই পরিবেশে সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল আশ্রয়ের ছবিটা কল্পনা করে আপন মনে তিক্ত হাসল রানা। ঢাকায় চলে গিয়েছিল মনটা এক লাফে। শুয়ে পড়েছিল নিজের ঘরের সেই পরিচিত গদিমোড়া খাটে। লেপটা টেনে নিচ্ছিল গায়ের উপর—এমনি সময়ে আবার এক লাফে ফিরে এসেছে ও বাস্তবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ধীরে ধীরে আবার এগোতে শুরু করল ঢালু কার্নিস ধরে।

হেলিকপ্টারের পাইলটের সিটে বসে ইন্সট্রুমেন্ট চেক করছে সিনথিয়া। দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রেইন। দু'জনের মধ্যে নিচু গলায় কথা হলো কিছু। মাথা ঝাঁকাল দস্যুনেতা। কেবিনের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে, ইগনিশন বন্ধ করে দিল হেলিকপ্টারের। চাবিটা পকেটে পুরল।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল পোলার্ড। 'ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে কেন?'

'ঘুরে বেড়ানোর মত যথেষ্ট ফুয়েল নেই চপারে,' বলল সিনথিয়া। 'যতটুকু আছে, তা দিয়ে এখান থেকে বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট মাইল যেতে পারব। টাকা পাবার পর ওটা দরকার হবে আমাদের।'

'কিন্তু... কিন্তু... আর কত হাঁটাহাঁটি করব আমরা?'

'অসুবিধে কী?' হালকা গলায় বলল রেইন। 'আবহাওয়া কত ভাল, দেখছ না? এই ওয়েদারেই তো হাঁটতে মজা।'

'কিন্তু এতক্ষণে নিশ্চয়ই ট্রেজারি জেটের খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা...'

'নিঃসন্দেহে।'

'তোমাদের জেটস্টারটাও স্পট করে থাকতে পারে!'

'সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'তা হলে খামোকা সময় নষ্ট করব কেন? চলো চপার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তাড়াতাড়ি বাক্সটা খুঁজে পাওয়া দরকার।'

'পাওয়া যাবে, কোনও ভয় নেই,' বলল রেইন। 'আমাদের হাতে একজন জিম্মি আছে, পালাবার জন্য চপার আছে; বেকায়দায় আছি, এ-কথা বলতে পারবে না কেউ।'

'বেকায়দায় নেই মানে?' রেগে গেল পোলার্ড। 'ইউ.এস. গভর্নমেন্ট পাগলা কুকুরের মত খুঁজছে আমাদেরকে, ফুয়েলের অভাব... তার ওপর অলরেডি ছেষট্টি মিলিয়ন ডলার খুইয়েছি! অন্তত মুখরক্ষার জন্য হলেও শেষ বাক্সটা দরকার। এত অবহেলা করছ কেন ব্যাপারটাকে?'

গম্ভীর হয়ে গেল রেইন। বলল, 'পোলার্ড, তোমাকে দুটো বিষয় মনে করিয়ে দেয়া দরকার। প্রথমত, আমাদের দুর্দশার

মূলে আছ তুমি নিজে। তোমার কাঁচা প্ল্যানের কারণেই এতকিছু ঘটছে। দ্বিতীয়ত, এখানে তোমার হুকুমজারির কোনও সুযোগ নেই। দু'পায়ের মাঝখানে লেজ গুটিয়ে কেটে পড়তে চাইলে আমি বাধা দেব না, চাইলে এখুনি হাঁটা ধরতে পারো।'

খেপাটে দৃষ্টি ফুটল পোলার্ডের চোখে।

'কিছু বলো!' হাসল রেইন।

'কী বলার আছে আমার?' কাঁধ ঝাঁকাল পোলার্ড। ট্র্যাকিং মনিটর নিয়ে সরে এল হেলিকপ্টারের কাছ থেকে।

ওর পিছন পিছন গেল টনি। টিটকিরির সুরে বলল, 'খেয়াল করেছ কি না জানি না, তোমার আর আমার মধ্যে একটা বিষয়ে মিল আছে, পোলার্ড।'

'ভাগো!' খেঁকিয়ে উঠল ট্রেজারি এজেন্ট।

'যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রাখো, টাকাগুলো হাতে পাওয়ামাত্র আমার মত তোমাকেও খুন করবে রেইন। আমরা দু'জনেই ওর স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নই। বুঝেছ?'

সরে গেল টনি।

মূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পোলার্ড। যেন চড় খেয়ে বাস্তবে ফিরে এসেছে। উপলব্ধি করতে পারছে টনির কথার সত্যতা। তাকে মনিটরের একটা অংশ স্পর্শ করতে দেখল রেইন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল সেদিকে।

'যন্ত্রটা আমাকে দাও, পোলার্ড!' গম গম করে উঠল দস্যুসর্দারের গলা।

উত্তেজিত হলো না ট্রেজারি এজেন্ট। গলা থেকে খুলে আনল কেসটা। বাড়িয়ে দিল রেইনের দিকে। ওটা হাতে নিয়ে লোকটা লক্ষ করল, মনিটর বন্ধ হয়ে গেছে।

দাঁত কিড়মিড় করল রেইন। 'পাসওয়ার্ড বলো।'

'নিজেই খুঁজে নাও না কেন?' বলল পোলার্ড। 'আগেই তো জানিয়েছি, পঞ্চাশ হাজার কম্বিনেশন আছে। তোমার মত ওস্তাদ লোকের জন্য ওটা কোনও সমস্যা হতেই পারে না।'

দু'হাত মুঠো হয়ে গেল রেইনের। 'এক্ষুনি তুমি আমাকে পাসওয়ার্ডটা দেবে, পোলার্ড। নইলে...'

'নইলে কচু করবে আমার!' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল পোলার্ড। ঝট্ করে নিজের পিস্তল বের করল জ্যাকেটের তলা থেকে। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি আমি, রেইন। আর না। একই পথের পথিক আমরা, ঝড়-ঝাপটা তোমার চেয়ে আমিও কোনও অংশে কম পোহাইনি। বরং পুরো অপারেশনটা লেজে-গোবরে হয়ে যাওয়ায় আমিই সবচেয়ে বড় বিপদে পড়েছি। তাই আমার মতামতের মূল্য দিতে হবে তোমাকে। আমাকে আর পোকামাকড়ের মত ট্রিট করলে চলবে না। যদি রাজি না থাকো, তা হলে আমার তরফ থেকে সাহায্যের আশা কোরো না।'

একটা ভুরু উঁচু হলো রেইনের। বলল, 'ভাল চাল দিয়েছ, বন্ধু! তোমার কাছে এতটা আশা করিনি আমি। কী করতে চাও? চপারের সাহায্যে টাকাগুলো খুঁজে বের করবে? তারপর? পালাবে কীভাবে এখান থেকে? এ-কথা বোলো না যে, কাছের কোনও শহর থেকে গাড়ি চুরি করবে বলে ভাবছ।'

'তোমার ওই জঘন্য প্ল্যানের চেয়ে এটা কোনও অংশে খারাপ নয়।'

'ওটা তোমার ভাষ্য,' হাসল রেইন। 'কিন্তু সবকিছু আমার কথামতই চলবে এখানে।'

'মানে!'

সিনথিয়া এসে দাঁড়িয়েছে রেইনের পাশে। তাকে এক ঝটকায় নিজের সামনে নিয়ে এল দস্যুনেতা। মানব-ঢালের

ভঙ্গিতে ধরল।

'রেইন!' ভয়ার্ত গলায় বলল মেয়েটা। 'কী করতে চাইছ তুমি?'

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রেমিকের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল সে। এই প্রথমবারের মত সিনথিয়ার চোখে সত্যিকার আতঙ্ক ফুটতে দেখল টনি।

মেয়েটার গালে আস্তে হাত বোলাল রেইন। জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিকার ভালবাসার অর্থ জানো তুমি, সিনথিয়া?'

'না...'

'আত্মত্যাগ,' ফিসফিসিয়ে বলল রেইন।

পরমুহূর্তে দু'জনের মাঝখান থেকে ভেসে এল গুলিবর্ষণের চাপা আওয়াজ। সিনথিয়ার পোশাকের বুক রক্তরঞ্জিত হয়ে গেল। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে তাকে গুলি করেছে রেইন। বেচারির চেহারায় বাসা বাঁধল অবিশ্বাস আর বেদনা। রেইন তাকে ছেড়ে দিতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বরফের উপর।

ধূমায়িত পিস্তলটা পকেটে গুঁজে পোলার্ডের দিকে নজর ফেরাল রেইন। ট্রেজারি এজেন্টের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিবমীষা আর ভয়ের ছাপ।

ধীরে ধীরে তার দিকে দু'পা এগোল দস্যুনেতা। বলল, 'এখন আমিই একমাত্র পাইলট, পোলার্ড। আমার কথা শোনা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তোমার হাতে।' রুক্ষভাবে মনিটরটা বাড়িয়ে ধরল। 'যাও, ডলারের বাক্সটা খুঁজে নিয়ে এসো।'

ইশারা পেয়ে এগিয়ে এল ম্যাকার্থি। সিনথিয়ার লাশটা সরিয়ে নিয়ে গেল হেলিকপ্টারের কাছ থেকে।

'এখানেই অপেক্ষা করব আমি,' বলল রেইন। 'চপারের

পাহারায়। বাক্সটা খুঁজে পাওয়ামাত্র রেডিওতে জানাবে আমাকে। তোমাদেরকে তুলে নেব। তারপর সবাই মিলে কেটে পড়ব এই নরক থেকে।'

'গুড আইডিয়া, বস্।' সম্মান দেখিয়ে বলল ম্যাকার্থি।

'যাও এখন,' বলল রেইন। 'আর হ্যাঁ, ম্যাকার্থি... টনি যদি আর একবারও আমাদের পার্টনারের মনোযোগ ফেরানোর চেষ্টা করে, তা হলে গুলি করবে ওকে। হাতের জয়েন্টে কোরো; তাতে হাঁটতে অসুবিধে হবে না, কিন্তু ব্যথায় জান বেরিয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাকার্থি। ফিরল পোলার্ড আর টনির দিকে। 'পা চালাও, বেজন্মা কুত্তারা! কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে বাড়ি ফিরতে চাই আমি।'

পরাজিত ভঙ্গিতে হাঁটা শুরু করল টনি আর পোলার্ড। দু'জনের মাথাতেই চিন্তার ঝড়। ট্রেজারি এজেন্ট কৌশল ঠিক করছে, কীভাবে রেইনকে ধোঁকা দিয়ে টাকাগুলো হাতিয়ে নেয়া যায়; আর টনি ভাবছে প্রতিশোধ নেবার কথা। পাহাড়ি ফাটলে বোমা ফাটিয়ে খুন করা হয়েছে রানা আর আইভিকে, ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করা হয়েছে স্যামসনকে; এখন আর নিজের প্রাণের পরোয়া করছে না ও। শায়েস্তা করবে খুনিগুলোকে, যেভাবে হোক!

সামনে দৃষ্টি বোলাল টনি। ছোট একটা পাহাড় আছে ওদিকে। ওটা টপকালে দ্রুত পৌঁছুনো যাবে তৃতীয় বাক্সের কাছে, কিন্তু ওভাবে যাবে না বলে ঠিক করল। দক্ষিণমুখী একটা ট্রেইল ধরে এগোতে শুরু করল ও। বেশ খানিকটা ঘুরে, ক্রকেট রিভারের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে শত্রুদেরকে। সময় নষ্ট করতে পারলে হয়তো ট্রেজারির লোকজন এসে যাবে এদিকে। এরপর যা-ই ঘটুক, কিছু যায়-আসে না। অন্তত জিম্মি হবে না

টনি ডাকাতদের হাতে। দরকার হলে আত্মহত্যা করবে।

প্রিয় বন্ধুদের খুনিদেরকে যেমন করে হোক, জীবন দিয়ে হলেও প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ছাড়বে ও।

চব্বিশ

পাহাড়ি কার্নিস ধরে অনেকদূর উঠে এসেছে রানা। এদিকে আবার সরু হয়ে গেছে ওটা। প্রস্থ বড়জোর দেড়ফুট, কোথাও কোথাও নয়-দশ ইঞ্চিতে নেমে এসেছে। সরাসরি উপরদিকেও উঠছে না কার্নিসটা—কখনও উপরে, কখনও নীচে নেমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রয়েছে ফাঁকা জায়গা—এক গজ, দু'গজ, তিন গজ। এ-পথে অভিজ্ঞ ক্লাইম্বাররা কখনও চলাফেরা করে না। রোমাঞ্চপিয়াসীরা হয়তো করতে পারে। আর করতে পারে আরেকদল মানুষ—যাদের নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য আছে।

হ্যাঁ, নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে রানা। চোয়াল শক্ত করে রেখেছে, দৃষ্টি স্থির, পদক্ষেপ দৃঢ়। সারা গায়ে ফুটে থাকা কাটাছেঁড়া ক্ষত আর ময়লা ওর সারাদিনের পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করছে। যন্ত্রের মত পা ফেলছে ও, থামছে না ক্ষণিকের জন্যও। হাত-পায়ের পেশি যখনই প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তখনই নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে দায়িত্বের কথা। টনির জীবন এখন ওর হাতে। সেই সঙ্গে রেইনের মত ন্যায়-নীতিহীন মানুষকে

শাস্তি দেবার দায়িত্বও সেধে তুলে নিয়েছে ও নিজের ঘাড়ে। এটাই ওর চরিত্র।

কার্নিসের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটা লোহার মই আর সাইনবোর্ড—তাতে লেখা:

প্রপার্টি অভ বিটকার মাইনিং কোম্পানি।

পাহাড়ের গায়ে বসানো হয়েছে মইটা। কালের প্রবাহে মরচে ধরেছে গায়ে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট শক্ত। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মইয়ের শেষ ধাপটা কার্নিস থেকে নয় ফুট উঁচুতে। তবে সেখান থেকে ওটা উঠে গেছে পুরো আড়াইশো ফুট—একেবারে পাহাড়ের চুড়োতে।

মইয়ের নীচে দাঁড়িয়ে দু'হাত উঁচু করল রানা, নাগাল পেল না ধাপের। বিড়বিড় করে গাল দিল বিটকার কোম্পানিকে—শালারা আর দুটো ধাপ বাড়ায়নি কেন! কেউ জানে না এই আজব মশকরার কারণ। লাফ দিয়ে ধরতে হবে মই, কোনও রকমে হাত-পা ফসকালে সোজা আছড়ে পড়তে হবে পাহাড়ের চার হাজার ফুট নীচে।

হাঁটু একটু ভাঁজ করে শ্বাস নিল রানা, তারপর স্প্রিঙের মত লাফ দিল মইয়ের দ্বিতীয় ধাপ লক্ষ্য করে। ধরতে পারল না ওটা, পড়ে যেতে থাকল, তবে পড়তে পড়তে প্রথম ধাপটা হাতের কাছে পেয়ে গেল। গায়ের জোরে ওটা আঁকড়ে ধরে ফেলল ও। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল কাঁধ, কিন্তু দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথাটা সহ্য করল।

একটু পর শরীরটাকে টেনে ওঠাল ও। প্রথম কয়েকটা ধাপ শুধু হাতের সাহায্যে বাইতে হলো, তবে পা ঠেকানোর পর অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গেল কাজটা। মোটামুটি আধঘণ্টার মধ্যে উঠে এল টাওয়ারের মাথায়। জায়গাটা সমতল, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে

দু'মাইল মত হবে। অদ্ভুত সুন্দর।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হাঁটতে শুরু করল। সামনে একটা কিডনি-শেপের হ্রদ আছে। বরফ জমে আছে ওটার সারফেসে। স্বচ্ছ সেই বরফের তলা দিয়ে বইছে স্রোতধারা—এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। নদীটার নাম ক্রকেট রিভার। হ্রদের উপর দিয়ে পুরনো একটা কাঠের সেতু আছে—বহু বছর আগে বানানো হয়েছে ওটা এ-পার থেকে ও-পারে যাবার জন্য।

চোখ বন্ধ করে ট্র্যাকিং মনিটরে দেখা দৃশ্যটা কল্পনা করল রানা, বুঝে নিল তৃতীয় বাক্সটা ঠিক কোন্‌খানে পড়েছে। ওদিকে এগোল ও।

সাদা বরফের মাঝে কালো বাক্সটা পেতে কষ্ট হলো না। বড় একটা পাথরের উপর আছড়ে পড়েছে ওটা। আছাড় খেয়ে দু'টুকরো হয়ে গেছে। ডলারের বাণ্ডিল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তুষারের উপর ফুটে থাকা খরখোশ আর পাহাড়ি হরিণের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। কৌতূহলী হয়ে অদ্ভুত জিনিসটা দেখতে এসেছিল প্রাণীগুলো। কয়েকটা বাণ্ডিলের কোনাও চিবিয়েছে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। ব্যাকপ্যাক নামিয়ে ডলারগুলো ভরতে শুরু করল ওতে। হঠাৎ একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলল মাথায়। ডলার ভরা শেষ হলে উঠে দাঁড়াল, অনুসরণ করতে শুরু করল পাহাড়ি প্রাণীগুলোর পায়ের ছাপ।

একটা খরগোশ চাই ওর।

ঢাল বেয়ে উঠে আসছে টনি, ম্যাকার্থি আর পোলার্ড। বিশ্রাম নেবার জন্য থেমে পড়ল ট্রেজারি এজেন্ট। সামনের দিকে ঝুঁকে

পড়ে বড় বড় শ্বাস নিল। কাহিল হয়ে গেছে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ম্যাকার্থি।

'পৌঁছে গেছি প্রায়,' একটু পর সোজা হয়ে বলল পোলার্ড। মনিটরের দিকে তাকাতেই ক্লান্তি গায়েব হয়ে গেল। 'সিগনালটা লক্ করে ফেলেছি। আর মাত্র কয়েকশো গজ যেতে হবে।'

বুঝতে পারল টনি, ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সম্ভবত ম্যাকার্থিই এখন জল্লাদের ভূমিকা নেবে। পরিস্থিতি বিচার করে দেখল, খুব একটা মন্দ বলা চলে না। মাত্র দু'জন শত্রুকে মোকাবেলা করতে হবে ওর। স্যামসনের ছুরিটা যদি কাজে লাগাতে পারে, হয়তো কেড়ে নিতে পারবে ম্যাকার্থির রাইফেল। ওটার সাহায্যে পোলার্ডকে ঘায়েল করতে অসুবিধে হবে না। শরীর শক্ত করে ফেলল ও।

ট্রেজারি এজেন্টের দিকে এগিয়ে গেল ম্যাকার্থি। বলল, 'তা হলে কি ধরে নিতে পারি, এই রেঞ্জারটাকে আর দরকার হবে না তোমার?'

টনির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল পোলার্ড। বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু যা-ই করো, বেশি আওয়াজ কোরো না। তোমার ওই পাগলা বস্ ইতিমধ্যে এত গ্যাঞ্জাম করেছে যে, দশ মাইল দূর থেকেও সম্ভবত শুনতে পেয়েছে লোকে। ব্যাপারটা আর বাড়তে দেয়া যায় না।'

মনিটরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাঁটতে শুরু করল সে।

অটোমেটিক ওয়েপনটা টনির দিকে তাক করে ম্যাকার্থি বলল, 'ওর কথা শুনতে পেয়েছ তো? চুপচাপ মরতে রাজি আছ, বাছা?'

বিদ্বেষ ফুটল টনির চোখে। বলল, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। মরলে মরব, কিন্তু তুমি আজীবন রেইনের

পা-চাটা কুত্তা হয়েই থাকবে, ম্যাকার্থি। গুলি করতে চাইলে করো, আমি তৈরি।'

হাসল ম্যাকার্থি। 'বুলেট খরচ করবার ইচ্ছে নেই আমার।'

কাছে এসে আচমকা মাথা চালাল সে, কপাল দিয়ে সজোরে আঘাত করল টনির মুখে।

তৈরি ছিল না রেঞ্জার। চোখে সর্ষেফুল দেখে ধরাশায়ী হলো ও, ধপ্ করে পড়ে গেল বরফের উপর। দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসার আগেই বুকের একপাশে ওকে লাথি মারল ম্যাকার্থি।

'কেমন লাগছে?' হাসতে হাসতে বলল দস্যু। 'মজা না?'

আবারও লাথি খেল টনি, গড়িয়ে চলে গেল কিছুদূর। চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াতে, কিন্তু শক্তি পেল না শরীরে। অনেক কষ্টে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে উঁচু হলো একটু।

'ফুটবল পছন্দ করো, বাছা? দারুণ খেলা!' বলল ম্যাকার্থি। রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিল পিঠে। 'ফাটাফাটি স্ট্রাইকার ছিলাম আমি। এই দেখো আউটসাইড রাইট কিক্।'

ছুটে এসে টনির বাম পায়ের হাঁটুর নীচে লাথি মারল সে। হাড় ভাঙার মত আওয়াজ হলো, ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল রেঞ্জার। গড়াগড়ি দিল বরফের উপর।

'কিছু কি ভাঙার শব্দ শুনলাম?' বলল ম্যাকার্থি। 'তা হলে লেফট কিক্ও দেখাতে হয়।'

শিনবোনের ব্যথায় মাথা ঝন ঝন করছে টনির। চেষ্টা করল আঘাত এড়াতে কিন্তু সফল হলো না। ছুটে এসে এবার ওর ডান পায়ে লাথি মারল ম্যাকার্থি।

পিছলে পাহাড়ের কিনারের কাছে চলে গেল টনি।

'খুব খারাপ, এবার কিছু ভাঙল না,' কপট গাম্ভীর্য দেখাল ম্যাকার্থি। 'তবে কিক্টা মন্দ হয়নি।'

'জাহান্নামে যাও!' হিসিয়ে উঠল টনি।

'গালি দিলে? তা হলে এবার তোমাকে পেনাল্টি কিক্ হজম করতে হবে।'

ভয়ানক এক লাথি খেল টনি বুকের উপরের অংশে। শ্বাস আটকে এল ওর।

'আ লাভ্লি চিপ শট টু দ্য উইঙ্গার!' সোল্লাসে বলে উঠল ম্যাকার্থি। ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছে সে।

আহত পা মালিশ করার ফাঁকে বুটের কাছে হাত নিয়ে গেল টনি। বের করে আনল স্যামসনের দেয়া ফোল্ডিং নাইফটা।

'উইঙ্গার থেকে এবার স্ট্রাইকারের কাছে!' চেঁচাল ম্যাকার্থি। দৌড়ে এসে কিক্ করল টনির আহত পায়ে। দু'জনেই চিৎকার করল—একজন ব্যথায়, অন্যজন উল্লাসে। টনির চারপাশে একটা চক্কর দিল ম্যাকার্থি। 'স্ট্রাইকার এবার ডিফেণ্ডারদের মাঝ দিয়ে ড্রিবল্ করছে।' টনির পেটে লাথি দিল একটা। 'দুই ডিফেণ্ডার...' আবার লাথি। 'তিন!' আরেকটা।

কাত হয়ে পড়ে রইল টনি। শরীর কুঁকড়ে ফেলেছে।

ছোটাছুটি করে ওর কয়েক হাত দূরে এসে থামল ম্যাকার্থি। টনির মাথার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্ট্রাইকার এবার গোলপোস্টের সামনে এসে পড়েছে, সমস্ত মনোযোগ বলের ওপর...'

কয়েক পা পিছাল সে। জ্যাকেটের চেইন খুলে ফেলল। 'দর্শকরা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেছে। মৌসুমের লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ এখন নির্ভর করছে একটা মাত্র কিকের ওপর। একটাই সুযোগ দেখতে পাচ্ছে স্ট্রাইকার। এখুনি কিক্ নেবে সে...'

দৌড়ে এসে সর্বশক্তিতে লাথি ছুঁড়ল ম্যাকার্থি। আর্তনাদ

করে পিছলে গেল টনি, ঢাল টপকে পড়ে যেতে থাকল পাহাড় থেকে। শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে খামচি দিল বাতাসে, পাহাড়ের কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল শূন্যে।

শান্ত ভঙ্গিতে এগোল ম্যাকার্থি। একটা পা তুলে দিল টনির হাতের মুঠোর উপর। চাপ দিতে শুরু করল। ঝুঁকে পড়ল সামনে, সাগ্রহ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে, ওকে নীচে আছড়ে পড়তে দেখতে চায়।

চট্ করে অন্য হাতের মুঠোয় ধরা ছুরির ফলাটা খুলে ফেলল টনি, নিজেকে একটু উঁচু করে সোজা গেঁথে দিল ওটা ম্যাকার্থির উরুতে। চেঁচিয়ে গেল দস্যু, সামনের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ল নিজের অজান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ছোবল দিল টনির হাত। প্রতিপক্ষের বুকে ঝোলানো রাইফেলের স্লিংটা ধরে ফেলল।

'মৌসুম শেষ, কুত্তার বাচ্চা!' বলল ও। পরক্ষণেই সজোরে টান দিল স্লিং ধরে।

আর্তনাদ করে ঢাল থেকে উল্টে পড়ল ম্যাকার্থি, স্লিং গলে তার দেহ বেরিয়ে গেল শূন্যে। রাইফেলটা রয়ে গেল টনির হাতে, আর মালিক রওনা দিল চার হাজার ফুট নীচে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঢালে উঠে এল টনি। ব্যথা সয়ে নেবার জন্য হেলান দিল একটা গাছের গায়ে। ধাতস্থ হতেই রাইফেলটা আঁকড়ে ধরল শক্ত করে। রওনা হলো পোলার্ডের খোঁজে।

পঁচিশ

আবছা একটা চিৎকার কানে ভেসে এল পোলার্ডের। পাহাড় থেকে পড়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ। ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে গাল দিল পোলার্ড।

'শালাকে বললাম শব্দ না করতে...'

কথা শেষ হলো না তার। মনিটরের দিকে তাকিয়ে বাকশক্তি হারাল। অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটছে ওতে।

মিনিটখানেক আগেই বাক্সটার লোকেশন পিনপয়েন্ট করতে পেরেছে সে—পশ্চিমদিকে, দুইশ' গজ দূরে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, পশ্চিমেই এগোচ্ছে। অথচ দূরত্ব এখন তিনশো গজ দেখাচ্ছে যন্ত্রটা।

ট্র্যাকিং মনিটর অফ্ করে দিল পোলার্ড। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার চালু করল। স্ক্রিনে পাসওয়ার্ড ঢোকাতেই চমকে উঠল সে। আবার বদলে গেছে লাল বিন্দুটার অবস্থান। এবার দক্ষিণ-পশ্চিমে পঁচাত্তর গজ দূরে দেখা যাচ্ছে ওটাকে।

'এ হতে পারে না,' বিড়বিড় করল পোলার্ড। চোখ বোলাল তুষারে ঢাকা পাহাড়চূড়া আর হ্রদের দিকে। 'এ হতেই পারে না!'

মনিটরটা সামনে ধরে পাগলের মত এগোতে শুরু করল ট্রেজারি এজেন্ট। দিক ঠিক রইল না তার। বিন্দুটা স্ক্রিনের

এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে, তাই তাকেও ক্ষণে ক্ষণে মুখ ঘোরাতে হলো। দূরত্বও কমাতে পারল না কিছুতেই।

হাঁপিয়ে ওঠার পর থামল পোলার্ড। দম নিতে নিতে লক্ষ করল, স্ক্রিনের বিন্দুটা ওর দিকে এগোতে শুরু করেছে। হতভম্ব হয়ে ডিসট্যান্স দেখল—সত্তর গজ, ষাট... পঞ্চাশ।

কেউ পেয়ে গেছে বাক্সটা, হাতে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। আর কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে না এর। অটোমেটিক ওয়েপনটা সামনে বাগিয়ে ধরল। অপেক্ষা করতে থাকল শত্রুর দেখা পাবার জন্য।

একটু পরই উদয় হলো সে। গলায় মালার মত ট্র্যাকিং ডিভাইস জড়িয়ে। চোখ পিটপিট করল পোলার্ড। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা প্রাণীটা ছোট্ট এক খরগোশ। ওটার গায়ে ট্র্যাকারটা লাগিয়ে দিয়েছে কে যেন।

প্রচণ্ড আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল পোলার্ড। ফায়ার করল ছোট্ট প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে। লাগাতে পারল না। গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্টো ঘুরে ছুট লাগাল ওটা। হারিয়ে গেল ঘন ঝোপের আড়ালে।

খ্যাপাটে ভঙ্গিতে ট্র্যাকিং মনিটরটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ট্রেজারি এজেন্ট। কোমর থেকে খুলে আনল ওয়াকি-টকি। চেঁচাল, 'কাম ইন, চপার! কাম ইন!!'

একটু খসখসানি বেরুল স্পিকার থেকে। শোনা গেল রেইনের শান্ত কণ্ঠ। বলল, 'তোমার উত্তেজনা শুনে মনে হচ্ছে, জিনিসটা পেয়ে গেছ, বন্ধু!'

'কচু আর ঘণ্টা পেয়েছি। কুত্তার বাচ্চা মাসুদ রানা এখনও বেঁচে আছে, রেইন। ও আমার আগে পৌঁছে গেছে এখানে!'

'নাম উচ্চারণ কোরো না,' থমথমে গলায় বলল রেইন।

'এটা একটা ওপেন লাইন।'

'নিকুচি করি তোমার ওপেন লাইনের, চার্লস রেইন! মাথাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার, নইলে তোমার মত একটা বেশ্যার বাচ্চার সঙ্গে হাত মেলাতে যেতাম না। হারিয়ে দিয়েছে ও আমাদেরকে... একটা ভেতো বাঙালি! নিজেকে নিয়ে খুব গর্ব করেছিলে তুমি পরিচয়ের সময়—আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনও আইন নাকি স্পর্শ করতে পারেনি তোমাকে! অথচ এই মাসুদ রানাই তোমাকে ঘোল খাইয়ে দিয়ে গেছে। যদি এতে আমারও বারোটা না বাজত, হারামজাদার পিঠ চাপড়ে দিতাম আমি।'

'চুপ করো!' গর্জে উঠল রেইন। শান্ত ভাবটা গায়েব হয়ে গেছে তার গলা থেকে।

'কেন চুপ করব? হারাবার আর কী আছে আমার? তোমাকে?'

'ট্রান্সমিশন বন্ধ করো, স্টুপিড!'

ধপ্ করে তুষারে হাঁটু গেড়ে বসল পোলার্ড। 'বিশ্বাস করা কঠিন, বিশ বছরের ক্যারিয়ারের শেষে বিক্রি হয়ে গেছি আমি... তাও কিনা এই প্রতিদান পাবার জন্য। বেজন্মা এক শয়তানের সঙ্গে এই পাহাড়ের উপরে মরার জন্য!'

'শান্ত হও, পোলার্ড। এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি।'

'শান্ত হব! আমি শান্ত হব? আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, রেইন। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ এখনও করতে পারি। জীবনে শেষবারের মত শিকারে বেরুব আমি... মানুষ-শিকার! শিকার করব মাসুদ রানাকে!'

ওয়াকি-টকি অফ্ করে দিল পোলার্ড। উঠে দাঁড়াল। প্যান্ট থেকে ঝেড়ে ফেলল তুষার।

'তুমি স্মার্ট হতে পারো, রানা,' আনমনে বলল সে। 'কিন্তু

উড়তে নিশ্চয়ই জানো না? পায়ের ছাপ থাকবে তোমার।

অস্ত্র বাগিয়ে হাঁটতে শুরু করল ট্রেজারি এজেন্ট। চোখ সেঁটে রয়েছে বরফের উপর। ভুলে গেছে রেইন, ম্যাকার্থি বা টনির কথা। এটা তার একক যুদ্ধ।

'যিযাস ক্রাইস্ট!' কানের উপর হেডফোন চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন বিল হাসকি। 'এজেন্ট বারকোউইজ, শুনতে পেয়েছেন আপনি ট্রান্সমিশনটা?'

'ইয়েস, মি. হাসকি।'

'ওটা পোলার্ডের গলা! বেঁচে আছে ও!' পাইলটের দিকে ঝুঁকে কাঁধে টোকা দিলেন হেড কম্পট্রোলার। 'কোত্থেকে কথা বলছে ওরা, আন্দাজ করতে পারেন?'

মাথা ঝাঁকাল এজেন্ট ক্যাথি রিচমণ্ড। 'সিগনালের স্ট্রেংথ আর ডিরেকশন থেকে মনে হচ্ছে ওরা উত্তরদিকে... দশ মাইল দূরে আছে। সারফেস থেকে অন্তত এক মাইল উপরে। বললে কাছাকাছি যেতে পারি, হয়তো দেখা যাবে ওদেরকে।'

'গুড, যান ওদিকে,' বললেন হাসকি। 'এজেন্ট বারকোউইজ, আপনার লোকজনকে জানান, হাইজ্যাকারদের অন্তত দু'জন আছে পাহাড়ে। কিন্তু ওদের একজ্যাক্ট লোকেশন বের না করা পর্যন্ত যেন মুভ করা না হয়। আমাদের উপস্থিতি টের পেলে ওরা লুকিয়ে পড়তে পারে।'

'নির্দেশটা ওপরঅলারা মানবেন বলে মনে হয় না,' বারকোউইজ বলল। 'আমাদের এজেন্সি নিজস্ব ধারায় কাজ করে।'

'আমি জানি,' বললেন হাসকি। 'তাই অনুরোধ করছি, এখুনি আমাদের পজিশন ফাঁস করবেন না দয়া করে। আমি চাই না

রেইন বা পোলার্ড আমাদের হাত গলে পালাক। ওই মাসুদ রানা লোকটা কে, জানি না। কিন্তু তাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'বেশ, আমি দেখছি কী করা যায়,' বলল বারকোউইজ।

হেলিকপ্টারের নাক ঘোরাল ক্যাথি। উড়ে চলল হিসেব করা পজিশনের দিকে।

প্যাসেঞ্জার সিটে স্বস্তি নিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন হাসকি। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, এ-মুহূর্তে তিনি ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের পক্ষে আছেন। মন খুশি হয়ে উঠল তাঁর।

তেত্রিশ মিলিয়ন ডলারের ওজন কম নয়। ডলারভর্তি ব্যাকপ্যাক নিয়ে ছুটতে গিয়ে ব্যাপারটা টের পেল রানা। গতি কমে গেছে ওর। তারপরেও প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, বিটকার'স্ ল্যাডারের কাছে পৌঁছুতে চাইছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাবে কার্নিসে, ওখান থেকে কোনও একটা ফাটলে গা ঢাকা দেবার ইচ্ছে।

হ্রদের পূর্বপ্রান্তের ঢালু জমি ধরে নামছিল ও, এমন সময় এক পশলা বুলেট ওর পিছনের মাটি ঝাঁঝরা করে দিল।

ঝাঁপ দিয়ে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল রানা, উঁকি দিল ওখান থেকে।

পোলার্ডকে দেখতে পেল ও। এগিয়ে আসছে ওর দিকে। শরীর ঝুঁকে রয়েছে সামনে, হাতে নিষ্কম্প অটোমেটিক ওয়েপন। সায়েন্স ফিকশন মুভির খুনে রোবটের মত দেখাচ্ছে লোকটাকে, জ্বলজ্বলে দু'চোখ মেলে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

গাছের দিকে অস্ত্র তাক করে আরেক দফা গুলি ছুঁড়ল ট্রেজারি এজেন্ট। ছাল-বাকল উড়ল বাতাসে, নেমে এল রানার মাথার উপরে। তাড়াতাড়ি চারদিকে নজর বোলাল ও। দূরত্ব

বাড়াতে হবে, একই সঙ্গে সরে যেতে হবে পোলার্ডের দৃষ্টির আড়ালে। নইলে সমূহ বিপদ।

গাছের আড়াল ব্যবহার করে চঞ্চল হরিণের মত ছুট লাগাল রানা—ওর চেনা একমাত্র শর্টকাটটা ধরে।

ওর শরীরের পাশ দিয়ে ছুটে গেল গুলির ধারা।

ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা, এঁকেবেঁকে এগোল হ্রদের খাড়া পাড়ের দিকে। ওখানে নেমে পড়তে পারলে গা-ঢাকা দেয়া যাবে।

আবারও গুলি করল পোলার্ড। রানার পিছনে গাছপালার গায়ে ঠক্ ঠক্ করে বিঁধল বুলেট। থামল না ও। পাগলের মত দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছে গেল হ্রদের কিনারায়, ওখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল নীচে।

খাড়া পাড় টপকে কয়েক ফুট নীচে হ্রদের জমাট বাঁধা সারফেসে আছড়ে পড়ল রানা। পড়েই একটা ডিগবাজি খেল, তারপর পিছিয়ে এসে পিঠ ঠেকাল পাড়ের গায়ে। তখুনি টনটন করে উঠল বাম হাত। মাথা ঘোরাতেই দেখল, একটা বুলেট ওর হাতের পেশি ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

আঘাত তেমন মারাত্মক নয়, তাই ওটা নিয়ে মাথা ঘামাল না ও। নজর দিল দু'পাশে। লুকানোর জায়গা হিসেবে যতটা আদর্শ ভেবেছিল, আদপে তা নয়। হ্রদের কিনারে এসে নীচে উঁকি দিলেই ওকে দেখে ফেলবে পোলার্ড।

না, এখানে বসে থাকা চলে না। বড় করে শ্বাস নিল রানা। তারপর আবার দৌড়াতে শুরু করল। হ্রদের উপর দিয়ে চলে যাওয়া সেতুটা ওর লক্ষ্য। ওটার উপর দিয়ে অন্যপাশে চলে যাবে বলে ভাবছে।

প্রতি মুহূর্তে পিঠে একটা বুলেট বেঁধার আশঙ্কা করছে রানা।

কিন্তু চল্লিশ গজ যাবার পরও যখন কিছু হলো না, সাহস পেল ও। এঁকেবেঁকে এগোল না আর, ঝেড়ে দৌড় দিল ব্রিজের দিকে। যা হবার হোক।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একটু পরেই গন্তব্যে পৌঁছে গেল রানা—উঠে পড়ল ব্রিজে।

টাওয়ারের পুবপাশের ঢাল ধরে ধীরে ধীরে নীচে নামছে আইভি। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসতে চাইছে ওর। ক্ষণে ক্ষণে গালমন্দ করছে রানাকে। কেন ওকে এভাবে চলে যেতে বলল? অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছে বটে, কিন্তু কিছুতেই মন মানছে না আইভির। যত বিপদই হোক, রানার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল ও।

এটা-সেটা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল। হঠাৎ কানে ভেসে এল ওদের চপারের পরিচিত আওয়াজ। দূর থেকে উড়ে আসছে আকাশযানটা।

আশায় উদ্বেল হয়ে উঠল আইভির হৃদয়। টনি নিশ্চয়ই কোনোভাবে সতর্ক করে দিয়েছে স্যামসনকে। তাই চলে যাচ্ছে সে।

ঢালের কিনারে গিয়ে হাত নাড়তে শুরু করল ও, চেঁচাতে থাকল গলা ফাটিয়ে।

কাজ হলো তাতে। ওকে দেখতে পেয়ে চপারের নাক ঘোরাল পাইলট। যান্ত্রিক ফড়িংটা কাছাকাছি আসতেই মুখের রক্ত সরে গেল ওর। কন্ট্রোলে বসে থাকা লোকটা স্যামসন নয়।

ধীরে ধীরে একটা পিস্তল ধরা হাত বেরিয়ে এল জানালা দিয়ে, তাক হলো ওর দিকে।

ছাব্বিশ

রক্তপাত নিয়ে ভয় পাচ্ছে রানা। না, আঘাতটা মারাত্মক নয়; কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকা রক্ত ওর ট্রেইল রেখে যাচ্ছে শুভ্র বরফের উপর।

ব্রিজের উপরে থাকল না ও, কাঠামো বেয়ে নামতে শুরু করল নীচে, একটা ক্রস-সেকশনে পৌঁছে থামল। ওখানে ডলার-ভর্তি ব্যাকপ্যাকটা গুঁজে রাখল। পোলার্ডকে পরাস্ত করতে হলে শরীর ভারমুক্ত থাকা দরকার।

কিছুক্ষণ পরেই ওকে ধাওয়া করে ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেল ট্রেজারি এজেন্ট। রানার অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করে একটু উবু হলো সে, রক্তের দাগ দেখল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এল ব্রিজে।

প্রমাদ গুনল রানা—প্রাণ বাঁচানো সহজ হবে না। লড়াই করতে হবে ওকে। অসম লড়াই—কারণ পোলার্ডের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, ওর হাতে কিছুই নেই।

ব্রিজের তক্তা ক্যাঁচকোঁচ করছে ট্রেজারি এজেন্টের পায়ের ভারে। সতর্ক পদক্ষেপ ফেলছে লোকটা। বুঝতে পারছে, শিকার খুব একটা দূরে নেই।

পোলার্ড মাথার উপরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা,

তারপরই বিদ্যুৎবেগে দু'হাত তুলল দু'টো তক্তার ফাঁক দিয়ে। খপ্ করে আঁকড়ে ধরল পোলার্ডের দুই গোড়ালি, হ্যাঁচকা টান দিল। তাল হারিয়ে একদিকে ঘুরে গেল ট্রেজারি এজেন্ট, আছড়ে পড়ল রেলিঙের উপর। পুরনো কাঠ তার দেহের ওজন সহ্য করতে না পেরে ভেঙে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে ব্রিজের বাইরে পড়ে গেল সে।

রানারও একই দশা। আক্রমণ করতে গিয়ে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে ওর। ক্রস-সেকশনে আর বসে থাকতে পারল না, শরীরটা পিছলে পড়ে গেল নীচে। কপাল ওর আরও খারাপ। পোলার্ড আছড়ে পড়েছে মোটামুটি শক্ত বরফের উপর; কিন্তু ও যেখানে পড়ল, সেখানে লেকের সারফেস একেবারে পাতলা। বরফের আস্তর ভেঙে সোজা পানিতে পড়ল রানা, তলিয়ে গেল নিমেষে।

অসম্ভব ঠাণ্ডা পানি মুহূর্তেই রানার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস টেনে বের করে নিয়ে গেল। এই তাপমাত্রা বর্ণনা করার মত কোনও ভাষা নেই। খুলির ভিতর যেন হাজারটা সুচ বিঁধতে শুরু করল ওর, প্রতিটা অস্থিসংযোগে ছুরিকাঘাত করছে কেউ একই সঙ্গে। মুহূর্তেই সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। শরীরের জামাকাপড় ভিজে যেন ভারী হয়ে গেছে কয়েক টন, ওকে টেনে নীচে নিয়ে যাচ্ছে। ঝটপট সোয়েটার খুলে ফেলল রানা, পতনের গতি কমল খানিকটা। হাত-পা পাগলের মত ছুঁড়তে শুরু করল ও, উপরে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে দ্রুত, কিছুতেই ভাসতে পারছে না। শরীরের কোষে কোষে সঞ্চিত শেষ বিন্দু শক্তি একত্র করে আবার লাথি ছুঁড়ল রানা, এইবার পারল উঠে আসতে। কিন্তু সারফেসের কাছে এসেই চমকে উঠল ও। স্রোতের ধাক্কায় বরফের ফুটো থেকে দূরে চলে

এসেছে, যেখান দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, সেখানটা বড্ড পুরু। আটকা পড়ে গেছে ও পানির তলায়!

আতঙ্কিত হলো না রানা। হয়ে লাভ নেই। শান্ত ভঙ্গিতে সাঁতার কাটতে শুরু করল। ফুটোটা খুঁজে বের করতে চাইছে। হাতড়াতে থাকল বরফের আবরণ, কিন্তু কিছুতেই পেল না জায়গাটা।

বিপদ আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল একটু পরে। ঘোলা বরফের উপরে আবছা একটা আকৃতি দেখতে পেল রানা। পোলার্ড উঠে দাঁড়িয়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ওর খোঁজে। দেখতে পেলেই গুলি করবে।

ঠাণ্ডা পানির অত্যাচার সহ্য করে কোমরের বেল্টে হাত দিল রানা, বের করে আনল ওর বোল্ট-গানটা। উপরদিকে ওটা তাক করে অপেক্ষা করতে লাগল।

দম ফুরিয়ে আসছে ওর। শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছে। টের পেল, রক্ত-সঞ্চালন চালু রাখার জন্য যুঝতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড।

একেবারে ওর গায়ের উপর এসে থামল পোলার্ড। তার গায়ের পাশে একটা লম্বা আকৃতি নড়ে উঠল—অস্ত্রটা তাক করছে নীচের দিকে। আর দেরি করল না রানা। বরফের গায়ে নল ঠেকিয়ে বোল্ট-গানের ট্রিগার চাপল।

প্রচণ্ড বেগে ছুটে গেল পিটন, পোলার্ড কিছু বুঝে ওঠার আগেই গেঁথে গেল তার বুকে। আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল লোকটা। বরফ ভেঙে পড়ে গেল পানিতে। আস্তে তার দিকে ঘুরে গেল রানা। বোল্ট গান থেকে আরও দুটো পিটন ছুঁড়ল।

গলা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল পোলার্ডের, ফুটো হয়ে গেল পেট। কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। রক্ত ছড়াতে ছড়াতে লাশটা

নেমে গেল হ্রদের গভীরে।

তাড়াতাড়ি সদ্য-তৈরি হওয়া ফুটোটার দিকে এগোল রানা। মাত্র কয়েক ফুট দূরে ওটা, কিন্তু তাতেই জান বেরিয়ে যাবার দশা হলো। সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। পেশিগুলো কিছুতেই মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে চাইছে না। হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখের সামনে একটা হাত দেখতে পেয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল। পরমুহূর্তে ওকে টেনে উপরে ওঠাল কে যেন।

'ক্লাইম্বার হিসেবে তুমি একটা প্রতিভা, রানা,' কানে ভেসে এল টনি মারভিনের পরিচিত কণ্ঠ। 'কিন্তু সাঁতারের বেলায় মোটেই তা নও। জেনে-শুনে কেউ কখনও সাব-জিরো টেম্পারেচারের পানিতে নামে?'

চোখ খুলল রানা। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'শরীর বেশি গরম হয়ে গিয়েছিল। কী করব, বলো?'

হেসে উঠল টনি। তাড়াতাড়ি সাহায্য করল বন্ধুকে। হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রানার, হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে। তাড়াতাড়ি নিজের জ্যাকেট ওকে পরিয়ে দিল টনি, হাত-পা মালিশ করতে শুরু করল। কাজটা ভালই জানে ও। খুব শীঘ্রি রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এল রানার, কিছুটা ভাল বোধ করল।

'গুড জব, টনি। এবার থামতে পারো।' বলল ও। ঠাট্টা করল, 'এত সেবাযত্ন কোরো না, প্রেমে পড়ে যাব।'

'তুমি আমার টাইপ নও,' পাল্টা জবাব দিল টনি। 'তা ছাড়া, অলরেডি দখল হয়ে গেছ তুমি। আইভিকে কোথায় রেখে এলে?'

'ফ্রিডম ফলসের কাছে। নীচে গিয়ে সাহায্য নিয়ে আসবে ও।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'তোমার খবর বলো। ছাড়া পেলে

কীভাবে?'

'আটকে রাখার মত কেউ নেই আর,' বলল টনি। 'ম্যাকার্থিকে খতম করেছি আমি। সিনথিয়াকে খতম করেছে রেইন নিজেই।' একটু বিমর্ষ হয়ে যোগ করল, 'ওরা স্যামসনকেও খুন করেছে, রানা।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার।

হ্রদের ঠাণ্ডা পানিতে নিজের রুমাল ভিজিয়ে নিল টনি। রানার কাঁধের ক্ষতটা পরিষ্কার করে দিল ভালভাবে। বলল, 'নিজেকে দুষো না, রানা। তোমার কিছু করার ছিল না ওর জন্য।'

থমথমে গলায় রানা বলল, 'রেইনকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!'

ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল টনি। এ কোন্ রানা? মায়াময়, আন্তরিক চেহারাটা উধাও হয়ে গেছে। সেখানে বাসা বেঁধেছে তীব্র আক্রোশ। ওর নিজেরই ভয় করে উঠল বন্ধুর এ-চেহারা দেখে। নিঃশব্দে কাঁধের ক্ষতটা বেঁধে দিল রুমাল দিয়ে।

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। তারপরেই শোনা গেল খসখসে আওয়াজ।

'পোলার্ড... পোলার্ড! কাম ইন!!'

একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল রানা আর টনি। ব্রিজের তলায় পড়ে আছে প্রয়াত ট্রেজারি এজেন্টের ওয়াকি-টকি। ওটার স্পিকার দিয়ে বেরিয়ে আসছে রেইনের কণ্ঠ।

উঠে গিয়ে যন্ত্রটা হাতে নিল টনি। বলল, 'দুঃখিত, রেইন। যোগাযোগ করতে দেরি করে ফেলেছি। তোমার দোস্ত এখন ক্রিকেট রিভার ধরে অ্যারিজোনার দিকে রওনা হয়েছে... পানির তলা দিয়ে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারাল রেইন। তারপর জানতে চাইল, 'টনি?'

'দ্যাটস্ রাইট।'

গলা খাঁকারি দিল রেইন। 'খুব একটা অবাক হচ্ছি না তোমার গলা শুনে।'

'তা হলে বলব, পটল তোলা চ্যালাদের মত অতটা মাথামোটা নও তুমি।'

টমির হাত থেকে ওয়াকি-টকি নিল রানা। 'খেলা খতম, রেইন। তুমি হেরে গেছ।'

'রানা! তুমিও বেঁচে আছ?'

'দেখতেই পাচ্ছ।'

'গুড,' হাসল রেইন। 'তারমানে টাকাগুলো এখনও হারাইনি আমি। ওগুলো নিশ্চয়ই তোমার কাছে আছে?'

'খুব খারাপ, রেইন,' রানা মাথা নাড়ল। 'কখন লেজ গোটাতে হয়, তা জানো না তুমি।'

'জানি, রানা। হেরে গেলে। কিন্তু এখনও হারিনি আমি। টাকাগুলো চাই আমি... এবং এখুনি।'

'মামাবাড়ির আবদার পেয়েছ?'

'অনেকটা সেরকমই বলতে পারো। হেলিকপ্টার নিয়ে আসছি আমি, পথে একজন যাত্রী তুলে নিয়েছি। তোমরা সম্ভবত ওকে চেনো।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

'কথা বলো,' কাকে যেন নির্দেশ দিল রেইন। 'কথা বলো, গড ড্যাম ইট!'

'রানা... টনি...'

আইভির কণ্ঠ শুনে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল রানার।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও।

'সরি... আমারই ভুল। চপারটাকে দেখে স্যামসন এসেছে ভেবেছিলাম...'

বেরসিকের মত ওর কাছ থেকে ওয়াকি-টকি ছিনিয়ে নিল রেইন। বলল, 'যথেষ্ট আলাপ হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছ, রানা? আমাদের লেনদেন এখনও শেষ হয়নি। টাকাগুলো চাই আমি... এক্ষুণি! কাছাকাছি সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় উঠে অপেক্ষা করো আমার জন্য। যদি কথা না শোনো, আমাকে একটা এক্সপেরিমেণ্ট চালাতে হবে। দেখতে হবে, এই সুন্দরী মেয়েটা উড়তে জানে কি না।'

হার মানল রানা। 'ঠিক আছে, রেইন। আইভি, ওকে বিটকার'স্ ল্যাডারের কাছে নিয়ে এসো। ওখানেই থাকব আমি।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আইভির দিকে ফিরে হাসল রেইন।

'ভালবাসা... বড্ড ক্ষতিকর একটা জিনিস, তাই না?'

সাতাশ

ব্রিজের তলায় উঠে গেল রানা। ডলারভর্তি ব্যাকপ্যাক নিয়ে যখন নেমে এল, তখন গাছের ডাল দিয়ে নিজের ভাঙা পায়ে একটা স্প্লিণ্টার বেঁধে নিয়েছে টনি।

'কী অবস্থা তোমার?' জানতে চাইল রানা। 'হাঁটতে পারবে?'

'পারব না কেন?' উঠে দাঁড়াল টনি। 'ক্লাইম্বার আমি, হাত-পা অতীতেও বহুবার ভেঙেছে। আমাকে নিয়ে ভেবো না।'

'গুড। তা হলে তোমার সেবাযত্নের জন্য থেকে যেতে হবে না আমাকে।'

'থেকে যাবার কথা আসছে কেন? আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'এই পা নিয়ে না।'

'আমি পারব, রানা!'

'জানি।' ব্যাকপ্যাক পিঠে ঝোলাল রানা। 'কিন্তু একা থাকলে দ্রুত এগোতে পারব আমি। রেইন আমাকে খুব বেশি সময় দেবে বলে মনে হয় না। আফটার অল, ও হেলিকপ্টারে চড়ে আসছে।'

'তা হলে অন্তত এটা নিয়ে যাও,' ম্যাকার্থির রাইফেলটা বাড়িয়ে ধরল টনি।

'নিতে পারলে ভাল হতো,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু আমার হাতে অস্ত্র দেখলে রেগে যেতে পারে শয়তানটা। উল্টোপাল্টা কিছু করে বসার সম্ভাবনা আছে।'

'খালি হাতে যাবে?'

'উপায় কী?' একটু ভাবল রানা। 'এক কাজ করো, আমার পিছু পিছু এসো। যদি রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছাতে পারো, আর সুযোগ দেখতে পাও... রেইনকে খতম করে দিয়ো।'

ওয়াকি-টকিটা কোমরে আটকে নিল রানা। তারপর হাঁটতে শুরু করল।

লেক থেকে বিটকার'স্ ল্যাডার পনেরো মিনিটের পথ। ক্লিফের কাছাকাছি পৌঁছুতেই রোটরের আওয়াজ শুনতে পেল ও। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, পাহাড়ের অন্যপাশ দিয়ে উঠে এসেছে চপার। নিচু হয়ে এগোল, বাতাসের তোড়ে কেঁপে উঠল

গাছপালা। লেকের উপরে চক্কর দিতে শুরু করল ওটা।

নার্ভাস বোধ করল রানা। খুব সাবধানে চাল দিতে হবে ওকে, নইলে নিজে তো মরবেই, আইভিকেও বাঁচাতে পারবে না।

মইয়ের কাছাকাছি পৌঁছে থেমে দাঁড়াল ও। সঙ্গে সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও।

'রানা! কোথায় তুমি?'

বেল্ট থেকে ওয়াকি-টকি খুলে নিল রানা। 'কাছেই আছি, রেইন। ওদিকে ঘুরঘুর না করে ক্লিফের দিকে এসো।'

রোটরের ধাক্কার লেকের সারফেস থেকে বরফকণা ওড়াল চপার, মুখ ঘুরিয়ে রানার দিকে এগোল। একেবারে মাটি ছুঁই ছুঁই করে আসছে। ব্যাকপ্যাক খুলে এক হাতে নিল রানা, ক্লিফের কিনারায় গিয়ে ওটা বাড়িয়ে ধরল শূন্যে। মুঠো খুললেই ওটা পড়ে যাবে কয়েক হাজার ফুট নীচে।

'তোমার লাগেজ এখানে, রেইন,' বলল ও। 'আইভিকে দেখাও।'

রানার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল চপার। কয়েকবার চক্কর দিল ওকে ঘিরে। তারপর ক্লিফের ওপাশে, একেবারে ওর সামনে এসে থামল—মাত্র দশ গজ দূরে। উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে রেইনের চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। আইভিকেও চোখে পড়ল, ওভারহেড বুলওঅর্কের সঙ্গে ওর দু'হাত বেঁধে রাখা হয়েছে।

রেইনের হাতে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে, চপারের ভিতর থেকেই ওটা তাক করল রানার দিকে। সন্দিহান চোখে তাকাল ব্যাকপ্যাকের দিকে। রেডিওতে বলল, 'কীভাবে জানব, ওই ব্যাগের ভিতরে সব টাকা আছে?'

'মুখ খুলে উপুড় করে দিই?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'সব সন্দেহের অবসান ঘটবে তোমার।'

'চমৎকার সাহস দেখাচ্ছ বটে!' বলল রেইন। 'একটু আশাহত হয়েছি, জানো? তোমার বন্ধু টনিও এখানে থাকবে ভেবেছিলাম। তোমার আগে ওকে খতম করার ইচ্ছে ছিল আমার। কোথায় ও?'

'টনির পা ভেঙে গেছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ওকে পিছনে ফেলে আসতে হয়েছে আমার।'

'খুব খারাপ। ওর পিছনে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করতে হবে।'

'প্যাচাল বন্ধ করো, রেইন। লেটস্ ফিনিশ দিস।'

'ঠিক আছে, কেবিনের দরজা খুলছি। ব্যাগটা ছুঁড়ে দাও চপারের ভিতরে।'

'আবদার এবার একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে। আইভি আর টাকা... দুটোই একসঙ্গে তোমার দখলে দিতে পারি না আমি।'

'ব্যাগটা না দিলে মেয়েটাকে খুন করব আমি, রানা।'

'করো। তা হলে বসন্তকালে বরফ গলার আগে টাকার চেহারা দেখবে না তুমি।'

'ব্যাগটা দাও, রানা!' গর্জে উঠল রেইন।

'আইভিকে ছাড়ার পর!' পাল্টা চিৎকার করল রানা।

অনড় রয়েছে রানা, যদিও এই লড়াইয়ে ওর জয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। সুস্থমস্তিষ্কের, কিংবা যুক্তিসম্মত কোনও মানুষের সঙ্গে ডিল করছে না ও। চার্লস রেইন একজন অর্ধোন্মাদ, যদি তার পাগলামি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, হয়তো পরোয়া করবে না টাকার। ওকে আর আইভিকে খুন করে পালিয়ে যাবে হেলিকপ্টার নিয়ে। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়েও উপায় নেই ওর। টাকাটা হাতছাড়া করামাত্র ওদের আয়ু ফুরিয়ে যাবে।

চারপাশে বিলাপ করে উঠল বাতাস। এ-ছাড়া বাকি সবখানে কবরের নীরবতা বিরাজ করছে।

রেইনের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। যেন

অনন্তকাল পরে নড়ে উঠল লোকটা। বুঝে ফেলল, সামনে দাঁড়ানো যুবকটিকে টলানো যাবে না। হার মানল তাই। ইন্সট্রুমেণ্ট প্যানেলের উপর পিস্তল নামিয়ে রাখল সে। শরীর একটু ঘুরিয়ে কেটে দিল আইভির হাতের বাঁধন।

হোভার করে ক্লিফের উপরে চলে এল হেলিকপ্টার। রানার পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে স্থির হলো। কেবিনের দরজা খুলল আইভি। কোমরের সঙ্গে আটকে নিল গ্রাপ্‌লিং কেইবল, উইঞ্চ চালু করে ঝুলে পড়ল, একটু পরেই নেমে এল মাটিতে।

বেল্ট থেকে কেইবলের হুক খুলে রানার দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল আইভি, কিন্তু হাত তুলে ওকে মানা করল ও।

চেঁচিয়ে বলল, 'দূরে থাকো। এদিকে এসো না। দৌড়াও!'

ইতস্তত করল আইভি। 'কিন্তু তোমার কী হবে?'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না। প্লিজ, কথা শোনো আমার। পালাও!'

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য দ্বিধায় ভুগল আইভি। তারপর উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল। একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল একসারি পাথরের আড়ালে।

চপারের মুখ ঘোরাল রেইন, যাতে খোলা দরজাটা মুখোমুখি থাকে রানার। পিস্তল ফের তুলে নিল হাতে। ওর দিকে তাক করে রেডিওতে বলল, 'কথা রেখেছি আমি, রানা। এবার ব্যাগটা ছুঁড়ে দাও চপারের ভিতর।'

আইভি চলে গেছে কি না, নিশ্চিত হয়ে নিল রানা। তারপর মুখ ফেরাল। হাতের ইশারা দিয়ে বলল, 'কাছে এসো, রেইন। এতদূর থেকে ছুঁড়তে পারব না আমি।'

ধীরে ধীরে সমান্তরাল পথে হোভার করতে থাকল হেলিকপ্টার।

'আরও কাছে এসো... আরও কাছে,' বলল রানা।

প্রায় ওর মাথার উপরে চলে এসেছে চপার, স্থির হয়ে গেল। রেডিওতে খেঁকিয়ে উঠল রেইন। 'যথেষ্ট কাছে এসেছি, রানা। আর না। ব্যাগটা দাও আমাকে। নইলে কপালের মাঝখানে একটা বুলেট উপহার পাবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ, এই নাও তোমার টাকা।'

হাত ভাঁজ করে সর্বশক্তিতে ব্যাকপ্যাকটা ছুঁড়ল ও। কেবিনের ভিতরে নয়, কয়েক ফুট উপরে... রোটর লক্ষ্য করে। ঘুরন্ত ব্লেডের আঘাতে চোখের পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওটা। ডলারের অসংখ্য টুকরো ভারী তুষারপাতের মত নেমে এল উপর থেকে।

'না-আ-আ-আ!' চেঁচিয়ে উঠল রেইন।

ডাইভারশনটার সুযোগ নিয়ে ডাইভ দিল রানা। এক লাফে চলে এল হেলিকপ্টারের তলায়। গ্র্যাপ্‌লিং কেইবলটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, ওটা আঁকড়ে ধরে ছুটল। বিটকার'স্ ল্যাডারের উপরের ধাপটায় আটকে দিল কেইবলের প্রান্তদেশে লাগানো হুক।

চপারের মুখ ঘোরাতে শুরু করেছে রেইন। আবার ছুটল ও। ফিরে এল আকাশযানটার তলায়। এক মুহূর্ত দেরি করলে টেইল রোটরের আঘাতে কিমা হয়ে যেত।

পাগলের মত কণ্ট্রোল নাড়ল রেইন, সরে যেতে চাইল রানার উপর থেকে; ওকে পিস্তলের নাগালে পেতে চায়। সুযোগ দিল না রানা। চপারের তলায় থেকে ছোটাছুটি শুরু করল ও-ও। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত উচ্চতা কমাতে শুরু করল রেইন, ল্যাণ্ড করার চেষ্টা করল রানার গায়ের উপরে।

ঝাঁপ দিয়ে চপারের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা। ছুটল

ল্যাডারের দিকে। পিছু পিছু ধাওয়া করে এল চপার। ক্লিফের কিনারায় গিয়ে লাফ দিল রানা মরিয়া হয়ে, ওর কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে ছুটে গেল চপার। পড়তে পড়তে শরীর ঘুরিয়ে ফেলল ও, অবলম্বন পাবার জন্য অন্ধের মত হাত ছুঁড়ল রানা, ডানদিকেরটা ছুটে গেল... তবে বাম তালুতে ঠেকল মইয়ের লোহার দণ্ড, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ফেলল ও। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল কাঁধ।

রানার উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে গেছে চপার, গতি কমানোর সুযোগ পেল না রেইন, তার আগেই কেইবলে টান পড়ায় থরথর করে কেঁপে উঠল আকাশযান। প্রচণ্ড প্রেশারের কাছে নতি স্বীকার করল বিটকার'স্ ল্যাডারের অটুট বন্ধন। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় বোল্টের সাহায্যে আটকে রাখা হয়েছে পুরো কাঠামো; উপরদিকের কয়েকটা বোল্ট খুলে এল, শটগান থেকে বেরুনো বুলেটের মত ছুটে গেল চারদিকে।

একটা বোল্ট নাগাল পেয়ে গেল চপারের। ইঞ্জিন কাভার ভেদ করে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল ওটা। পরমুহূর্তে মরণ-আর্তনাদ বেরিয়ে এল চপারের রোটর থেকে। থেমে যেতে শুরু করল ব্লেডের ঘূর্ণন, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ভারী একটা পাথরের মত আকাশ থেকে যান্ত্রিক ফড়িংটাকে খসে পড়তে দেখল রানা।

কেইবলটা এখনও আটকে আছে ল্যাডারের গায়ে, তাই সরাসরি নীচে পড়ল না চপার। পেণ্ডুলামের মত আছড়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে... উল্টো হয়ে। ক্লিফের গায়ে বাড়ি খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ব্লেডগুলো। বর্শার মত ছিটকে গেল চারদিকে। থেঁতলে গেল একপাশের ফিউজেলাজ। ভিতর থেকে শোনা গেল রেইনের চিৎকার।

কয়েক মুহূর্তে স্থির রইল সবকিছু। তারপরেই কপ্টারের ওজনের কাছে পরাস্ত হতে শুরু করল ল্যাডার। বিকট শব্দ করে

বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল পাহাড়ের গা থেকে, চপারটা নেমে গেল নীচে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি অনুভব করল রানা। হাজার চেষ্টা করেও হাতদুটোকে বাধ্য রাখতে পারল না, নিজের অজান্তেই আলগা হয়ে গেল ওগুলো।

মই থেকে পড়ে গেল ও।

আটাশ

'রানা!'

চারশো গজ দূরে, পাথরসারির আড়াল থেকে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে আইভি। রানাকে ঝাঁপ দিতে দেখল ক্লিফের কিনার থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর আকাশ থেকে খসে পড়ল হেলিকপ্টারটা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা থেকে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আইভি। ছুটতে শুরু করবে, এমন সময় পিছন থেকে শোনা গেল ডাক।

'আইভি, দাঁড়াও!'

ঘাড় ফেরাতেই টনিকে দেখতে পেল ও। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে।

'টনি! রানা... রানা...' উত্তেজনায় কথা আটকে যাচ্ছে আইভির। অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে বুক।

'জানি,' কাছে এসে বলল টনি। 'আমি সব দেখতে পেয়েছি। সাহায্য করো আমাকে, ঠিকমত হাঁটতে পারছি না। রানাকে উঠিয়ে আনতে চাইলে আমাকে প্রয়োজন হবে তোমার।'

'ও তো লাফ দিল নীচে।'

'আত্মহত্যা করবার বান্দা নয় রানা। ভয় পেয়ো না। কাছে এসো।'

নিজের ঘাড়ে টনিকে ওজন চাপাতে দিল আইভি। তারপর দু'জনে ত্রস্ত পায়ে এগোল ক্লিফের কিনারের দিকে।

কপাল ভাল রানার, ল্যাডারের নীচের দিকের বোল্টগুলো এখনও টিকে আছে। আটকে রেখেছে হেলিকপ্টারকে। আকাশযানটা পেটের উপর আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো কাঠামো। আরও কয়েকটা বোল্ট খুলে এল পাহাড়ের গা থেকে। একদিকে কাত হয়ে গেল হেলিকপ্টার।

পতনের ধাক্কায় বুক থেকে বাতাস বেরিয়ে গেছে রানার। ব্যথাটা সয়ে আসতেই আঁতকে উঠল। পিছলে কপ্টারের নাকের দিকে চলে যাচ্ছে ও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পড়ে যাবে নীচে।

নাগালের মধ্যে একটা ল্যাণ্ডিং স্কিড দেখতে পেয়ে হাত বাড়াল, খপ্ করে ধরল ওটা। বাঁচাল নিজেকে।

হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে একটু উঁচু হলো রানা। চঞ্চল চোখ বোলাল পাঁচিলের গায়ে। একটা অবলম্বন দরকার। লোহার মই আর পুরো হেলিকপ্টার ক্যাঁচকোঁচ করছে, যে-কোনও মুহূর্তে কয়েক হাজার ফুট নীচে খসে পড়বে।

ছোট একটা খাঁজ দেখতে পেয়ে আশান্বিত হয়ে উঠল রানা। সাবধানে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে গেল ওদিকে। উঠে দাঁড়িয়ে সবে খাঁজটায় একটা হাত দিয়েছে, এমন সময় পিছন

থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ গর্জন।

চার্লস রেইন!

খোলা দরজা দিয়ে জিমন্যাস্টের কসরত দেখিয়ে কপ্টারের পেটের উপর উঠে এসেছে সে। পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরল রানার। একটানে সরিয়ে আনল পাঁচিলের পাশ থেকে। কপ্টারের মসৃণ গায়ে পা পিছলাল দু'জনেরই, ধপাস করে পড়ে গেল ওরা।

রেইনের গায়ের উপর পড়েছে রানা, কিন্তু ওর গলার উপর থেকে হাত সরায়নি দস্যুনেতা। সর্বশক্তিতে ওর কণ্ঠার উপর চাপ দিচ্ছে সে। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে লাগল রানা। আঙুলগুলো ধরে রেইনের সাঁড়াশি-চাপ আলগা করার চেষ্টা করল ও, পারল না। শেষে আর কোনও উপায় না দেখে গায়ের জোরে কনুই চালাল পিছনে। জায়গামতই লাগল আঘাতটা, জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো। সোলার-প্লেক্সাসে কনুইয়ের গুঁতো খাওয়ায় আলগা হয়ে গেল রেইনের হাত, কাতরে উঠল ব্যথায়।

গড়িয়ে একপাশে সরে গেল রানা। দম ফিরে পেতে কয়েক মুহূর্ত জোরে জোরে শ্বাস টানল ও, বাতাস টেনে নিচ্ছে বুভুক্ষু ফুসফুস।

শোয়া অবস্থা থেকে আচমকা ঝাঁপ দিল রেইন। মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত হানল রানার বুকে। এই আঘাতে একটু পাক খেল রানা, পিছিয়ে এল। ওর মাথায় ধাঁই করে একটা ঘুসি ঝাড়ল রেইন, একপাশে লাগল আঘাতটা, ভয়ানক ঝাঁকি খেল মগজ। আঘাতটা সয়ে নেবার আগেই ফের ডান হাতে ঘুসি হাঁকাল রেইন। চিৎ হয়ে পড়ে গেল রানা।

ওকে লাথি মারার জন্যে একটা পা তুলল দস্যুনেতা। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার গায়ে। গড়ান দিল, ফলে রেইনের লাথিটা পুরোপুরি লক্ষ্যভেদ করতে পারল না, রানার মাথায় বুটের

সামান্য ছোঁয়া লাগল শুধু, তাতেই চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল।

'বাহ্, বাহ্!' ক্রূর হাসি হেসে বলল রেইন। 'সুপারম্যানের দেখি তা হলে রক্তও ঝরে! আজ তোমাকে জন্মের শিক্ষা দেব, রানা। টের পাবে, কার সঙ্গে লাগতে এসেছিলে!'

লোকটার সঙ্গে কথার লড়াইয়ে গেল না রানা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, যেন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দু'পায়ে ভারসাম্য ফিরে পাওয়ামাত্র ঘুসি চালাল ও রেইনের চিবুকের নীচে। রাগে বিকৃত হয়ে গেল রেইনের চেহারা পুঁচকে লোকটা তার গায়ে হাত তোলার ধৃষ্টতা দেখানোয়। খেপে গিয়ে পর পর অনেকগুলো ঘুসি মারল সে রানার বুক-পেট-মুখ লক্ষ্য করে, কিন্তু একটাও লাগাতে পারল না জায়গামত। রানার দ্বিতীয় ঘুসি লাগল ওর কপালের পাশে জুলফির উপর। খুলির সঙ্গে হাতের সংঘর্ষের বিশ্রী শব্দ হলো, 'খটাস'। আঙুল বেয়ে উঠে আসা যন্ত্রণা অনুভব করল রানা। বেমক্কা জায়গায় ঘুসি খেয়ে মাথা ঘুরে গেল রেইনের, ভারসাম্য হারাল। এবার পা চালাল রানা। তলপেটে প্রচণ্ড লাথি খেয়ে কোঁত করে একটা শব্দ বেরুল রেইনের মুখ দিয়ে। সামান্য বাঁকা হয়ে গেল ওর বিশাল ধড়।

শয়তানটাকে আর কোনও সুযোগ দিল না রানা। ডান হাতে গায়ের জোরে মারল ওর নাক বরাবর। ঠোঁট ও নাক থেঁতলে গেল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট ছুঁলো রেইন। রক্তের দিকে অবাক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল, তারপর দু'হাত তুলে রানার দিকে এগোল—ওকে জাপটে ধরতে চায়। এদিক-ওদিক স্টেপ ফেলে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হলো না, সোজা এগিয়ে আসছে দানব। উপায়ান্তর না দেখে ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল রানা। একসময় বুঝতে পারল, আর

পিছানোর জায়গা নেই, একেবারে কিনারায় চলে এসেছে। এক লাফে সামনে বেড়ে বিদ্যুদ্বেগে প্রতিপক্ষের গলার পাশে চালাল কারাতের কোপ, তারপর লাফিয়ে পিছিয়ে এল আবার। ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার জন্য এই আঘাত উপেক্ষা করে আরও আগে বাড়ল রেইন। এবার ঝট্ করে নিচু হয়ে আবার মারল রানা ওর নাকের ব্রিজে।

দরদর করে রক্তের ধারা নামছে দস্যুনেতার নাক-মুখ দিয়ে। তারপরেও এগিয়ে আসছে, কিন্তু গতি এখন অনেক ধীর। তাকে সামনে বাড়তে দিল রানা। বাম হাতে একটা ঘুসি মেরে রানাকে জায়গামত আনল সে, তারপর ডান মুঠি পুরো পিছনে টেনে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার চালাল ঘুসি। বাম হাতে কারাতের কোপ মেরে মারাত্মক আঘাতটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করল রানা। পরমুহূর্তে ছুটে আসা বাম হাতের ঘুসিটাও কনুই দিয়ে ঠেকাল। এবার আবার অ্যাকশনে গেল ও। দু'হাতে দুটো কঠিন আঘাত করল রেইনের চোখে-মুখে। ব্যথা সামলাবার চেষ্টা করছে দস্যুনেতা, এ-সময় ডান হাত দিয়ে ঘুসি মারার ভান করে বাম হাতে তার থুতনিতে একটা তীক্ষ্ণ আপার কাট মারল ও। পিছন দিকে হেলে গেল রেইনের মাথা আর দেহ—সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত একত্র করে কিডনির উপর প্রচণ্ড আঘাত করল রানা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠে সিধে হলো রেইন। আর তখুনি উপর থেকে ভেসে এল মড়মড় আওয়াজ।

চমকে উপরে তাকাল রানা। দু'জনের দাপাদাপিতে ভয়ানক ভাবে নড়ে উঠেছে চপারের গা, আর তাতেই যেন কফিনের শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে ওরা। বিটকার'স্ ল্যাডারটা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, খুলতে শুরু করেছে শেষ বোল্ট ক'টা।

আর দেরি করা চলে না। সমস্ত শক্তি দিয়ে বাম হাতে

রেইনের চোয়ালের নীচে মারল ও। হাড় ভাঙার শব্দ এল কানে—দেখল, লোকটার মুখের ডানদিকে নীচের অংশটা কেমন যেন বিকৃত দেখাচ্ছে। কাঁধ ধরে তাকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে ফেলল রানা, তারপর মনের সাধ মিটিয়ে প্রচণ্ড এক লাথি মারল কোমর বরাবর। হুমড়ি খেয়ে ল্যাণ্ডিং স্কিডের উপর পড়ল দস্যুনেতা। তাল সামলাতে পারল না, স্কিড টপকে উল্টে পড়ল ওপাশে। শেষ মুহূর্তে কপ্টারের কিনার আঁকড়ে ধরে ঠেকাল পতন। ঝুলে পড়ল ক্ষণিকের জন্য, এরপর দোল খেয়ে দেহটাকে খোলা দরজা গলে ঢুকিয়ে দিল কেবিনের ভিতর।

পাঁচিল লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রানা। ছোট্ট খাঁজটা আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। পরমুহূর্তে পায়ের তলার অবলম্বন হারাল। মই খুলে এসেছে পাহাড়ের গা থেকে। পাঁচিলের গায়ে ঘষা খেতে খেতে সবেগে নীচের দিকে রওনা হলো হেলিকপ্টার।

প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে উঠল রেইন। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও! বাঁচাও, রানা!'

'গো টু হেল, রেইন,' বিড়বিড় করল রানা। 'সোজা নরকে চলে যাও!'

চার হাজার ফুট নীচের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টার, ওজনের কারণে থেঁতলে গেল সঙ্গে সঙ্গে; তারপরেই একপাশে গড়াতে শুরু করল, প্রতি পাকের সঙ্গে ভেঙেচুরে তুবড়ে যাচ্ছে ওটার শরীর। গড়ানো যখন থামল, তখন আর হেলিকপ্টার বলে চেনার উপায় নেই আকাশযানটাকে, স্রেফ একটা জঞ্জালে পরিণত হয়েছে।

ইতোমধ্যে ফুয়েল লাইন ছিঁড়ে গেছে, পাথুরে জমির সঙ্গে ভাঙা কপ্টারের ঘষা লেগে আগুনের ফুলকি তৈরি হয়েছে, ফলে ছোট ছোট আগুন ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়। কয়েক সেকেণ্ড

পর প্রচণ্ড গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ। কমলা রঙের আগুন গ্রাস করল উল্টে থাকা হেলিকপ্টারটাকে, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল ওটা।

পাঁচিলের গায়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দৃশ্যটা দেখল রানা। বুকের ভিতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বৃদ্ধ শিল্পী স্যামসনের জন্য।

হঠাৎ নতুন একটা শব্দ শোনা গেল। রোটরের আওয়াজ... আরেকটা হেলিকপ্টার উড়ে আসছে এদিকে।

চোখ ঘুরিয়ে নিল রানা। নবাগতদের ব্যাপারে আগ্রহ নেই কোনও। বেকায়দা একটা অবস্থায় আছে এ-মুহূর্তে। উপরে ওঠা সহজ হবে না। মই খুলে আসায় বোল্টের গর্ত দেখা যাচ্ছে—হ্যাণ্ডহোল্ড হিসেবে হয়তো কাজে দেবে ওগুলো। কিন্তু শরীরে একবিন্দু শক্তি পাচ্ছে না।

হতাশা অনুভব করছিল, কিন্তু আচমকা একটা দড়ি নেমে এল উপর থেকে। মাথা তুলতেই ক্লিফের কিনারায় টনি আর আইভির হাসিমুখ দেখতে পেল।

'রিল্যাক্স, রানা,' খুশি খুশি গলায় বলল টনি। 'আর কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। দড়িটা বেঁধে নাও, আমরা টেনে তুলছি তোমাকে।'

ম্লান হাসি ফুটল রানার মুখে। দড়িতে একটা লুপ তৈরি করে বগলের তলায় আটকাল। মৃদু ঝাঁকি দিয়ে সঙ্কেত পাঠাল উপরে। কয়েক মুহূর্ত পরেই টান পড়ল ওতে। টানতে শুরু করেছে টনি আর আইভি।

শরীর এলিয়ে দিল রানা। চোখ মুদল। মিনিট পাঁচেক পর পৌঁছে গেল ক্লিফের উপরে।

দড়িটা শরীর থেকে খুলে নিয়ে টনির দিকে তাকাল ও। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে বেচারা, ঘামে ভিজে গেছে মুখ। আইভি বলতে

গেলে কিছুই করেনি। ওকে টেনে তোলার মূল ধকলটা টনির উপর দিয়েই গেছে।

'কষ্ট করতে হবে না বলেছিলাম,' কপট অভিযোগের সুরে বলল টনি। 'তাই বলে পা'দুটো পাঁচিলে ঠেকিয়ে একটু সাহায্য করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? তোমাকে এতটা আরামপ্রিয় অপদার্থ ভাবিনি আমি।'

'সরি,' হাসল রানা। 'শরীরটা গেছে।'

'কোনও অসুবিধে নেই,' বলে উঠল আইভি। 'শরীর মেরামত কীভাবে করতে হয়, তা জানা আছে আমার।'

দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরল ও।

নতুন হেলিকপ্টারটা কাছে চলে এসেছে। সুট-পরা সরকারি চেহারার আরোহী দেখা গেল ভিতরে। খোলা জানালা দিয়ে একটা হ্যাণ্ডহেল্ড লাউডস্পিকার বেরিয়ে এল। বলা হলো:

'দিস ইজ হেড কম্পট্রোলার বিল হাসকি ফ্রম ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। প্লিজ কেউ নড়বেন না। খুব শীঘ্রি রেসকিউ টিম আর লোকাল অথরিটিকে আনার ব্যবস্থা করছি আমরা। ততক্ষণ এখানেই থাকুন।'

আড়চোখে রানা আর আইভির দিকে তাকাল টনি। আঠার মত সেঁটে রয়েছে ওদের ঠোঁট। পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলেই গেছে যেন।

মুচকি হাসল রেঞ্জার। গলা চড়িয়ে বলল, 'যতক্ষণ খুশি সময় নিন, স্যর। কোথাও যাচ্ছি না আমরা।'

***

মাসুদ রানা

ক্লাইম্বার

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাঝ-আকাশে ঘটে গেল রুদ্ধশ্বাস ডাকাতি।
কিন্তু তারপরেই দুর্বৃত্তদের বিমান আছড়ে পড়ল
রকি পর্বতমালার উপর, একশো মিলিয়ন ডলার ভর্তি
তিনটে বাক্স হারিয়ে গেল উঁচু-নিচু পর্বতশৃঙ্গের মাঝে।
ওগুলো উদ্ধারের মত যন্ত্রপাতি বা দক্ষতা...
কোনোটাই নেই দুর্বৃত্তদের।
এখন কী করা!
বেতারে পাঠানো হলো সাহায্যের আবেদন।
আবেদনে সাড়া দিল দু'জন উদ্ধারকারী।
ওরা এলেই আটক করা হলো তাদের।
বাধ্য করা হলো ডলার-ভর্তি বাক্স খুঁজে বের করতে।
কাজ শেষ হওয়ামাত্র খুন করা হবে ওদের।
ব্যস, নিখুঁত পরিকল্পনা, তাই না?
ভুল।
উদ্ধারকারীদের একজনের নাম মাসুদ রানা,
সেটা তো ওদের জানা ছিল না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০